ভৈরবের ডাক

পরবর্ত্তী আকর্ষণ ! অপূর্ব্ব নাট্যসম্পদ !!

নবরঞ্জন অপেরার বিজয়কেতন

পালাসম্রাট শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে এম, এ প্রণীত

নেকড়ের থাবা

[ঐতিহাসিক নাটক।]

দূর থেকে ভাগ্যবিড়ম্বিত এক রাজপুত্র দুটি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এই বাংলার মাটিতে। মানুষের চেয়ে হিংস্র জন্তু যেখানে ছিল বেশী, সেই মাটিতে নতুন রাজ্য গড়ে উঠল বীরভূম। ওপারের নবাবশাহী এল বাড়া ভাতে ভাগ বসাতে। বীরসিংহ বললেন,—"প্রাণ দেব, তবু মাটি দেব না।" তারপর? নবাবী ফৌজ ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের মত ছুটে এল বীরভূমের মাটিতে। রাণীর রণকৌশলের ফলে তারা ফিরে গেল হতবিধ্বস্ত হয়ে। তারপর শুরু হল বেইমানের খেলা। কোথায় গেল বীরসিংহ, কোথায় তার ভাই চৈৎ সিং আর ফতে সিং ? যে রাণীদহের তলায় মহিমময়ী রাণী চিরঘুমে অচেতন, আজও তার উচ্ছল জল পথচারীদের ডেকে বলে, "দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে।" মূল্য ৩.৫০ টাকা

ঘটনার ইন্দ্রজাল ! ভাষার পিরামিড !!

শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত

কাঁটার মুকুট

[ঐতিহাসিক নাটক।]

যে সময় মোগল সম্রাট বংশ দিল্লীর মসনদে ঠিক সেই সময় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করে সম্রাট মহম্মদ শাহ্ বংশের লুপ্ত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করছিল। আর একদিকে রাজপুত জাতি ও মারাঠারা অধীনতা শৃঙ্খল মোচনে সচেষ্ট। এইভাবে ভারতের বুকে রক্তস্রোত বয়ে গেল। তারপর কি ?

যার ছত্রে ছত্রে অত্যাচার অবিচারের নাটকীয় লীলার প্রতিরোধ পাঠক, দর্শক ও সমালোচককে স্তম্ভিত করেছে। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত জমজমাট নাটক।

নগেন্দ্র মাইতি—বাঁদীর হাট মূল্য ৩্ টাকা।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
৮৮ (১০১) রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ভৈরবের ডাক

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

ভারতী অপেরায় সগৌরবে অভিনীত।

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

৩৬৮ (১০৫), রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬

হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩৫৭ সাল।

প্রথম সংস্করণ।]

[মূল্য ৩'৫০ টাকা।

অভিনয় শিক্ষা—ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত ও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত। যাত্রা ও থিয়েটারের অভিনয় শিখিতে ও শিখাইতে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইতে, অভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে এমন পুস্তক আর হয় নাই। বহু ফটো চিত্র সহ। মূল্য ৪'০০।

সূর্য্যমহল—শ্রীদেবেন নাথ প্রণীত রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক। মেবারের স্বাধীনতা রক্ষায় যুগে যুগে কত বীর সন্তান আত্মোৎসর্গ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কূট ষড়-যন্ত্রের গরল উদ্গীরণে শাসিতের চক্রে নিপীড়িত হয়েছে মানুষ। সেই মানুষ যেদিন জেগে ওঠে সেদিন সব অন্যায়ের সমূলে বিনাশ হয়। অভিনয়ে আত্মহারা ও একগ্রতার সৃষ্টি করে। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত জমজমাট নাটক। মূল্য ৩'০০ টাকা।

অভিষেক—কানাই লাল নাথ প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। রাজা মাণ্ডলিকের বংশগত প্রথা, রাজরক্ত পরিয়ে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর অভিষেক করতে হবে। এত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও কি মাণ্ডলিক তার অভিষেক সম্পন্ন করেছিল? অভিনয়কালে সুনাম বজায় থাকবে। মূল্য ৩৲

বাগদী ডাকাত বা **রাজবিদ্রোহী**—অনিল দাস প্রণীত কাল্পনিক নাটক। কেন বাগ্দী হল ডাকাত? ঘরের মেয়ে কেন ছুটে গেল অত্যাচারীর হাত থেকে নিজের সবকিছু রক্ষা করতে। ডাকাত সত্যিই কে? অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে শোষিত সমাজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছে ডাকাত কে। অভিনয়ে যশ অবধারিত।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য—আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। অবাঙালী হিন্দুমুসলমানের বাঙালী বিদ্বেষণ, রাজকরের নামে নির্ব্বিচারে বাংলা শোষণ। বাঙালী মেয়েদের মর্য্যাদা হরণের প্রতিবাদে বাংলার ছেলে প্রতাপাদিত্যের প্রবল প্রতাপশালী ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন পণ। মূল্য ৩'০০ টাকা।

ভাঙাগড়া—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত কল্পনাসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক। ভাঙাগড়ার দেবতা যে ভগবান, স্বার্থপর মানুষ একথা বিশ্বাস করে না। অলক্ষ্যে ভগবান হাসলেন। মহান নবাব নসরৎ শাহ, সত্যবাদী জ্ঞানেন্দ্র, ব্রহ্মচারী অজয় আর ধার্ম্মিক বদন বক্সীকে দিয়ে তিনি পূর্ণ করলেন তাঁর ভাঙাগড়ার খেলা। এ খেলায় বইলো রক্তের নদী, ঝরলো অশ্রুর ঝর্ণা, উঠলো মর্ম্মভাঙা হাহাকার। ভগবানের করুণায় কান্নার মহাশ্মশানে ব'য়ে গেল হাসি ও আনন্দের অলকনন্দা। স্বার্থ আর মহত্ত্বের সংঘর্ষে হ'লো মহত্তের জয়। সৌখীন সম্প্রদায়ের চিত্তাকর্ষক অপূর্ব্ব নাটক। মূল্য ৩'০০



যাত্রাভিনয়ে নিবেদিত প্রাণ স্বর্গত শিল্পী

গুরুপদ ঘোষ মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশে—

গুণমুগ্ধ গ্রন্থকার।

ভূমিকা

—(*)—

"ভৈরবের ডাক" নাটক সত্যম্বর অপেরার জন্য রচিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাটকখানি সেখানে অভিনীত হইতে পায় নাই। কলিকাতায় নবাগত ভারতী অপেরার কর্তৃপক্ষ অপরিমেয় নিষ্ঠার সহিত "ভৈরবের ডাক" অভিনয় করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রার দলে উন্নীত হইয়াছে, এ কথা যাত্রা রসিক মাত্রেই জানেন। এ কৃতিত্ব একা নাট্যকারের নয়, তার সঙ্গে সমান অংশীদার ভারতী অপেরার প্রাণপুরুষ শ্রীকালীপদ ঘোষ এবং প্রধান শিল্পী শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপান্নালাল চক্রবর্ত্তী। আমি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্রাট আলমগীরের চোখের ঘুম যে ক'জন হিন্দুবীর কাড়িয়া নিয়াছিল, বুন্দেলা রাজপুত ছত্রশাল তাহাদের মধ্যে একজন। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে নিষ্ঠা যার, প্রতিষ্ঠা তারই। প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরা এই দেশভক্ত বীরের যথার্থ ছবি আঁকিতে আমি যত চেষ্টা করিয়াছি, ততই মনে হইয়াছে, কত অকথিত বাণী অগীত গান রহিয়া গেল। কোন নিপুণ নাট্যকার হয়ত একদিন ছত্রশালের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে অগ্রণী হইবে। আমি এই উপলক্ষ্যে দেশের অসংখ্য আদর্শহীন যুবকের কাছে আবেদন জানাই,—

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই,
আবার তোরা মানুষ হ'।"

—পরিচয়—

—পুরুষ—

চম্পৎরায়	...	...	বুন্দেলখণ্ডের রাজা।
ছত্রশাল। খঞ্জন।	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
সঞ্জয়।	...	...	ছত্রশালের পুত্র।
তরুসিংহ	...	...	সৈন্যাধ্যক্ষ।
মনসুর	...	...	পাঠান বালক।
মৌলানা রসুল	...	...	জনৈক আলেম।
ঔরংজেব	...	...	দিল্লীর সম্রাট।
কামবক্স্	...	...	ঐ পুত্র।
আফজল খাঁ	...	...	লাহোরের সুবেদার।
দবীর খাঁ	...	...	সিরহিন্দের সুলতান।
গজারু	...	...	পাতিসায়রের জায়গীরদার।

—স্ত্রী—

শঙ্করী	...	...	চম্পৎ রায়ের রাণী।
উদিপুরী	...	...	দিল্লীশ্বরের বেগম।
দুলারী	...	...	আফজল খাঁর কন্যা।
কপিলেশ্বরী	...	...	গজারুর স্ত্রী।

অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

—নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছেন—

—(*)—

চম্পৎরায়—	শেখর আচার্য্য।
ছত্রশাল—	পান্না চক্রবর্ত্তী পরে পালান নস্কর।
খঞ্জন—	দুর্গা ব্যানার্জ্জী।
সঞ্জয়—	মাঃ মৃত্যুঞ্জয়, মাঃ লক্ষ্মী।
তরুসিংহ—	সুকুমার ভট্টাচার্য্য পরে হিরণ বসুমল্লিক।
মনসুর—	হরিগোপাল পরে সব্যসাচী।
বসুল—	সুধীর ধাড়া (ভজা) পরে বলাই হালদার
ঔরংজেব—	নটসূর্য্য দিলীপ চ্যাটার্জ্জী।
কামবক্স—	দেবকুমার ব্যানার্জ্জী।
আফজল খাঁ—	গুরুপদ ঘোষ পরে শচীনন্দন মণ্ডল।
দবীর খাঁ—	৺ক্ষেত্র চ্যাটার্জ্জী পরে প্রফুল্ল ব্যানার্জ্জী।
গজারু—	বিভূতি অগস্তী পরে হীরালাল ব্যানার্জ্জী।
শঙ্করী—	অনিল দাস।
উদীপুরী—	চিত্রা মল্লিক পরে ঋতা দত্ত।
দুলারী—	শতদল পরে কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী।
কপিলেশ্বরী—	নমিতা রায় পরে নেপাল মণ্ডল।
সুরশিল্পী—	অমিয় ভট্টাচার্য্য।

———

ভৈরবের ডাক

——(*)——

সূচনা।

দিল্লী রাজপ্রাসাদ।

বন্দী চম্পৎ রায়কে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। থাকো এইখানে দাঁড়িয়ে বেয়াদব হিন্দু। জাঁহাপনা আসছেন আজ তোমার গায়ের চামড়া খুলে নেবেন। এত বড় হিম্মৎ তোমার তুমি মসজিদের ইট কাঠ ফেলে দিয়ে মজুর মিস্ত্রীদের ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছ?

চম্পৎ। বেশ করেছি। আমাদের ভৈরবের মন্দির ভেঙ্গে যারা মসজিদ গড়তে চায়, তাদের আমি যে জীবন্ত কবর দিই নি, এই যথেষ্ট।

রক্ষী। বটে। পাঁচদিন এক ফোঁটা জল খেতে দিই নি, এক টুকরো রুটিও পেটে পড়ে নি, তবু তেজ ভাঙ্গল না? মরার জন্যে তৈরী হও কাফের।

চম্পৎ। তৈরী হয়েই আমি দিল্লীতে এসেছি। মরার ভয়ে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যাবে তোমরা মহাপাপীর দল, চম্পৎ রায় বাদশার ভ্রূকুটি আর যমের থাবাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে। হে ভৈরব, তোমারই আশ্রিত আমরা, তোমারই চরণ তলে হাজার হাজার

বুন্দেলা রাজপুত মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে বেরিয়ে এসেছি। মৃত্যুই যদি এর পরিণাম হয়, এস তুমি মহাকাল, আমি হাসতে হাসতে তোমায় আলিঙ্গন করব।

গীতকণ্ঠে রসুলের প্রবেশ।

গীত।

ওরে, শঙ্কা কি তোর, ডঙ্কা বাজা,
জীবনটা যে মরণময়,
মান রাখিতে মরে যারা, মরেও তারা মৃত্যুঞ্জয়।

চম্পৎ। সত্য

পূর্ব্ব-গীতাংশ।

টলিস না তুই বাজের ঘায়ে,
আসুক মরণ ঢাক বাজায়ে,
মানিস না তুই জানোয়ারের থাবার ভয়ে পরাজয়।

চম্পৎ। না না, আমি মানব না ভৈরব, পরাজয় আমি মানব না!

পূর্ব্ব-গীতাংশ।

মরণে তোর জীবন লভি
উঠবে জাতির দ্বাদশ রবি,
গাইবে জগৎ অনন্ত কাল, হে মহাবীর, তোমার জয়।

রক্ষী। আপনি মিঞা আবার এখানে মরতে এলেন কিসের জন্যে?

রসুল। দেখতে এলাম বাবা, তোমাদের বাদশার কথা যা শুনেছিলাম, সে কি সত্যি না মিথ্যে? এ সাম্রাজ্য থাকবে না; একা আলমগীর বাদশাই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়ে যাবে।

চম্পৎ। মৌলানা রসুল, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমার পুত্রদের বলবেন, যদি আমি মরি, তারা যেন এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়।

রসুল। ভয় করো না চম্পৎ ভাই। মাথা উঁচু করে জন্মেছ, মরতে হয় মাথা উঁচু করে মরবে, কারও কাছে অবনত হয়ে বুন্দেলখণ্ডের অপমান করো না। আদাব, আদাব।

[প্রস্থান।

রক্ষী। ~~কাফের~~ শয়তান, আমি তোমাকে কসে চাবুক মারব। [কশাঘাত]

দবীর খাঁর প্রবেশ।

দবীর। আহা, থাক্ থাক্, হাজার হোক একটা রাজ্যের কিল্লাদার ত বটে। মুখে আহার দেবে না, তৃষ্ণায় জল দেবে না, ও কি কথা? ভেবেছ কি তোমরা? মানুষটাকে মেরে ফেলবে না কি?

রক্ষী। [স্বগত] সুমুন্দির পো ধারেও কাটে, ভারেও কাটে। দূর দূর।

[প্রস্থান।

দবীর। আর তোমাকেও বলি ভায়া, বাদশার খপ্পরে যখন পড়েছ, তখন অমনি ত ছাড়ান পাবে না। বাদশা যা বলছেন, সায় দিয়ে যাও।

চম্পৎ। বাদ্শা কি বলছেন জান? কাল ভৈরবের মন্দির থেকে বিগ্রহ তুলে এনে আমায় নিজের হাতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করতে হবে।

দবীর। করলেই বা। একান্তই যদি কাল ভ্যাড়ার জন্যে প্রাণটা

টনটনিয়ে ওঠে, বাজার থেকে আর একটা কিনে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসে পূজো কর না কেন?

চম্পৎ। তোমার একটা ছেলেকে নদীতে ঠেলে ফেলে দিয়ে পথ থেকে আর একটা ছেলে কুড়িয়ে এনে পার তাকে পিতৃস্নেহ উজোর করে দিতে?

দবীর। ছেলে আর বিগ্রহ এক হল?

চম্পৎ। আমাদের কাছে একই দবীর খাঁ। ভৈরব আমাদের পিতা, ভৈরব আমাদের প্রিয়তম বন্ধু। সমগ্র জাতি দুশো বছর ধরে ওই পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। সংসারে এমন কিছু নেই, যার প্রলোভনে আমি তাকে ত্যাগ করতে পারি, আর এমন শক্তিমানও কেউ নেই, যার ভয়ে আমি আমার আরাধ্য দেবতাকে তার মন্দির থেকে দূরে সরিয়ে দেব।

দবীর। আরে, মন্দির ত তোমার আজও গেছে, কালও গেছে। শোন নি শাহানশার আদেশ? মোগল সাম্রাজ্যে মন্দির বিহার বা গির্জ্জা বলে কিছুই থাকবে না; থাকবে শুধু মসজিদ।

চম্পৎ। আর হিন্দু বলেও কেউ থাকবে না, থাকবে শুধু মুসলমান। তাই না দবীর খাঁ?

দবীর। ও ত এক নিঃশ্বাসেরই কথা। বোঝ ত সব; তবে জেনে শুনে শিষপা তোল কেন? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় না? সরকারী ঠাকুরের মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ হক কি গির্জ্জা হক—তুমি কেন মজুর মিস্ত্রীদের মেরে ধরে ভাগিয়ে দিতে গেলে?

চম্পৎ। তোমাদের শাহী মসজিদ ভেঙ্গে আমরা যদি মন্দির গড়তে আরম্ভ করতুম, তোমরা কি করতে দবীর খাঁ? আমাদের মাথাগুলো নামিয়ে দিতে না?

দবীর। তা ত দিতেই হত।

চম্পৎ। কেন?

দবীর। কারণ মন্দির আর মসজিদ এক নয়।

চম্পৎ। যেহেতু এটা মুসলমানের রাজত্ব! আর কালভৈরব হিন্দুর দেবতা। হিন্দুরা ত নিষ্কর ভূমি ভোগ করে না মিঞা। তারা ত কোন বিশেষ অধিকার চায় নি। তবে কেন তাদের উপর এ নির্য্যাতন? কালভৈরব বুন্দেলার অধিবাসীদের সর্ব্বজনপ্রিয় জাগ্রত দেবতা। তার অমর্য্যাদায় সমগ্র জাতির অপমান। বুন্দেলা রাজপুত জাতি এ অপমান কখনও সহ্য করবে না।

দবীর। তাই বুঝি গোটা জাতটাকে তুমি বাদশার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছ? দেখছি, বুন্দেলখণ্ডের মানুষগুলোকে তুমি সশরীরে স্বর্গে তুলে দেবে।

চম্পৎ। স্বর্গ মোক্ষ তোমাদের জন্যেই থাক। আমি আমার জাতভাইদের কাণে কাণে এই মন্ত্র দিয়ে এসেছি যে তাদের দুশমন সাপ নয়, বাঘ নয়, কামান বন্দুক বজ্রাঘাতও নয়। তাদের একমাত্র দুশমন এই নিকৃষ্ট হিন্দুবিদ্বেষী মোগল বাদশা।

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। কি যেন কথাটা দবীর খাঁ? পতঙ্গের পক্ষ ওঠে—

দবীর। মরিবার তরে।

চম্পৎ। সে পতঙ্গ আমরা নই সম্রাট, আপনি। সম্রাট আকবর শার উদার নীতির ফলে মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। আপনার সঙ্কীর্ণ অনুদার একদেশদর্শী নীতি তাকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে এসেছে।

ঔরংজেব। সঙ্কীর্ণ নীতি!

চম্পৎ। সঙ্কীর্ণ নয়? ইতিহাস পড়ে দেখুন, কোন হিন্দুসম্রাট কখনও মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির তৈরী করে নি, গির্জ্জাকে তারা সযত্নে রক্ষা করেছে, বৌদ্ধবিহারকে তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। আর আপনি সিংহাসনে বসেই বিধর্ম্মীর উপাসনা মন্দির ধ্বংস করতে হাত বাড়িয়েছেন। কেন?

ঔরংজেব। কেন আপনি জানেন না রাজা? যদি না শুনে থাকেন, তাহলে শুনুন রাজা চম্পৎ রায়, ইসলামের স্বার্থের জন্যই আমি দিল্লীর মসনদে বসেছি। স[redacted]কে আমি দার্-উল্-ইসলামে পরিণত করব। কবরে যাবার আগে আমি দেখে যেতে চাই যে তামাম হিন্দুস্থানে বিধর্ম্মী বলে কেউ নেই।

চম্পৎ। বিধর্ম্মীরা আপনার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছে?

ঔরংজেব। মুখের কথায় কটা বলব রাজা? তালিকা দেখলেই বুঝ্তে পারবেন। দবীর খাঁ,—

দবীর। এই যে তালিকা দেখ। [লেখন সম্মুখে ধরিল]

চম্পৎ। ও আর কি দেখব শাহানশা? অপরাধীর তালিকায় আমার নামটাই বোধহয় প্রথম লেখা আছে। অনেক আগেই আমি বুঝতে পেরেছি, বিচার আমার হয়ে গেছে, মৃত্যুটাই শুধু বাকি।

ঔরংজেব। মহারাজ বুদ্ধিমান। দেখছি পাঁচদিনের অনাহারে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি।

দবীর। এত যার বুদ্ধি, সে বাদশাহী মজুরদের মসজিদ নির্ম্মাণে বাধা দিলে কেন?

ঔরংজেব। কথাটা সত্য রাজা?

চম্পৎ। সত্য। শুধু বাধা দিই নি; যে সব মজুর মিস্ত্রী আমার

কর্ম্মচারীদের চোখ রাঙিয়েছে আর কুৎসিত বিদ্রূপ করেছে, তাদের আমি বেঁধে এনে প্রহার করেছি। দু একজন বোধহয় মরেই গেছে।

ঔরংজেব। মহারাজের সাহসের আমি প্রশংসা করি।

চম্পৎ। আমি কিন্তু শাহানশার বিচার বুদ্ধির প্রশংসা করি না।

দবীর। কেন?

চম্পৎ। আপনি কি জানেন না যে আমার রাজ্যে মসজিদ নির্ম্মাণ করতে হলে আমার অনুমতি নিতে হয়?

ঔরংজেব। দবীর খাঁ নিশ্চয়ই বলবে, রাজ্যটা যে আমাদের করদ রাজ্য, তা কি আপনার মনে নেই?

চম্পৎ। করদ রাজ্যের উপর আপনার শুধু কর আদায়ের অধিকার। হিসেব খুলে দেখুন বুন্দেলরাজের পাঁচ বছরের কর আগাম জমা আছে। আমার মুসলমান প্রজাদের জন্য আমি নিজেই স্থানে স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করে দিয়েছি। তারা কেউ আপনার কাছে নালিশ করে নি যে মসজিদের অভাবে তাদের নমাজের অসুবিধা হচ্ছে। তবে কেন আমার প্রজাদের দুঃখে আপনার প্রাণ কেঁদে উঠল?

ঔরংজেব। কেন কেঁদে উঠেছিল দবীর খাঁ?

দবীর। প্রদেশে প্রদেশে আমাদের সরকারী মসজিদ আছে। শাহানশা নিজের ব্যয়েই তা নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন।

চম্পৎ। এ শাহানশার অনধিকার-চর্চ্চা।

দবীর। মুখ সামলে বাৎচিৎ কর বেয়াদপ।

ঔরংজেব। থাক দবীর খাঁ। তোমার রাগের কারণ আছে জানি। কিন্তু তুমি ত জান, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" তাই না রাজা? আপনি চান আর না চান, আপনার রাজধানীতে বাদশাহী মসজিদ অবশ্যই মাথা তুলে উঠবে।

চম্পৎ। আর সে মসজিদ কালভৈরবের মন্দির ভেঙ্গে তৈরী না করলে পুণ্যও হবে না, কেমন?

ঔরংজেব। মহারাজ সবই বোঝেন, তবু মাঝে মাঝে না বোঝার ভাণ করেন।

চম্পৎ। না বোঝার ভাণ আমি করি নি, করেছেন আপনি। আমি এসেছিলাম আপনার কাছে আপনার বেয়াদব কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। আপনি বহু শাস্ত্রবিদ্, আপনি জানেন তাদের অপরাধের সীমা নেই। তবু বিচার না করে আমাকে আপনি কারারুদ্ধ করেছেন। আপনার কোন অধীনস্থ সুলতান যদি রাজ-দরবারে অভিযোগ নিয়ে আসত, তারও কি এই ব্যবস্থাই হত? আর এ ন্যায় বিচার শুধু হিন্দুদের জন্য আমদানি [redacted]?

দবীর। চম্পৎ রায়!

ঔরংজেব। বহুক্ষণ তোমার বেয়াদবি সহ্য করেছি রাজা। এত বড় হিম্মৎ তোমার যে আমার বিরুদ্ধে সমগ্র বুন্দেলখণ্ডকে তুমি ক্ষেপিয়ে তুলেছ?

চম্পৎ। এত বড় হিম্মৎ আপনার যে আমাদের মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ গড়ে তুলতে চান?

দবীর। তোমার মরণ ঘনিয়েছে, তাই তুমি শাহানশাকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছ কাফের। যদি এখনও সংযত না হও, তাহলে আজই তোমার শেষদিন।

চম্পৎ। তা জানি মোগল। কিন্তু তোমরাও জেনে রাখ, চম্পৎ রায় মরবে, তবু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না।

ঔরংজেব। বাঁচতে চাও না তুমি?

চম্পৎ। চাই। কিন্তু জাতির মান বিসর্জ্জন দিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চাই না।

ঔরংজেব। শোন চম্পৎ রায়। আমি যা আরম্ভ করেছি নিশ্চয়ই তা সম্পূর্ণ করব। সহস্র চম্পৎ রায় লক্ষ বুন্দেলা রাজপুতকে নিয়ে বাধা দিয়েও আমার পথ থেকে আমাকে এক তিলও সরাতে পারবে না। হিন্দুস্থানের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ইসলামের জয়-পতাকা নিয়ে আমি বাত্যার বেগে ছুটে চলেছি; যে বাধা দেবে, তাকে আমি শুষ্ক তৃণের মত উড়িয়ে নিয়ে যাব। আমি তোমাকে মুক্তি দেব। কিন্তু তার আগে তোমায় শপথ করতে হবে, মুক্তি পেয়ে তুমি বিহারে চলে যাবে। বুন্দেলা রাজপুতদের সঙ্গে আর তোমার সাক্ষাৎ হবে না।

চম্পৎ। শপথ করে যদি না রাখি?

ঔরংজেব। ঔরংজেবের চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয় নি।

দবীর। আর তাঁর অস্ত্রের ধারও মজে যায় নি। কর শপথ।

চম্পৎ। না।

ঔরংজেব। চম্পৎ রায়।

চম্পৎ। রক্ত চক্ষু দেখিয়ে লাভ নেই সম্রাট। চম্পৎ রায়কে আপনি চেনেন না। যদি ইচ্ছা হয়, যতদিন আমার পা দুটো নিথর হয়ে না আসে, চোখের দৃষ্টি নিভে না যায়, গায়ের মাংস শুকিয়ে কুঁকড়ে হাড়ের সঙ্গে মিশে না যায়, ততদিন আমায় নির্ব্বাত কারাগারে আবদ্ধ করে রাখুন। তবু যতদিন আমি বাঁচব, স্বজাতিকে আমি ভুলব না, আর কালভৈরবের মন্দিরের একখানা ইঁটও আমি খসাতে দেব না।

ঔরংজেব। বেশ। ফিরে যাও তুমি বুন্দেলখণ্ডে, ভুলে যেও না

তুমি স্বজাতি ভাইদের। তবু আমি তোমায় মুক্তি দেব। কিন্তু তার আগে—

চম্পৎ। আগে কি ?

ঔরংজেব। দবীর খাঁ,—

দবীর। তার আগে তোমায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে।

চম্পৎ। কি ? ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করবে বুন্দেলা-রাজ চম্পৎ রায় ? কেন ? আমার ধর্ম্ম কি এতই নিকৃষ্ট ?

ঔরংজেব। ধর্ম্ম বলতে জানি যায় একটাই আছে, সে ইসলাম ধর্ম্ম।

চম্পৎ। আপনার এই পাপেই মোগল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত মিলিয়ে যাবে। আর সেদিন বেশী দূরে নয়।

দবীর। শাহানশাকে এতবড় কথা বলতে তোমার সাহস হল বেয়াদব ?

চম্পৎ। চুপ বাদশার পা-চাটা কুকুর। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে তাদের ভাগ্যবিধাতা এক ধর্ম্মান্ধ সঙ্কীর্ণমনা দানব, যার কাছে একমাত্র মুসলমানই মানুষ, আর সবাই জন্তু জানোয়ার। বিধর্ম্মীর কাছে রাজস্ব নিতে তার বাধে না, বিধর্ম্মী নারীকে অন্তঃপুরে স্থান দিতে তার আপত্তি নেই, আপত্তি শুধু বিধর্ম্মীকে মুসলমানের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে। শাহানশা! কে শাহানশা ? শাহানশা ছিলেন আকবর, শাহানশা হতে পারতেন দারাশিকো।

ঔরংজেব। তাহলে দারাশিকো যে পথে গেছে, এই বেয়াদব রাজদ্রোহীকে সেই পথেই পাঠিয়ে দাও দবীর খাঁ।

চম্পৎ। মরেও আমি মরব না ঔরংজেব। আমার মৃত্যু বুন্দেলা রাজপুতদের নূতন শক্তিতে উদ্দীপ্ত করে তুলবে। সে শক্তির কাছে

তোমাকে একদিন সসম্ভ্রমে মাথা নত করতে হবে। এ যদি মিথ্যা হয়, আমাদের কালভৈরব জাগ্রত দেবতা নয়, পাথরের পুতুল।

ঔরংজেব ও দবীর } হুঁশিয়ার কাফের। [তরবারি উত্তোলন]

চম্পৎ। কাফের শির দেবে, তবু শের দেবে না। [হীরকাঙ্গুরীয় চুম্বন] বিষ আমার হাতেই আছে ঔরংজেব। চম্পৎ রায়ের শির স্পর্শ করবার অধিকার শয়তান মোগল বাদশাকে আমি দেব না। ইচ্ছা হয়, আমার মৃতদেহটা শেয়াল শকুনের মধ্যে ফেলে দিও। ইচ্ছা হয় মৃত চম্পৎ রায়কে ভাল করে কলমা পড়িও। কিন্তু তুমি শুনে রাখ মোগল,—যে আগুন আমি জ্বালিয়ে গেলাম, কখনও তা নিভবে না। এ আগুনের প্রজ্জ্বলিত শিখায় মোগল বাদশার মান মর্য্যাদা শুষ্ক তরু পত্রের মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[পুনবায় অঙ্গুরীয় চুম্বন ও স্খলিত পদে প্রস্থান।

ঔরংজেব। দবীর খাঁ; কাফের বুন্দেলারাজের মৃতদেহটা প্রকাশ্য রাজপথে ফেলে দাও, আর মাথাটা পাঠিয়ে দাও ওর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছত্রশালের কাছে। পাঞ্জাবের সুবেদার আফজল খাঁকে সেলাম দাও। আজ থেকে বুন্দেলখণ্ড শাসন করবে সুবেদার আফজল খাঁ।

[উভয়ের প্রস্থান।

— —

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কালভৈরবের মন্দির দ্বার।

রক্তবাস পরিহিত ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্। [উপবেশন]

গীতকণ্ঠে শিবায়নের আবির্ভাব।

শিবায়ন।—

গীত।

দামাল ছেলে, আশীষ নে।
জ্যান্তে মরা নয় যে তোরা, দুশমনে তা জানিয়ে দে॥
কোমর বেঁধে কৃপাণ করে উচ্চে তোল শির,
কেঁপে উঠুক রুদ্রতালে ভারত সাগর তীর;
চিন্তা নাহি মাভৈঃ মাভৈঃ পুণ্যলগন আগত ঐ।
আসুক যত ঝঞ্ঝা বায়ু, মরিস তবু নড়িস নে।

ছত্রশাল। বর দাও হে ভৈরব, বিনাদোষে যারা আমার মহান পিতাকে হত্যা করেছে, তাদের দম্ভের প্রাসাদ ধূলিসাৎ করতে আমায় শক্তি দাও দেবাদিদেব।

[ছত্রশালের প্রসারিত হস্তে পিছন হইতে তরবারি ফেলিয়া দিয়া শিবায়নের অন্তর্দ্ধান]

ছত্রশাল। এ কি! আমার হাতে কে দিলে এ তরবারি? পেয়েছি, মোগলের মারণাস্ত্র পেয়েছি, সাধনার তরী কূলে এসে পৌঁছেছে!

তরুসিংহের প্রবেশ।

তরুসিংহ। ক্ষমা কর রাজা, আর আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না। মোগল সম্রাটের জরুরি তলব নিয়ে দবীর খাঁ এসেছে।

ছত্রশাল। দবীর খাঁ? কি বলছে সে?

তরুসিংহ। যা বলবার তোমার কাছেই বলবে, আমাদের সে কিছুই বলতে চাইছে না। এমনি করেই একদিন মহারাজকে ওরা দিল্লীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেছিল।

খঞ্জন সিংহের প্রবেশ।

খঞ্জন। আদেশ দাও দাদা। বাদশার দূতকে আমি কবরে পাঠিয়ে দিই।

ছত্রশাল। না ভাই, তাকে আমার কাছে আসতে দাও; আমি তার বক্তব্য শুনব।

তরুসিংহ। তা হয় না রাজা। মোগল শয়তানদের বিশ্বাস করার চেয়ে সাপকে বিশ্বাস করা অনেক ভাল।

ছত্রশাল। ভয় কি তোমাদের বুন্দেলার দুরন্ত সন্তানগণ? এই দেখ আমার হাতে দেবদত্ত তরবারি। আমরা কালভৈরবের আশ্রিত, কি করবে আমাদের মোগল রাজশক্তি? আসুক তারা লাখে লাখে বন্যার জলোচ্ছ্বাসের মত ভৈরব গর্জ্জন করে। আমাদের মহারাজ চম্পৎ রায়ের এই শোচনীয় মৃত্যু আমরা কখনও সহ্য করব না।

খঞ্জন। আমরা প্রতিশোধ নেব।

ছত্রশাল। ভুলে যাও তোমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র, ভুলে যাও তোমরা হিন্দু বৌদ্ধ কি মুসলমান। আজ হতে তোমাদের ভিন্ন সত্তা নেই, পৃথক পরিচয় নেই, জাত গোত্র বর্ণভেদ নেই,—তোমরা সবাই বুন্দেলার অধিবাসী, সবাই স্বর্গগত মহারাজ চম্পৎ রায়ের প্রজা। সবাই কালভৈরবের সন্তান।

তরুসিংহ ও খঞ্জন } জয় কালভৈরবের জয়।

ছত্রশাল। বুন্দেলখণ্ডের ঘরে ঘরে ভৈরবের ডাক পৌছে দাও; জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সবার কাণে কাণে বজ্রনির্ঘোষে বল,—নিকৃষ্ট মোগল বিনা দোষে দরিদ্রের বন্ধু অশরণের শরণ চম্পৎ রায়কে মৃত্যু দিয়েছে। বুন্দেলখণ্ডের মাটি থেকে মোগল রাজশক্তিকে উচ্ছেদ না করা পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নেই।

তরুসিংহ। পার্ব্বত্য অঞ্চলের শাসন কর্ত্তারা অনেকেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রাজা।

ছত্রশাল। যারা যোগ দিতে চায় না, তাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও। ক্ষুদ্র ওই দুষ্ট কণ্টকগুলো দূর করে আমরা এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব। তার নাম হবে ভৈরবনগর।

খঞ্জন। পিতার মৃত্যুতে বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান সবাই বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে দাদা।

ছত্রশাল। তাদের এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে তোমরা ভাষা দাও। তাদের বল ভৈরবের ডাক এসেছে, যে সাড়া দেবে—সেই শুধু বাঁচবে, যে দেবে না—মোগল রাজশক্তি তার মনুষ্যত্ব মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবে। তরুসিংহ—

তরুসিংহ। বল রাজা।

ছত্রশাল। দিল্লীর রাজপথ থেকে পিতার কঙ্কাল যখন নিয়ে এলাম, তার মুক্তিবদ্ধ হাতে দেখলাম এই লেখন।

খঞ্জন। কিসের লেখন দাদা ?

ছত্রশাল। এতে আমার উপর পিতার শেষ নির্দ্দেশ আছে। তিনি লিখেছেন, যদি আমার পুত্র বলে পরিচয় দিতে চাও বুন্দেল-খণ্ডের ত্রিসীমানা থেকে মোগলরাজশক্তিকে উচ্ছেদ করে ভৈরবের নামে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। সাপকে বিশ্বাস করো, তবু মোগলকে বিশ্বাস করো না।

খঞ্জন। আবার আসছে তারা ভৈরবের মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্ম্মাণ করতে।

ছত্রশাল। তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে তোমরা সিংহের সন্তান, মেষশাবক নও ; বুন্দেলখণ্ডের চারিদিকে তোমরা ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করে দাও—কারও সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই, বিরোধ নেই ইসলামের সঙ্গেও, আমাদের অভিযান শুধু এই ঘৃণ্য অত্যাচারী মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে। এই বিদেশী শয়তানের দল তুর্কীস্থান থেকে এসে ভারতের বুকে জগদ্দল পাহাড়ের মত চেপে বসেছে। অসংখ্য বিধর্ম্মীকে এরা কলমা পড়িয়েছে, হাজার হাজার বিধর্ম্মী নারীকে এরা মুসলমানের হারেমে টেনে নিয়ে গেছে।

খঞ্জন। আমরা এর চরম প্রতিশোধ নেব।

তরুসিংহ। আমরা প্রাণ দেব, তবু মোগলের সঙ্গে আপোষ করব না।

ছত্রশাল। জেগে ওঠ তোমরা বুন্দেলা রাজপুত, ক্ষাত্রতেজে জ্বলে ওঠ তোমরা সিংহের সন্তান। রাজহত্যা, ধর্ম্মের গ্লানি আর মা-ভগ্নীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত আরাম আমাদের হারাম।

খঞ্জন। আরাম আমাদের হারাম, মোগল আমাদের দুশমন, কালভৈরব আমাদের সহায়।

তরুসিংহ। জয় রাজা ছত্রশালের জয়।

খঞ্জন। জয় রাজাধিরাজ কালভৈরবের জয়।

[প্রস্থান।

ছত্রশাল। কত সৈন্য আমাদের পতাকাতলে মিলিত হয়েছে?

তরুসিংহ। চল্লিশ হাজার।

দবীর খাঁর প্রবেশ।

দবীর। বেশ বাবা বেশ। শুনে বড়ই প্রীতিলাভ করলুম। একেই ত বলে পুরুষ সিংহ। এই ত সেদিন তোমার বাবা মারা গেলেন। এর মধ্যেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছ দেখছি। আহা, শুনেও সুখ।

তরুসিংহ। সুখ ত আপনার চোখে মুখেই দেখতে পাচ্ছি।

ছত্রশাল। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

দবীর। এই দেখ, আমাকে চেন না? আমি হচ্ছি মালবের নয়া ফৌজদার দবীর খাঁ?

ছত্রশাল। মালবের ফৌজদার আপনি?

দবীর। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

তরুসিংহ। এই দু বছরের মধ্যেই ত আপনি মালবের এক হাজার হিন্দুকে কলমা পড়িয়েছেন।

দবীর। সব খোদাতালার মর্জ্জি।

ছত্রশাল। এই দীন দরিদ্রের গরীবখানায় আপনার আগমন কি উদ্দেশ্যে জনাব?

দবীর। অমন করে বললে যে সরমে মরে যাই বাবা। তোমার

পিতা চম্পৎ রায় ছিলেন আমার পরম বন্ধু। তার শোচনীয় মৃত্যু আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে।

তরুসিংহ। ভাঙ্গা বুক থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে।

ছত্রশাল। শুনেছি পিতার হাতে আপনিই শৃঙ্খল পরিয়ে ছিলেন।

দবীর। বাজে কথা বাবা। সম্রাটকে আমি কত অনুরোধ করেছি, অকারণ এমন একটা মহাপুরুষের প্রাণহানি করবেন না জনাব। গ্রাহ্যই করলে না। ওই যে বলে, "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" এই হল আসল কথা।

ছত্রশাল। বাদশা যদি মনে করে থাকেন যে ছত্রশাল তাঁর এ নৃশংস অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করবে, তাহলে তিনি মহাভুল করেছেন। আমি এর চরম প্রতিশোধ নেব।

দবীর। আহা, তা নেবে বই কি? পিতা বলে কথা। ভাবলে আমারই রক্তে আগুন ধরে যায়। তবে কি জান বাবা ছত্রশাল? যা করবে, একটু রয়ে বসে করা ভাল। চল্লিশ হাজার সৈন্য জোগাড় করেছ বুঝি? অস্ত্র শস্ত্রও নিশ্চয়ই সংগ্রহ করেছ। খুবই ভাল কথা। বুন্দেলা রাজপুত জাত যে শক্তিমান, এ কথা আমিও বাদশাকে বলেছি। তাহলেও বয়সটা ত বেশী নয়। এই ত সবে চম্পৎ রায় হাঁটি হাঁটি পা পা করে জাতটাকে দাঁড় করিয়ে গেছে। এখন অসম্ভব কিছু করতে গেলে কোমর ভেঙ্গে না যায়।

তরুসিংহ। যায় যাক্, তবু আমরা ফিরব না।

ছত্রশাল। বাঁচি ত বাঁচার মত বাঁচব; না হয় মাথা উঁচু করে মরব।

দবীর। মরলে ত ফুরিয়েই গেল, তাহলে আর শোধ তুলবে কি করে?

তরুসিংহ। এই কথাটি বলতে আপনার এতদূর আসতে হল খাঁ সাহেব? আর কোন কথা আছে?

দবীর। কথার কি শেষ আছে? তুমি বুঝি এদের সৈন্যাধ্যক্ষ? তোমারই নাম ত তরুসিং? শাহানশার তালিকায় তোমার নামটা যেন দেখেছি বাবা।

তরুসিংহ। তা দেখবেন বই কি?

দবীর। তবে তাও বলি বাবা ছত্রশাল, বিশ চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাদশার কাছে ত ঘেঁষতে পারবে না মানিক। আমি বলি তারই শিলনোড়া দিয়ে তার দাঁত ভেঙ্গে দাও।

তরু ~~ছত্রশাল~~। তার অর্থ?

দবীর। এই যে শাহানশার পত্র পড়ে দেখ।

ছত্রশাল। পড় ত তরুসিংহ কি লিখেছেন শাহানশা।

তরুসিংহ। [পত্র পাঠ] [illegible] [illegible]। সম্রাট ঔরংজেব তোমাকে দশ হাজারি মনসবদারের পদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন।

ছত্রশাল। আর সঙ্গে সঙ্গে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়তেও মজুর মিস্ত্রী পাঠিয়েছেন। চমৎকার দবীর খাঁ।

দবীর। তাহলে তুমি আমার সঙ্গে দিল্লী চল। তোমাকে মনসবদারীতে বসিয়ে দিয়ে তবে আমি ফিরব।

ছত্রশাল। পিতৃহন্তার মনসবদারী করবে বুন্দেলা রাজপুত ছত্রশাল?

দবীর। অভিনয়;—বুঝলে না? তোমার আছে চল্লিশ হাজার, তার উপর বাদশার থাকবে দশ হাজার। এই পঞ্চাশ হাজার সৈন্য তোমার হাতে থাকলে তুমি একদিন দিল্লীর মসনদ অধিকার করতে পারবে!

তরুসিংহ। উচ্ছন্ন যাক্ দিল্লীর মসনদ। [পত্র মুড়িয়া ফেলিয়া দিল]

ছত্রশাল। দিল্লীর মসনদ আমি চাই না দবীর খাঁ। পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হতেও আমার সাধ নেই। আমি চাই আমার এই গিরিকান্তার ঘেরা বুন্দেলখণ্ডের মাটিতে আমার দেশবাসীদের নিয়ে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে। যে শয়তান আমার জাতির এ অভ্যুত্থান তরবারির আঘাতে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে চায়, আমাদের মহানুভব রাজাকে হত্যা করে তার দেহ যে শৃগাল শকুনের জন্য রাজপথে ফেলে রেখেছিল, তার পত্র আমার পায়ের তলায় থাকবে, মাথায় উঠবে না।

[পত্রের উপর পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

দবীর। তুমিও একটু পায়ের ধূলো দেবে না কি ?

তরুসিংহ। রাজপুত জাতির পায়ের ধূলোব যোগ্যতাও সেই নরঘাতকের নেই। [পত্রের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ]

দবীর। কি যেন কথাটা ছোকরা ? বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। তা আমি কিছু মনে করি নি। এই ত আমি চাই। বলি অস্ত্র-শস্ত্রগুলো সাবধানে রেখেছ ত ? কোথায় আছে বল দেখি।

তরুসিংহ। ঠিক জায়গায়ই আছে। আপনার সে জন্যে ভাবনার কারণ নেই। মনসুর,—

মনসুরের প্রবেশ।

মনসুর। ডাকছেন আমাকে ?

তরুসিংহ। হ্যাঁ ভাই। এই মহাপুরুষটিকে নগরের বাইরে রেখে এস। আদাব হুজুর, আদাব। [প্রস্থান।

মনস্থর। আস্থন জনাব। আপনার নামই ত দবীর খাঁ? শুনেছি, আমাদের মহারাজকে আপনিই শেকল দিয়ে বেঁধেছিলেন। চাষী প্রজারা সব বারুদ হয়ে আছে হুজুর। আপনাকে দেখতে পেলে হয়ত দু ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলবে। শীগ্‌গির চলে আস্থন। হাঁ করে রইলেন যে?

দবীর। তোমাকে দেখে হাঁ পেয়ে গেল। কি নাম বললে? মনস্থর? বেশ বাবা। এরা ত সব শাল আর সিং। তুমি কি তাহলে মনস্থর সিং?

মনস্থর। মনস্থর সিং নয়, মনস্থর আলি।

দবীর। সিংদের মধ্যে তুমি আলি এসে ঢুকলে কি করে? তুমি মুসলমান ত?

মনস্থর। জী হাঁ। পিতাজির মুখে শুনেছি আমি পাঠান।

দবীর। পিতাজি! বাপব্যাটা দুভাইই এখানে আছ না কি?

মনস্থর। কি বাজে কথা বলছেন আপনি? মহারাজ চম্পৎ রায়কেই আমি পিতা বলে ডাকতুম।

দবীর। কেন, তোমার নিজস্ব পিতা কি হাটে হারিয়ে গেছে না কি? তাই একটা সিৎপিতা জোগাড় করে নিয়েছ? কদ্দিন আছ এখানে?

মনস্থর। তা, সতেরো আঠারো বছর হবে। আমার বাবা রাজসরকারে চাকরি করত। আমি ফুফুর সঙ্গে গাঁয়ের বাড়ীতে থাকতুম। হঠাৎ একদিন শুনলুম, বাপজান মারা গেছে। ভাই-সাহেব আমায় আদর করে নিয়ে এলেন। সেই থেকে এখানেই আছি। পিতাজির কাছে অস্ত্রচালনা শিখেছি, ভাইজান আর আমি একসঙ্গে মৌলানা রস্থলের কাছে শাস্ত্র পাঠ করেছি।

দবীর। নমাজ টমাজ পড়তে দেয়?

মনস্থর। কেন দেবে না? আমি নমাজ পড়ি, আর ভাইজান

উপাসনা করে। সে বলে ভগবান, আমি বলি আল্লা। মাঝে মাঝে মৌলানা সাহেব এসে আল্লা আর ভগবানে মিশিয়ে দেয়। এ আপনি বুঝবেন না খাঁ সাহেব। আমরা এখানে হাজার হাজার নমাজী আর হাজার হাজার পূজারী এক নয়া বেহেস্তীবাগ গড়ে তুলেছি।

দবীর। বেশ করেছ। এখন এস দেখি আমার সঙ্গে। আমি তোমায় বাদশার কাছে নিয়ে যাব।

মনস্থর। কেন? আমি ত বাদশার গরু চুরি করিনি।

দবীর। গরু চুরি আব কাকে বলে? তুমি ব্যাটা মুসলমান হয়ে হিন্দুকে বলছ পিতাজি?

মনস্থর। জাতটা গেছে বুঝি?

দবীর। হিন্দুর পাশে বসে নমাজ পড তুমি ব্যাটা?

মনস্থর। গুণাহ্ হয়েছে, না?

দবীর। হিন্দুব হাতে দানাপানিও খাও না কি?

মনস্থর। সে ত রোজই খাই। আগে বৌরাণী খেতে দিত, এখন মাতাজি দেয়।

দবীর। কাফেরের হাতে খানা খাও তুমি হতভাগা? মরার আর জায়গা ছিল না?

মনস্থর। এমন জায়গা বেহেস্তেও নেই মিঞা। সেবার আমার অসুখ হয়েছিল। সাতদিন সাতরাত্রি ভাইজান আমার শিয়রে বসে খেদমত করেছে। ভাইজান বলেছে, আমি বড় হলে সে আমার পিতৃহন্তাকে ধরে এনে দেবে।

দবীর। চলে আয় হারামজাদা; যা করতে হয় বাদশাই করবেন।

মনস্থর। আমার বাদশা, রাজা ছত্রশাল।

দবীর। রাজা ছত্রশাল! কে তাকে রাজা করেছে?

মনস্থর। আমরাই করেছি। গাছতলায় থাকলেও সে আমাদের রাজা, আমাদের বাদশা। তার চেয়েও যদি বড় কিছু থাকে, তাই।

দবীর। ছি ছি ছি, তুই মুসলমান আর সে হিন্দু!

মনস্থর। আমার ধর্ম্ম ত সে কেড়ে নেয় নি। আমার নমাজে ত সে বাধা দেয় নি। তার ভাইদের চেয়ে সে আমাকে কম ভালবাসে না।

দবীর। তুই ব্যাটা কাফেরেরও অধম।

মনস্থর। বুকের রক্ত জল করে যে আমায় মানুষ করেছে, নিজের হাতে অস্ত্রচালনা শিখিয়েছে, বিধর্ম্মী বলে এতটুকু দূরে সরিয়ে রাখেনি, তাকে ভালবাসা যদি কাফেরের কাজ হয়, তবে আমি কাফের। কত নবাব বাদশা দেখেছি জনাব, কত মোল্লা মৌলবী হাফেজের সঙ্গে মিশেছি, সবাই স্বার্থের চিন্তায় মশগুল।

দবীর। বটে!

মনস্থর। এমনি করে গরীব দুঃখী স্বজাতি বিজাতিকে কেউ বুকের কাছে টেনে নেয় নি। আমি বরং সারাজীবন ভিক্ষে করে খাব, তবু ভাই বলে যাকে জেনেছি, তার দুষমনের গোলামি করব না। ~~সে নবাব হক, আর বাদশা হক।~~

দবীর। কিছু ~~মনে করো না বাবা, তুমি একটি~~ দুপেয়ে জানোয়ার।

[প্রস্থান।

মনস্থর। শয়তানের চেয়ে জানোয়ার অনেক ভাল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লী রাজপ্রাসাদ।

কামবক্স্‌ ও গজারুর প্রবেশ।

গজারু। আপনিই কি শাহজাদা কামবক্স্‌?

কামবক্স্‌। আজ্ঞে হ্যাঁ। মশাই হচ্ছেন কে?

গজারু। আমি পাতিসায়রের জায়গীরদার বীরভঞ্জন গজারু।

কামবক্স্‌। নাম শুনে বড় প্রীতিলাভ করলুম।

গজারু। হেঃ হেঃ।

কামবক্স্‌। আপনার হাসিটিও বেশ মিষ্টি, শুনলে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়।

গজারু। আমার পরিবারও তাই বলে।

কামবক্স্‌। পরিবারও আছে না কি?

গজারু। আছে বই কি? অমন পরিবার হয় না। বয়স ত কম হয় নি, তবু এখনও দেখলে মনে হয় মা দুর্গা।

কামবক্স্‌। আপনাকে দেখলেও মনে হয়, স্বয়ং বাবা পোড়া মহেশ্বর। কোথাকার শাসনকর্ত্তা বললেন? পাতিশেয়ালের? পাতিশেয়ালের শাসনকর্ত্তা ত কুত্তা।

গজারু। পাতিশেয়াল কে বললে? পাতিসায়র, বুন্দেলখণ্ডের সীমান্ত জায়গীর। আমরা ওখানে বিশজন জায়গীরদার ছিলুম। ছত্রশাল তার সাঙ্গ পাঙ্গদের লেলিয়ে দিয়ে আমাদের বেইজ্জৎ করেছে। আমাদের মধ্যে যারা তার সঙ্গে যোগ দেয় নি, তাদের

ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে উৎখাত করেছে। যারা তার 'পতাকা-তলে' মিলিত হয়েছে, তাদের গায়ে কাঁটার আঁচড়ও দেয় নি। যারা সে পতাকা অভিবাদন করে নি, তাদের—

কামবক্স্। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়েছে। আপনাকে তুলে আছাড মারে নি ত?

গজারু। আছাড় মারবে কেন? তবে—

কামবক্স্। বেইজ্জৎ করেছে। সে আপনার পোশাক দেখেই মালুম হচ্ছে। আপনার কথা আমি পিতাকে নিবেদন করব। আপনি চলে যান সজারু মহারাজ।

গজারু। সজারু কে বললে? গজারু বললুম না? আপনি যদি ফের আমায় বেইজ্জৎ করেন, তাহলে আমি বীরভোগ্যা বসুন্ধরার মত আত্মঘাতী হব।

কামবক্স্। আপনার পরিবার কোথায়?

গজারু। আস্তাবলের ধারে বসিয়ে রেখে এসেছি।

কামবক্স্। দেখবেন যেন বেহাত হয়ে না যায়।

গজারু। হেঃ হেঃ।

কামবক্স্। একটু তফাৎ থেকে হেঃ হেঃ করুন। ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু বেরিয়ে আসছে কি না।

গজারু। সম্রাট যদি এর প্রতিবিচার না করেন—

কামবক্স্। তাহলে থুথু দিয়ে আমাকেই নাইয়ে দেবেন? এ আপনার কিরূপ বিবেচনা? পার্ব্বত্য জায়গীরদারেরা আর লোক পেলে না, পাঠিয়ে দিলে আপনাকে? আর আপনিও পড়বি ত পড় আমারই সামনে! নসীবে দুঃখ থাকলে কি না হয়?

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। আবার নসীব কামবক্স্? আমি না তোমাদের বলেছি, ঔরংজেবের প্রাসাদে নসীবের স্থান নেই। তা যদি থাকত, তাহলে মোগল সাম্রাজ্যের মাথার উপর আজ ঔরংজেব বসত না, বসত সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকো।

কামবক্স্। বুঝেছি পিতা।

ঔরংজেব। এ আবার কাকে নিয়ে এলে?

কামবক্স্। এ ভদ্রলোক পাতিশেয়ালের জায়গীরদার।

গজারু। পাতিসায়র বলুন।

কামবক্স্। ভদ্রলোকের নাম সজারু মহারাজ।

গজারু। বলছি ত সজারু নয়, গজারু।

ঔরংজেব। পাতিসায়র? বুন্দেলখণ্ডের সীমান্ত জায়গীর? তুমিই জায়গীরদার? তোমার এ দীন অবস্থা কেন?

গজারু। জাঁহাপনা! [ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল]

ঔরংজেব। কাঁদছ কেন বেয়াকুব? কাঁদতে হয় বাইরে যাও। সম্রাট ঔরংজেব পুরুষের কান্না আর নারীর আস্ফালন বরদাস্ত করে না। কি আরজ তোমার?

কামবক্স্। পিতা, ভদ্রলোক নালিশ জানাতে এসেছেন। ছত্রশালের লোকেরা ওঁর পাতিশেয়াল কেড়ে নিয়েছে।

গজারু। বারবার কেন আপনি পাতিশেয়াল পাতিশেয়াল ক'চ্ছেন? এতে আমার অপমান হয়।

ঔরংজেব। ছত্রশালের লোকেরা কি করেছে তোমার?

গজারু। শুধু আমার নয়। বুন্দেলখণ্ডের সীমান্তে আমরা বিশজন

জায়গীরদার ছিলুম। ওরা এসে বললে,—মহারাজ ছত্রশালের পতাকা অভিবাদন কর।

ঔরংজেব। বটে!

গজারু। সঙ্গে সঙ্গে বারোজন তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। আমরা আটজন রুখে দাঁড়িয়ে বললাম,—আমরা শাহানশার জায়গীরদার, ছত্রশালকে আমরা পয়জার মারি। এই কথা বলে আমরা আটজোড়া জুতো তুলে যাঁহাতক এগিয়ে গেলাম—

কামবক্স্। অমনি সেই জুতো দিয়ে এঁদেরই জুতোপেটা করলে।

ঔরংজেব। তারপর তোমাদের সপরিবারে বের করে দিয়ে বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, না? ক হাজার লোক তোমাদের উপর হামলা করেছিল?

গজারু। মাত্র পাঁচশো।

ঔরংজেব। পাঁচশো সৈন্যের ভয়ে বিশজন জায়গীদার থরথর করে কেঁপে উঠলে? পাহাড়ের তুষার ঝঞ্ঝা, হিংস্র জানোয়ার আর দস্যু তস্করের সঙ্গে লড়াই করে তোমরা যে মূষিকে পরিণত হয়েছ, তা আমার জানা ছিল না। বিশজন জায়গীরদারের মধ্যে সাতজন মাত্র হিন্দু, আর সবাই ত পাঠান। তারা কি সব হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেছে?

গজারু। তা জানি না সম্রাট। তবে তারা আর আমাদের কেউ নয়। বিচার করুন জাঁহাপনা; আপনি আমাদের রক্ষক, আপনি আমাদের ভক্ষক, আপনি যদি আমাদের রক্ষা না করেন, তাহলে আর আমি ময়লামুখে বন্ধুদের কাছে ফিরে যাব না, এইখানেই যমুনার জলে জগঝম্প প্রদান করব।

ঔরংজেব। যাও গজারু, আমি এর চরম প্রতিশোধ নেব। ঔরংজেব কারও ঔদ্ধত্য সহ্য করে না। চম্পৎ রায় প্রাণ দিয়ে

ঔদ্ধত্যের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। ছত্রশালের মেরুদণ্ড আমি জন্মের মত ভেঙ্গে দেব।

কামবক্স্। বুন্দেলা রাজপুতগুলো যেন আর কোনদিন মাথা তুলতে না পারে।

ঔরংজেব। আজ তুমি মেহমানখানায় বিশ্রাম কর। কাল আমার পত্র নিয়ে লাহোরে চলে যাবে। সেখানে আফজল খাঁ আছে, শাহজাদা কামবক্স্‌কেও আমি সসৈন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের জায়গীর তোমরা ফিরে পাবে, আরও পাবে তাদের ছিন্নশির, যারা তোমাদের ঘরছাড়া করেছে।

কামবক্স্। আর কি? বগল বাজিয়ে চলে যান মহারাজ সজারু।

গজারু। গজারু। গ-জা-রু। কিন্তু আমার একটা কথা ছিল জঁাহাপনা। আমি ত যাব লাহোরে, কিন্তু আমার পরিবার কোথায় থাকবে?

ঔরংজেব। দবীর খাঁর কাছে রেখে যাও। কোন ভয় নেই।

গজারু। ভয় আবার কি? দবীর খাঁ আমার বন্ধুলোক। তার বিবি আমার বিবি, আমার বিবি আমার বিবি। আদাব জঁাহাপনা, আদাব।

[প্রস্থান।

কামবক্স্। দবীর খাঁকে কোথায় পাঠিয়েছেন পিতা?

ঔরংজেব। ছত্রশালের কাছে। সে যদি আমার বশ্যতা স্বীকার করে, আমি তাকে দশহাজারি মনসবদার করতে প্রস্তুত, এই কথা জানিয়ে তাকে সঙ্গে করে দিল্লী নিয়ে আসতে বলে দিয়েছি। কিন্তু এত দেরী হবার ত কথা নয়।

কামবক্স্। আমার মনে হয়, ছত্রশাল আহ্লাদে আটখানা হয়ে

খানাপিনার ধূম লাগিয়ে দিয়েছে। আপনি ভাববেন না পিতা। ছত্রশাল এল বলে। কিন্তু আমাদের শিলনোড়া দিয়ে সে আমাদের দাঁত ভাঙবে না ত?

ঔরংজেব। না কামবক্স্। রাজপুত জাতি মরবে, তবু তরবারি একবার নিলে প্রাণ গেলেও তার অমর্য্যাদা করবে না। এস দবীর খাঁ। তুমি একা এলে যে?

দবীর খাঁর প্রবেশ।

দবীর। ছত্রশাল এল না জঁাহাপনা। আপনার প্রস্তাব সে গ্রাহ্যই করলে না।

কামবক্স্। মরার পালক গজিয়েছে। [স্বগত] জয় বাবা কালভৈরব।

ঔরংজেব। আমার পত্র তাকে দিয়েছিলে?

দবীর। দিয়েছিলাম জঁাহাপনা। তার সৈন্যাধ্যক্ষ পত্রখানা মুড়ে ফেলে দিলে, আর সে বেয়াদব তাই দুপায়ে মাড়িয়ে দিলে জঁাহাপনা।

কামবক্স্। [স্বগত] জয় বাবা কালভৈরব। [প্রকাশ্যে] আপনি তার মাথাটা নিয়ে আসতে পারলেন না খাঁ সাহেব?

দবীর। জঁাহাপনার হুকুম ছিল না, তাই—

ঔরংজেব। মন্দির ধ্বংস করেছ?

দবীর। না সম্রাট।

কামবক্স্। না? মসজিদ তাহলে আজও গড়া হয় নি?

দবীর। কি করে হবে? মজুর মিস্ত্রীদের তারা—

ঔরংজেব। হত্যা করেছে, না? তোমরা কি মানুষ, না মেষপাল? রাজসরকারের অর্থে আমি কি কতকগুলো জানোয়ার পুষে রেখেছি

যে তারা পাঁচবছরের মধ্যেও একটা মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরী করতে পারলে না? কোথাকার কে ছত্রশাল; এতই কি সে শক্তিমান যে বারবার মোগল রাজশক্তিকে সে পর্য্যুদস্ত করে ফিরিয়ে দেবে? সমগ্র হিন্দুস্থানের বিদ্রূপ কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ না? এই ক্ষুদ্র মূষিককে করায়ত্ত করতে কি দিলীর খাঁকে পাঠাতে হবে, তয়বর খাঁকে রণসাজে সাজিয়ে দিতে হবে, না স্বয়ং সম্রাট আলমগীর সৈন্যদল নিয়ে ছুটে যাবে?

দবীর। আপনি ভাববেন না জাঁহাপনা। যত দুর্দ্ধর্ষই হক তারা, তাদের সৈন্যদলে আছে মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্য।

কামবক্স্। তারা সবাই অস্ত্র ধরতেও জানে না।

ঔরংজেব। তুমি পারবে আফজল খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বুন্দেলখণ্ডকে ভস্মস্তূপে পরিণত করতে?

কামবক্স্। কেন পারব না? হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করা আর হিন্দুজাতটাকে নিশ্চিহ্ন করা মুসলমান মাত্রেরই পবিত্র কর্ত্তব্য। কি বলেন খাঁ সাহেব?

দবীর। বহুৎ খুস শাহ্‌জাদা।

ঔরংজেব। তাহলে আজই তুমি লাহোরে যাত্রা কর পুত্র।

কামবক্স্। আজ কেন? এখনি যাত্রা করব। চলুন খাঁ সাহেব। আপনি মালবের প্রান্তে ছাউনি ফেলে তৈরী হয়ে থাকুন। আমরা এক পক্ষকালের মধ্যে আপনার সঙ্গে মিলিত হব।

দবীর। শাহাজাদার জয় হক। শাহানশা গাজী আলমগীর জিন্দাবাদ!

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। তাহলে অগ্রসর হও পুত্র। যদি দিল্লীর মসনদ

লাভ করতে চাও, এই সুযোগে তার যোগ্যতা প্রমাণ কর। পঁচিশ হাজার বাদশাহী সৈন্য সাতদিনের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। ভৈরবের মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্ম্মাণ করা চাই। ছত্রশালকে সবংশে বধ করবে, না হয় বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে আসবে। নবোদগত দন্ত এই বুন্দেলা রাজপুত জাতিকে যদি শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পার, তাহলে আমার পরে তুমিই হবে দিল্লীর শাহানশা, আর তোমার মাতুল সুবেদার আফজল খাঁ হবে উজির-এ-আজম। খোদা তোমার সহায় হন।

কামবক্স্। তাহলে আমি মার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে—

ঔরংজেব। না না না, অমন কাজ করো না। মায়ের মুখ দেখলে আর তুমি যেতে পারবে না। বাদশাহীও তাহলে পাবে না। যেতে হয় যাও, বিলম্ব করো না।

কামবক্স্। [স্বগত] বহু পিতা দেখেছি, এমন ভয়ানক পিতা আর দেখি নি। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা, আমি তাহলে আসি পিতা। সেলাম, সেলাম। [প্রস্থান।

ঔরংজেব। দুনিয়ার বুকে একটা ধর্ম্মই থাকবে; সে ইসলাম।

উদিপুরীর প্রবেশ।

উদিপুরী। বৃথা আশা সম্রাট ঔরংজেব।

ঔরংজেব। কে বলেছে বৃথা? তামাম দুনিয়ায় আমি ইসলামের আবাদ করব।

উদিপুরী। কেউ তা পারে নি জাঁহাপনা, তুমিও পারবে না। তোমার ধর্ম্মান্ধ নীতি ইসলামের সঙ্গে তোমাকেও ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঔরংজেব। ধর্ম্মের পথে নয়, দিগ্বিজয়ের পথে।

উদিপুরী। দিগ্বিজয় সম্রাট? রাঠোর বীর দুর্গাদাস দিল্লীর শাহীবাগ থেকে যশোবন্ত সিংহের স্ত্রীপুত্রকে সম্রাটের নাকের ডগা দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তবু সম্রাট দিগ্বিজয়ী! মেবারের গিরিসঙ্কটে সসৈন্যে সম্রাট বৃদ্ধ রাজসিংহের অনুকম্পায় জীবন ভিক্ষা পেয়েছিলেন, সেও তার দিগিজয়ের নমুনা! দিল্লীশ্বরের প্রবল শক্তিকে মারাঠাবীর শিবাজী বারবার পুতুলের মত নাচিয়ে দিয়ে গেল, তবু মহারথী ঔরংজেবের দিগ্বিজয়ের খোয়াব ছুটল না?

ঔরংজেব। মহামান্যা উদিপুরী বেগম দেখছি আজকাল রাজনীতির চর্চ্চাও করেন।

উদিপুরী। না করে কি উপায় আছে সম্রাট? দিল্লীর শাহীপ্রাসাদে আজ আর কোন কথা নেই, শুধু একই আলোচনা—কে কাকে খুন করবে, কে কোন্ বিধর্ম্মীকে কলমা পড়াবে, কে কবে কার ভাইকে কবরে পাঠিয়ে মসনদে বসবে। সম্রাট ত বধির নন, শুনতে পান না কিছু?

ঔরংজেব। পাই বই কি প্রিয়তমে। তবে সবার উপরে উদিপুরী বেগমের কণ্ঠটাই বেশী শুনতে পাই।

উদিপুরী। হাতে ও কিসের মানচিত্র সম্রাট? বুন্দেলখণ্ডের বুঝি? রাজা চম্পৎ রায়কে ত হত্যা করেছ, এতেও তোমার ক্রোধের শান্তি হল না?

ঔরংজেব। আমি ত শান্তিই চাই। ছত্রশাল ত চাইছে না। আমি তাকে দশহাজারি মনসবদার করতে চেয়েছিলাম, সে আমার প্রস্তাবে পদাঘাত করেছে।

উদিপুরী। পিতাকে যে শোচনীয় মৃত্যু দিয়েছে, তার নকরী করতে যে পারে, সে মানুষ নয়, জানোয়ার।

ঔরংজেব। তাই বলে সে আমার পত্রে পদাঘাত করবে?

উদিপুরী। তাই ত তুমি চেয়েছিলে সম্রাট।

ঔরংজেব। আমি চেয়েছিলাম আমার পত্রে তার পদাঘাত?

উদিপুরী। হ্যাঁ সম্রাট। চম্পৎ রায়ের হত্যার পর সমগ্র হিন্দুস্থান তোমার ধিক্কারে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। বুন্দেলা রাজপুতদের ধ্বংস করার কোন ছল তোমার হাতের কাছে ছিল না। এবার একটা অজুহাত পেয়ে তুমি ওই দবীর খাঁর চেয়েও বেশী খুশী হয়েছ।

ঔরংজেব। উদিপুরী বেগম চিরদিনই প্রিয়ভাষিণী। আর সব কথাই তিনি আমার আগে আগে বোঝেন। তোমার পুত্র কিন্তু আমার নিষেধ না শুনে ছত্রশালকে ধ্বংস করতে ছুটে গেল।

উদিপুরী। কি? কামবক্স্ গেছে বুন্দেলখণ্ডে?

ঔরংজেব। বুন্দেলখণ্ডে এখনও যায় নি। আপাততঃ সে লাহোরে গিয়ে আফজল খাঁর সঙ্গে যোগ দেবে।

উদিপুরী। তারপর মামা ভাগ্নে দুজনে মিলে বুন্দেলখণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাজসরকারে কি আর সেনানী ছিল না, যে এই মহাপাপ করতে তুমি আমার ছেলেকে পাঠালে?

ঔরংজেব। মহাপাপ!

উদিপুরী। নির্দ্দোষকে ধ্বংস করার নাম মহাপাপ নয়?

ঔরংজেব। না। এই শয়তান কাফের সমগ্র বুন্দেলখণ্ড জুড়ে এক বিরাট সামরিক ব্যূহ রচনা করেছে। আজ যদি তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে না দিই, তাহলে একদিন সে দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনের ভিত শুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলবে।

উদিপুরী। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহলে এ দুর্দ্ধর্ষ জাতিটাকে আর আঘাত করো না সম্রাট। জীবনে কাউকে তুমি আপন করতে

পার নি। সদ্ব্যবহারে অন্ততঃ বুন্দেলা রাজপুত জাতটাকে বুকের কাছে টেনে নিতে চেষ্টা কর, দেখবে এরাই হবে মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। নইলে মৃত্যুর পূর্ব্বেই তুমি দেখে যাবে, মোগল সাম্রাজ্য বালির প্রাসাদের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ঔরংজেব। যাতে না যায়, তাই ত তোমাকে রাজমাতা করবার আয়োজন কচ্ছি।

উদিপুরী। এই একটা কথা তুমি কজন বেগমকে বলেছ সম্রাট? তোমার অনুগ্রহের জ্বালায় আকবর মক্কায় চলে গেছে, মহম্মদ বন্দী, এবার কি কামবক্সের পালা? থাক জাঁহাপনা! তুমি যে পুত্রবৎসল, তা আমি জানি। আমার পুত্রের উপর থেকে তোমার অনুগ্রহের ছত্রছায়া সরিয়ে নাও। মসনদ তার চাই না।

ঔরংজেব। আমি চাই বেগমসাহেবা। আর সেও চায়। তাই যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্য সে কোমর বেঁধে ছুটে গেছে।

উদিপুরী। বিনাদোষে একটা জাতিকে ধ্বংস করে যে মসনদ লাভ করতে হয়, সে মসনদ তুমিই সঙ্গে করে কবরে নিয় যেও। তুমি তাকে ফিরিয়ে আন সম্রয়ট।

ঔরংজেব। অমন অধর্ম্ম আমি কবব না বেগম। তোমার যদি ধর্ম্মভয় না থাকে, তুমিই যাও। ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হবে, পুত্রকেও ফিরিয়ে আনতে পারবে। তাই বলে ছত্রশালকে বাঁচাতে পারবে না। সে মরবে, আর বুন্দেলখণ্ডে হিন্দু বলে কেউ থাকবে না।

[প্রস্থান।

উদিপুরী। আমিও দেখব সম্রাট, কেমন সে তরবারি যা দিয়ে রাজপুত জাতিকে তুমি নিঃশেষ কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লাহোর প্রাসাদ।

দুলারীর প্রবেশ।

দুলারী। এসব বাপু আমার ভাল লাগে না। দিনরাত খালি 'মারো কাটো শূলে দাও'—আর কি এদের কথা নেই? মানুষ কি খালি মারধোর করতে আর দাঁত খিঁচুতেই দুনিয়ায় এসেছে?

কামবক্সের প্রবেশ।

কামবক্স্। সুবেদার সাহেব কোথায়?

দুলারী। এই রে, আবার কোন্ মুখপোড়া এল। কারও ঘর পুড়েছে, কারও জায়গীর কেড়ে নিয়েছে, কারও দাড়ি কাটা গেছে,—বোলাও সুবেদারকো। আর অমনি সুরু হল হাইদরী হাঁক। কাণ ঝালাপালা করে ছাড়লে। তোমার কি হারিয়েছে? জরু না গরু?

কামবক্স্। আমার জরুও নেই, গরুও নেই।

দুলারী। তবে কিসের নালিশ নিয়ে এসেছ?

কামবক্স্। নালিশ নিয়ে ত আসি নি।

দুলারী। তবে কি খুনখারাপির খবর এনেছ? কে কার মাথা কেটে নিয়েছে?

কামবক্স্। তা আমি কি করে জানব?

দুলারী। জানবে না ত এলে কেন? গান শুনতে এসেছ? তাহলে বসে যাও। তুমি বাজাতে জান?

কামবক্স্। বাজাতে জানব কি? বাজনার নাম শুনলেও মুসলমানের গুণাহ্ হয়।

দুলারী। গুষ্ঠীর মাথা হয়। ওসব ওই নচ্ছার পাজী আলমগীর বাদশার ফতোয়া। শয়তানের বাচ্ছা শয়তান।

কামবক্স্। কেন ভদ্রলোককে গালাগাল দিচ্ছ?

দুলারী। ভদ্রলোক! ও ভদ্র ও নয়, লোকও নয়।

কামবক্স্। শুনে বড়ই সন্তোষ লাভ করলুম। খোদাতালার দোয়ায় তোমার জিভের শক্তি অক্ষয় হক। তাহলে সুবেদার সাহেবকে একবারটি সেলাম দাও।

দুলারী। আরে দূর সুবেদার! সকালবেলা কেউ সুবেদারের মুখ দেখে? বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

কামবক্স্। সুবেদার সাহেব বাঘ না কি?

দুলারী। নিজে বাঘ না হলেও বাঘের সম্বন্ধী ত বটে। ভদ্রলোক আগে ছিলেন রাজপুত; বাদশাকে ভগ্নী দান করে যৌতুক দিয়েছেন পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম। এখন তাঁর দাড়ি বাদশার চেয়ে বড়। আর বাদশা যদি বলেন হিন্দুদের ধরে আনতে, উনি বেঁধে আনেন। যাক গে, তুমি বসে পড়, আমার গান এসে পড়েছে।

কামবক্স্। থাক্ থাক্, গানের আর দরকার নেই। মেয়েছেলের গান শুনলে আমার পেট কামড়ায়।

দুলারী। তুমি একটি দুপেয়ে জানোয়ার। নিকালো, আভি নিকালো।

কামবক্স্। আরে, তোম্ সুবেদার সাহেবকো সেলাম দেও।

দুলারী। কোন্ গাছ থেকে নেমে এলে তুমি?

কামবক্স্। গাছ থেকে নামব কেন? আমি এসেছি দিল্লী থেকে। সম্রাট ঔরংজেব—

দুলারী। খবরদার সকালবেলা ওই শয়তানের নাম করবে না বলছি। এত লোক মরে, আর এই দুঁদে লোকটা মরে না? দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিলে?

আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। শয়তানের বাচ্ছা শয়তান।

দুলারী। যা তা বলো না বলছি। বাবা আছ, বাবাই থাক, বেশী বাড়াবাড়ি করলে সুবিধে হবে না।

আফজল। আহা, তোমাকে কে বলছে? আমি বলছি ওই হতভাগা ছত্রশালের কথা। একবার শাহানশার হুকুম পেলে আমি ওকে মুর্গীর মত জবাই করব।

দুলারী। আর কি তোমাদের কথা নেই? শয়তান বাদশাটা কি এমনি করে তোমাদের মনুষ্যত্ব চিবিয়ে খেয়েছে?

আফজল। চুপ কর দুলারি। মহামান্য শাহানশার নিন্দা আমি বরদাস্ত করব না।

দুলারী। তোমার শাহানশা জাহান্নামে যাক।

কামবক্স্। কি রকম বেয়াদপ দেখেছেন?

আফজল। এ কি! কামবক্স্!

দুলারী। কাকে কি বলছ তুমি? ওর নাম ভ্যাবাকান্ত।

আফজল। হতভাগা মেয়ে, তুই কাকে কি বলছিস্? কে তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে খবর রাখিস্? সম্রাট আলমগীরের পুত্র কামবক্স্। আমার ভাগ্যে।

দুলারী। তোমার ভাগ্নে এমন জানোয়ার?

কামবক্স্। যা বলেছ।

আফজল। কিছু মনে করো না বাপজান। মেয়েটার মাথা খারাপ।

কামবক্স্। সে আমি আগেই বুঝেছি। মাথা খারাপ না হলে মুসলমানের মেয়ে গান গায়? কি আর বলব? মামাতো বোন, তাই গর্দ্দানটা রেখে দিলাম। আর কেউ আমার পিতৃনিন্দা করলে তাকে আমি এতক্ষণ কবরে পাঠাতুম।

দুলারী। কিছু মনে করো না মিঞা। তোমার পরমারাধ্য পিতা পয়লা নম্বরের পাজী, আর তুমি দু নম্বরের পাজী। এসেছ, দুদিন থাক, খানাপিনা কর, কোন আপত্তি করব না। কিন্তু মনসার কাছে ধুনোর গন্ধ যদি ছড়াও, তাহলে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।

[প্রস্থান।

কামবক্স্। পিতার ফর্ম্মান এনেছি মামু।

আফজল। বেশ করেছ। শাহানশার ফর্ম্মানের জন্যই আমি অপেক্ষা কচ্ছিলাম, নইলে বহুপূর্ব্বেই আমি এই শয়তানের দলকে উচ্ছেদ করে দিতাম।

কামবক্স্। আমিও পিতাকে এই কথাই বলছিলাম। কি আশ্চর্য্য! আপনি এত কাছে রয়েছেন, আপনার চোখের উপর ছত্রশাল একটা বিরাট সৈন্যদল গড়ে তুললে?

আফজল। তুলবে না? সম্রাট মনে করেছিলেন, চম্পৎ রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বুন্দেলা রাজপুতদের বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে। বারবার অনুরোধ করেও আমি শাহানশার হুকুম পাই নি। আমার

চোখের উপর চম্পৎ রায়ের স্মৃতিস্তম্ভ আশমান ভেদ করে মাথা তুলে উঠল, আর আমি লাহোরের কেল্লায় বসে নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করতে লাগলুম।

কামবক্স্। আর গর্জ্জাতে হবে না, এবার বর্ষণ করি আসুন। আমার পেছনে বিশ হাজার বাদশাহী ফৌজ আসছে।

আফজল। বহুৎ আচ্ছা। তারা এলেই আমরা ভৈরব নিবাস অবরোধ করব। তুমি গিয়ে এখন বিশ্রাম কর। ছত্রশালকে আমি বলে পাঠিয়েছি, বুন্দেলখণ্ড এখন আমার সুবেদারী এলাকায়। আমার বিনানুমতিতে সে যদি সামরিক বাহিনী গঠন করে, তাহলে তারও স্থান হবে তার পিতার পার্শ্বে।

কামবক্স্। ব্যস, ব্যস, তবে ত আর যুদ্ধের প্রয়োজনই হবে না। আপনার কড়া হুকুম শুনে ছত্রশাল হয়ত মূর্চ্ছা গেছে। লোকটা এতদিন ঘুঘু দেখেছে, এইবার ফাঁদ দেখবে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

আফজল। ফিরলে যে ?

কামবক্স্। আচ্ছা মামু, আপনার বাপ নাকি হিন্দু ছিল ?

আফজল। ছিল ত ছিল, তাতে হয়েছে কি ?

কামবক্স্। হবে আবার কি ? বাদশাকে কি তিনিই কন্যাদান করে গেছেন, না আপনি ভগ্নীদান করেছেন ?

আফজল। ও কথা থাক বাপজান। আগের কথা ভাবলেও আমার ঘৃণা হয়।

কামবক্স্। মা কিন্তু এখনও রাজপুত জাতকে ভালবাসেন। দেখে মনেই হয় না যে আপনাদের এক বাপ। আপনি চান হিন্দুদের ধ্বংস করতে, আর মা চান তাদের বুক দিয়ে ঘিরে রাখতে।

আফজল। তোমার মা'র ওই এক দোষ, কিছুতেই কাফের-

গুলোকে ঘৃণা করতে শিখলে না। তুমি তার কথায় কাণ দিও না কামবক্স, আমি যা বলি—তাতেই তোমার মঙ্গল।

কামবক্স। সে কথা আপনি বলবেন, তবে আমি বুঝব? মা হচ্ছে শুধু মা—আর আপনি মা-মা, দুটো মায়ের সমান। আমি মরব, তবু আপনার অবাধ্য হব না। সেলাম, সেলাম।

[প্রস্থান।

আফজল। এত বড় হিম্মৎ! আমার চোখের উপর সৈন্যদল গঠন করা? শয়তানকে আমি মূষিকের মত বধ করব।

উদিপুরীর প্রবেশ।

উদিপুরী। কেন বল ত দাদা?

আফজল। এ কি, ভগ্নী! তুমি এখানে অকস্মাৎ।

উদিপুরী। তোমাকে দেখতে এলাম। দিল্লীর হারেমে বসে তোমার অনেক কীর্ত্তির কথা শুনেছি। লোকে বলে, যেমন সম্রাট আলমগীর, তেমনি তার দুলুভাই আফজল খাঁ। ইসলামের এত বড় তল্পীবাহক না কি তামাম হিন্দুস্থানে নেই।

আফজল। সব খোদাতালার দোয়া বহিন।

উদিপুরী। পথে আসতে আসতে দেখলাম, অসংখ্য মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী হয়েছে, দেবতার বিগ্রহগুলো পথে গড়াগড়ি যাচ্ছে, হিন্দুর বহু পুরাকীর্ত্তি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ সবই কি তোমার রচনা?

আফজল। সব আমার।

উদিপুরী। এ তুমি কি করে পারলে দাদা? বিশবছর আগে ওই সব বিগ্রহের পায়ে তুমিও মাথা নত করেছ। তোমারই পূর্ব্ব-

পুরুষেরা কত দেশ দেশান্তর থেকে এনে ওইসব পুরাকীর্ত্তি মণিমাণিক্যে সাজিয়ে রেখেছিল। তাদের ধ্বংস করতে তোমার হাত উঠল?

আফজল। কেন উঠবে না? এ মুসলমানের পবিত্র কর্ত্তব্য।

উদিপুরী। সংসারে অনেক কর্ত্তব্য ত ছিল দাদা। কোনটা তুমি পালন করেছ? পেরেছ পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম বজায় রাখতে? করেছ তাদের উপযুক্ত তর্পণ? কিছুই ত কর নি। কর্ত্তব্য বলে শুধুই কি চিনেছ হিন্দুর মাথা ভাঙ্গা, আর হিন্দুর দেবতার অমর্য্যাদা করা?

আফজল। এ সব কি বলছ তুমি?

উদিপুরী। অনেক কীর্ত্তি ত রেখেছ ভাই। এতেই তুমি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উদীয়মান বুন্দেলা রাজপুত জাতিটাকে চূর্ণ না করলে কি তোমার ঘুম হচ্ছে না?

আফজল। অবাক করলে বহিন। তুমি কি জান না ছত্রশাল আমাদের বিনানুমতিতে সৈন্যদল গঠন করেছে?

উদিপুরী। করবেই ত!

আফজল। তুমি কি শোন নি, তারা প্রকাশ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে?

উদিপুরী। একশোবার করবে।

আফজল। পাঁচ বছর ধরে বারবার চেষ্টা করেও আমরা বুন্দেলখণ্ডে শাসনযন্ত্র কায়েম করতে পারি নি, মসজিদ নির্ম্মাণ করতে যতবার মজুর মিস্ত্রী দল এগিয়ে গেছে, ততবারই তারা তাদের প্রহার করে ভাগিয়ে দিয়েছে, দুচারজনকে হত্যাও করেছে।

উদিপুরী। করবে না? পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করে নেবে? শোন নি চম্পৎ রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী? শোন নি জাগ্রত দেবতা কালভৈরবের সঙ্গে বুন্দেলা রাজপুত জাতির কতখানি অন্তরের

যোগ? তাদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে আজ যদি তারা ম'রিয়া হয়ে ওঠে, সে কি তাদের অপরাধ?

আফজল। তুমি কি এই কথা বলতেই দশ বছর পরে আমার ঘরে এসেছ বহিন?

উদিপুরী। না দাদা। আমি তোমাকে বলতে এসেছি, এ মহাপাপ তুমি অন্ততঃ করো না।

আফজল। মহাপাপ!

উদিপুরী। মহাপাপ নয়? তোমার বাদশা তুর্কী, ভারতের মানুষ তার কেউ নয়। কিন্তু তুমি ত ভারতবাসী, তুমি ত রাজপুতজাতির বংশধর। লোভের বশে ধর্ম্মটাই না হয় ত্যাগ করেছ, তাই বলে জাতির রক্ত ত তোমার ধমনী থেকে ধুয়ে মুছে যায় নি। তোমার দেশের মাটিতে তোমার স্বজাতির মধ্যে এমন একটা যুবক মাথা তুলে উঠেছে, এ দেখে তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

আফজল। হচ্ছে বই কি? আরও আনন্দ হবে যখন তাকে বন্দী করে এনে শাহানশার পায়ের তলায় ফেলে দেব। ছত্রশাল মরবে, বুন্দেলা রাজপুত জাতটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করব। তাতে যদি পাপ হয়, সে পাপ শাহানশার, তার গোলামের নয়।

উদিপুরী। তুমি জাহান্নামে যাও দেশদ্রোহি শয়তান। আমার নির্ব্বোধ পুত্রটাকে আমি তোমার সঙ্গী হতে দেব না।

আফজল। তাহলে দিল্লীর মসনদও তার জন্য নয়।

উদিপুরী। মসনদটাকে টুকরো টুকরো করে তোমরা ভাগ করে নিও শেয়াল শকুনের দল। আমার পুত্রকে আমি বুঝিয়ে দেব যে মসনদের চেয়ে মনুষ্যত্ব অনেক বড়।

[প্রস্থান।

আফজল। মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে স্ত্রী কন্যার হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ানো [illegible] পারে, কিন্তু সম্রাটের রোষবহ্নি যখন সহস্র শিখা বিস্তার করে পেছনে ছুটে আসবে, তখন তার মোকাবেলা করা সহজ নয়। ছত্রশাল মরবে; তার মৃত্যু ছাড়া পথ নেই।

গীতকণ্ঠে মনসূরের প্রবেশ।

মনসুর।—

গীত।

মৃত্যু যখন ডাক দিয়েছে রুখবে কে আর বল্,
পিপীলিকার উঠল পাখা, আগুন পানে চল্।
ভাবলি যারে শুধুই ঢোঁড়া,
ঢোঁড়া সে নয় চন্দ্রবোড়া,
ল্যাজে যদি পা তুলে দিস্, খেতে হবে হলাহল!
বাঁচবি যদি যারে ফিরে,
মৌচাকে ঢিল মারিস নি রে,
পরের কথায় জাতির বুকে মারিস না তীর, ও পাগল!

আফজল। কে তুমি? কোথা থেকে আসছ?

মনসুর। মহারাজ ছত্রশালের কাছ থেকে আসছি।

আফজল। কোন্ ব্যাটা মহারাজ? সে একটা পথের কুকুর।

মনসুর। ওই কুকুরই আমাদের ঠাকুর।

আফজল। তুমি মুসলমান, ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করতে তোমার শরম হয় না?

মনসুর। শরম হবে কি? আমি ত রোজ কালভৈরব ঠাকুরের প্রসাদ খাই।

আফজল। তোমার মত কাফেরের মুখ দেখলেও পাপ হয়।

মনস্থর। নাই বা দেখলেন। আপনি পেছন ফিরে দাঁড়ান, আমি আমার বক্তব্য বলে চলে যাই।

আফজল। কি তোমার বক্তব্য?

মনস্থর। আমার মনিবকে আপনি বলে পাঠিয়েছেন,—

আফজল। কে তোমার মনিব?

মনস্থর। মহারাজ ছত্রশাল।

আফজল। তুমি মুসলমান, তোমার মনিব একটা হিন্দু জানোয়ার?

মনস্থর। যাকে তাকে জানোয়ার বলছেন কেন জনাব? এ উপাধি ত লোকে আপনাকেই দিয়েছে।

আফজল। কি?

মনস্থর। স্থবেদারীর জন্যে যে ধর্ম্মটা ডালি দেয়, ভগ্নীকে বিধর্ম্মীর পায়ে সওগাত দেয়, তাকে এ ছাড়া আর কি বলবে জনাব?

আফজল। আমি তোমায় কোতল করব। তুমি কাফের, তুমি ইসলামের কলঙ্ক।

মনস্থর। মৌলনা রস্থলের কাছে আমি কোরাণ হাদিস সবই পড়েছি। পড়ে এই বুঝেছি যে ঈশ্বরকে যে বিশ্বাস করে না, তামাম দুনিয়ার মানুষকে যে ভালবাসে না, কাফের তারই নাম। আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, হিন্দুমুসলমান শিখ ক্রেস্তান কাউকে দুশমন বলে ভাবতে শিখি নি। আর আপনারা, মুসলমান ছাড়া আর সবাইকে জানোয়ার বলে মনে করেন। কাফের আপনারা।

আফজল। খবরদার বেয়াদপ।

মনসুর। জাত মুসলমানের চোখ রাঙানি তবু কিছু সহ্য হয়। এক পুরুষের মুসলমান যারা, তাদের গোঁড়ামি সয় না জনাব।

আফজল। তোমার লজ্জা করে না? কোথাকার কে ছত্রশাল তার দুতিয়ালি করতে এসেছ তুমি?

মনসুর। আপনার লজ্জা করে না? রাজপুতের বংশধর আপনি, আপনি চান রাজপুত জাতিকে ধ্বংস করতে?

আফজল। সংযত হয়ে কথা কও বেয়াদব।

মনসুর। আগে আপনি সংযত হন, তারপর আমাকে বলবেন।

আফজল। কি বলে পাঠিয়েছে ছত্রশাল? আমার হুকুমে তার সৈন্যদল ভেঙ্গে দিয়েছে?

মনসুর। না, আরও শক্তিশালী করে তুলেছেন।

আফজল। কালভৈরবের মন্দির সে ত্যাগ করবে যাবে না?

মনসুর। না। আগে একবার পূজো হত, এখন হয় দুবার।

আফজল। শাহানশার বশ্যতা স্বীকার সে করবে না?

মনসুর। শাহানশাকে বলুন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে।

আফজল। আমি তাকে সদল বলে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা দেব।

মনসুর। জনাব, তার ভগ্নীও নেই, রাজ্যলোভও নেই। কিসের জন্য তিনি ধর্ম্ম খোয়াবেন বলুন। একটা চম্পৎ রায়কে হাজার চেষ্টা করেও আপনাদের বাদশা কলমা পড়াতে পারেন নি, আর আপনি এত বড় একটা জাতকে কলমা পড়াবেন? দুরাশা হুজুর।

আফজল। তাহলে আমি তাদের ধ্বংস করব।

মনসুর। চেষ্টা করে দেখুন।

আফজল। শয়তান ছত্রশাল আমাদের বারোজন জায়গীরদারকে

ভিটেছাড়া করেছে। আমি সমগ্র বুন্দেলখণ্ড জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করব।

মনস্থর। যদি মরবার সাধ থাকে, আস্থন। মহারাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে দাওয়াদ দিয়ে যাচ্ছি। কোন চিন্তা করবেন না। আর কেউ আপনাকে কবর না দেয়, আমি দেব। সেলাম।

আফজল। কে আছ? এই কাফেরকে—

মনস্থর। সেলাম।

[প্রস্থান।

আফজল। ধ্বংস হক ছত্রশাল, জাহান্নামে যাক রাজপুত জাতি।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভৈরব নিবাস।

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়। দাদি, ও দাদি,—

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। এই যে গো, এতক্ষণে এলে তুমি? আমি যে পথের দিকে চেয়ে বসে আছি। কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে?

সঞ্জয়। যা তা মৎ বলো।

শঙ্করী। যত বলি চুপ করে ঘরে বসে থাক্, ততই তুমি উপসে ওট হতভাগা? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়? কোথায় কোন্ ছেলে কাকে ল্যাং মারছে, কোন্ গুণ্ডা কাকে চোখ রাঙাচ্ছে, তোর সেখানে মাথা দেবার দরকার কি রে বদমায়েস? নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, অষ্টপ্রহর খালি এইসব করে বেড়াতে হবে?

সঞ্জয়। তুমি কিছু বোঝ না। আমি হচ্ছি বুন্দেলা রাজপুত।

শঙ্করী। তাতে হয়েছে কি?

সঞ্জয়। তার উপর মহারাজ চম্পৎ রায়ের নাতী,—

শঙ্করী। তাই হাতীর পাঁচ পা দেখেছ?

সঞ্জয়। সবার উপরে আমি মহারাজ ছত্রশালের ছেলে,—

শঙ্করী। ওই অহঙ্কারেই গেলি।

সঞ্জয়। আমার জন্মই হয়েছে অন্যায়ের গলা টিপে ধরতে।

শঙ্করী। তোর গুষ্টির মাথা করতে।

সঞ্জয়। বাবা কি বলেছেন জান? অন্যায় যে করে, পাপী শুধু সে নয়; অন্যায় যে সহ্য করে, সেও সমানই পাপী। বুঝলে কিছু?

শঙ্করী। ছাই বুঝেছি। যেমন বাপ, তার তেমনি ব্যাটা। বারবার বলি, জলে বাস করে কুমীরের সাথে দাঙ্গা করো না। কথা শুনবে আমার? ছেলেটাও হয়েছে তেমনি বাঁদর। যদি বলি দক্ষিণে যেতে, সোজা উত্তরে গিয়ে বসে থাকবে।

সঞ্জয়। তোমার কথা শুনতে হলেও বাদশার পাদোদক খেতে হয়।

শঙ্করী। পাদোদক খেতে বলছি হতভাগা? শুনতে পাচ্ছিস না কিছু? বাদশা তোর বাপকে মনসবদারী দিতে চায়, সে কিছুতেই নেবে না।

সঞ্জয়। আজ দেবে মনসবদারী, কাল রান্না ঘরে শানকী নিয়ে উঠবে, পরশু তোমাকে নিকে করতে চাইবে। যাবে না কি ব্যাগম হতে?

শঙ্করী। যা তা বলিস নি বলছি।

সঞ্জয়। কেন? বেশ ত মখমলের পোষাক পরে পান চিবিয়ে আর গোস্ত্‌রুটি খেয়ে আরামে দিন কাটবে।

শঙ্করী। মস্করা করবি নি বলছি। এখন গিলতে চাও ত এস। কতক্ষণ খাবার আগলে বসে থাকব?

সঞ্জয়। এখন সময় নেই। দাদি, দাদুর সেই তীর ধনুকটা নিয়ে এস ত।

শঙ্করী। তীর ধনুক কেন?

সঞ্জয়। এক ব্যাটা মুসলমান মন্দিরের আনাচে কানাচে উঁকি

ঝুঁকি মারছে দাদি। লোকটা বাদশার চর না হয়েই যায় না। আমি ওকে এফোঁড় ওফোঁড় করব।

শঙ্করী। ফুঁয়ে উড়ে যাবি।

সঞ্জয়। তুমি নিতান্ত কাপুরুষ—খুড়ি কা মেয়েছেলে। মৌলানা সাহেব বলেছেন,—মরতে যে ভয় পায়, তার বাঁচবার অধিকার নেই।

ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। আবার বল্ সঞ্জয়, আবার বল্, মরতে যে ভয় পায়, তার বাঁচবার অধিকার নেই। তোমার দাদু চম্পৎ রায় নিজের জীবন দিয়ে একথা প্রমাণ করে গেছেন। তাই ত তাঁর নামে সমগ্র হিন্দুস্থান মুখরিত। মরেও তিনি অমর হয়ে গেছেন,—আর তার হত্যাকারী বাদশা আলমগীর প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছে। পিতার কাছে আমি এই মন্ত্রই পেয়েছি,—জাতিধর্ম্ম জন্মভূমির জন্য যে প্রাণ দেয়, সে মরে,—কিন্তু ফুরিয়ে যায় না। তোমাকেও আমি এই মন্ত্রই দিয়ে যাব। তোমার পিতামহের মত প্রয়োজন হলে তুমি শির দিও, কিন্তু শের দিও না।

শঙ্করী। ব্যস, হয়ে গেল দেশ উদ্ধার।

সঞ্জয়। বাবা,—

ছত্রশাল। শুনে রাখ সঞ্জয়, মনের মধ্যে গেঁথে নাও। ভগবান্‌কে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাতালার সঙ্গেও আমাদের বিরোধ নেই। আমাদের বিরোধ মোগলের সঙ্গে। এই নিকৃষ্ট ঘৃণ্য মোগল রাজশক্তি দীর্ঘকাল ধরে আমাদের বুকে দংষ্ট্রাঘাত করে আসছে। আমাদের সাধনা শিবত্ব লাভ নয়, মহানির্ব্বাণ নয়, আল্লার করুণায় অবগাহন করাও নয়। আমাদের ব্রত চেঙ্গিস তাইমুরের রক্তে গড়া

এই মোগলরাজবংশের শেষ চিহ্ন বুন্দেলখণ্ডের মাটি থেকে মুছে ফেলা। আমাদের কাছে বড় ভগবান নয়, আল্লা নয়, বড় এই তরবারি।

সঞ্জয়। বাবা,—

ছত্রশাল। ভুলে যেও না পুত্র, তোমার পিতামহ মহারাজ চম্পৎ রায়কে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

শঙ্করী। ভুলে যাও বাবা, ওকথা ভুলে যাও।

ছত্রশাল। ভুলে যাব মা? পিতার মৃতদেহ রাজপথে পচে গলে কঙ্কালে পরিণত হয়ে গেছে, দাহ করতে দেয় নি। কঙ্কাল যখন নিয়ে এলাম, তার মুষ্টিবদ্ধ হাতে দেখলাম এই লেখন। অবসাদে যখন দেহ এলিয়ে পড়ে, তখন এই লেখন আমায় জাগিয়ে রাখে। অনেক দূর এগিয়েছি মা- আর আমায় পিছু ডেকো না। ~~গাও~~ সঞ্জয়, সেই গাও-সেই-গান, সমুখপানে এগিয়ে যাব, পিছন ফিরে চাইব না।

সঞ্জয়।—　　　　গীত।

সমুখ পানে এগিয়ে যাব, পিছন ফিরে চাইব না,
উজান ঠেলে বাইব তরী, ভাটার টানে বাইব না।
হস্তে মোদের নিত্যসাথী তীক্ষ্ণ তরবার,
মৃত্যু মোদের ভৃত্য পায়ের, সত্য অহঙ্কার;
বজ্রে মোদের শরীর গড়া,
অচিন ব্যাধি, অচিন জরা,
দীপক রাগে আগুন জ্বালার গান ছাড়া আর গাইব না।

[প্রস্থান।

শঙ্করী। কথা শোন বাবা ছত্রশাল। যে গেছে, সে ত আর ফিরবে না। এ পথ তুমি ত্যাগ কর। বাদশা তোমায় মনসবদারী দিতে চেয়েছে, তুমি তা গ্রহণ কর বাবা।

ছত্রশাল। এ তুমি কি বলছ মা? পিতৃহন্তা ঔরংজেবের হাত থেকে আমি তরবারি গ্রহণ করব?

শঙ্করী। কি করবে বল। অর্দ্ধেক হিন্দুস্থানের মালিক এই বাদশা। সবাই যখন তার প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে, তখন তুমি আর কি করতে পার? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে দাঙ্গা করো না মাণিক।

ছত্রশাল। ঔরংজেব যদি কুমীর, আমিও বাঘ। আমি বাস করছি আমারই মাটিতে, তারাই এসেছে সুদূর তুর্কীস্থান থেকে আমাদের মধুচক্র লুণ্ঠন করতে। তুমি ত সব জান মা।

শঙ্করী। জানি বাবা। তবু মন বোঝে না। তুমি যদি বাদশার কথা না শোন, তাহলে তোমাকেও হয়ত তোমার পিতার মত কারাগারে বেঁধে রাখবে। উঃ, ভাবতে পারি না বাবা। আমি পাগল হয়ে যাব।

তরুসিংহের প্রবেশ।

তরুসিংহ। পাগলই ত তুমি হয়েছ মাতাজি। নইলে মহারাজ চম্পৎ রায়ের রাণী তুমি, মরার ভয়ে তুমি হা হুতাশ কর?

শঙ্করী। মরার ভয়ে পাজি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন আমি করব মরার ভয়?

তরুসিংহ। তুমি ভেবো না মাতাজি। একান্তই যদি মরে যাও, তোমাকে আমরা চন্দন কাঠ দিয়ে পোড়াব।

শঙ্করী। এই শয়তানটাই সবচেয়ে বেশী শিষ পা তোলে, আর একটা আছে মনসুর। এই দুই হতভাগা দুদিক থেকে ছেলেটার মাথা বিগড়ে দিয়েছে।

তরুসিংহ। এবার তোমার মাথাটা আস্ত চিবিয়ে খাব। আবার যদি তুমি তোমার ছেলের কাণে ঘুমপাড়ানীর গান গাইতে আস, তাহলে তোমাকে আমরা জ্যান্ত চিতায় তুলে দেব।

শঙ্করী। তুই বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে।

তরুসিংহ। তুমি বাপের বাড়ী চলে যাও। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তারপর এসো।

শঙ্করী। ওঃ—যুদ্ধ করবে! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার! কি নিয়ে যুদ্ধ করবি পাজি?

ছত্রশাল। পিতার এই লেখন আছে, লক্ষ লক্ষ বুন্দেলা রাজপুতের সহানুভূতি আছে, কালভৈরবের দেওয়া এই অরিন্দম তরবারি আছে, আরও আছে মা তোমার আশীর্ব্বাদ। ভয় কি মা? আগুন আমাকে দগ্ধ করতে পারবে না, প্লাবন আমায় ভাসিয়ে নিতে পারবে না, ব্যাধি আমার কাছেও আসবে না। আমার মৃত্যু হবে আমারি তরবারির ঘায়ে।

শঙ্করী। কথা শোনে না, এরা কেউ কথা শোনে না। যাক্, আমি আর কি করব? আজ আছি ঘরে, কাল থাকব—

তরুসিংহ। কবরে।

শঙ্করী। মর মর, মুখে রক্ত উঠে মর, আমার হাড়ে বাতাস লাগুক, আমি স্নান করে শুদ্ধ হই।

[প্রস্থান।

ছত্রশাল। মনসুর ফিরেছে তরুসিং?

তরুসিংহ। না রাজা!

ছত্রশাল। আজও ফিরল না? কোন বিপদে পড়ে নি ত?

তরুসিংহ। পড়লে কি করব? মরে মরুক।

ছত্রশাল। না তরুসিং; ওকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আর কেউ না জানুক, তুমি ত জান, ওর কাছে আমি চিরঋণী, ওর পিতাকে আমিই হত্যা করেছিলাম।

তরুসিংহ। তাতে তোমার কোন অপরাধ নেই। সে তোমাকে বেইমান বলে গাল দিয়েছিল, তাই তুমি তার মাথা নামিয়ে দিয়েছিলে। এর জন্যে সারাজীবন একটা বিধর্ম্মীকে আশ্রয় দিতে হবে? কেন?

ছত্রশাল। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছিলাম তরুসিং। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতেই হবে। তাই দশবছরের বালককে বুকে করে নিয়ে এসেছিলাম। আজ সে আমাদেরই পরিবারের একজন। বিধর্ম্মী বলে তাকে ঘৃণা করো না। সে আমার ভাই, আমার মায়ের সন্তান, তোমাদেরই মত আমার সুখদুঃখের সমান অংশীদার। আমি বরং সঞ্জয়কে ত্যাগ করতে পারি, তবু মনসুরকে ত্যাগ করতে পারব না।

দুলারীর প্রবেশ।

দুলারী। আপনিই কি বুন্দেলা বীর ছত্রশাল? বাদশা আলমগীরের লোভনীয় মনসবদারীর প্রস্তাব আপনিই দুপায়ে মাড়িয়েছেন? আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন রাজা।

তরুসিংহ। কে তুমি?

দুলারী। আমি লাহোরের সুবেদার আফজল খাঁর বাগানের মালী।

ছত্রশাল। এখানে কি চাও?

দুলারী। কি চাই, তা মনে নেই। হে বীর, বুন্দেলা রাজপুত

জাতির নবজীবনের উদ্গাতা, মহাযজ্ঞের হোমানল জ্বালিয়েছ যদি, ভয়ে লোভে নৈরাশ্যে তাকে নিভিয়ে দিও না। জ্বলে উঠুক বুন্দেলার দুরন্ত ছেলেমেয়েরা দ্বাদশ সূর্য্যের তেজ নিয়ে, গর্জ্জে উঠুক লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে স্বাধীন ভৈরবনগরের আগমনী গান। রাজস্থানে রাজসিংহ, মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজী, অমৃতসরে গুরু গোবিন্দ সিং, আর বুন্দেলখণ্ডে দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত ছত্রশাল—এই চারজনের মিলিত শক্তিতে অত্যাচারী মোগল রাজবংশের সমাধি কি রচিত হবে না?

তরুসিংহ। তুমি লাহোরের সুবেদারের কর্ম্মচারী? মনসুরের খবর জান?

দুলারী। মনসুর বন্দী।

ছত্রশাল। বন্দী!

দুলারী। বাদশাহী সেনা ভৈরব নিবাস অবরোধ করেছে।

ছত্রশাল। অবরোধ করেছে!

তরুসিংহ। সর্ব্বনাশ! আমাদের সৈন্য যে চম্পাপুরের দুর্গে। এখন উপায়?

ছত্রশাল। কতজন আছ তোমরা ভৈরব নিবাসে?

তরুসিংহ। মাত্র পাঁচশো।

ছত্রশাল। তাদের ডেকে আন তরুসিং। ভৈরব নিবাসের একখানা ইটও আমরা মোগলদের খসিয়ে নিতে দেব না। আমরা মরব, কিন্তু মাথা নোয়াব না।

দুলারী। সাবাস বুন্দেলা রাজপুত।

তরুসিংহ। তুমি আফজল খাঁর আদেশে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছ বুঝি? কি নাম তোমার?

দুলারী। আমার নাম খন্দকার নসরৎ খাঁ।

ছত্রশাল। তোমার নাম শাহজাদী পাপিষ্ঠা। [টান মারিয়া দুলারীর মাথার আবরণ খুলিয়া ফেলিল]

তরুসিংহ। এ কি! কে তুমি শয়তানী?

ছত্রশাল। শয়তানী লাহোরের স্থবেদার আফজল খাঁর কন্যা।

তরুসিংহ। এত সাহস তোমার যে সিংহের গহ্বরে এসেছ স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দিতে? ভালই হয়েছে। এই ধর্ম্মত্যাগী শয়তান আলমগীরের চেয়েও বুন্দেলা রাজপুত জাতিকে বেশী দংশন করেছে। তুমি আফজল খাঁর কন্যাকে বন্দী করে রাখ রাজা। আমি এর পিতার কাছে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি সে ভৈরব-নিবাসের চতুঃসীমা থেকে সরে না যায়,—

দুলারী। তাহলে তাকে কন্যার ছিন্নমুণ্ড দেখতে হবে। তাই কর সেনানী।

তরুসিংহ। আদেশ দাও রাজা। আমি এই নারীকে—

ছত্রশাল। ওর পিতার কাছে পাঠিয়ে দাও।

তরুসিংহ। কি বলছ তুমি?

ছত্রশাল। বলছি, সিংহ জ্যান্ত শিকার ধরে, মৃত শিকার স্পর্শও করে না।

তরুসিংহ। তারা যে মনস্থরকে বন্দী করেছে?

ছত্রশাল। তুমি আফজল খাঁকে বন্দী কর, তার কন্যাকে নয়।

তরুসিংহ। কথা শোন রাজা। এই নারীকে—

ছত্রশাল। সেলাম কর, সেলাম কর। শিশু আর নারীর কোন জাত নেই। শাহজাদীকে নিয়ে যাও, দেরী করো না।

তরুসিংহ। কিন্তু—

ছত্রশাল। হাকিম নড়ে নড়ুক, কিন্তু সাবধান,—হুকুম যেন নড়ে না।

[প্রস্থান।

তরুসিংহ। শয়তানী, আমি তোমাকে—

দুলারী। মারো ভাই, মারো। মক্কা মদিনা গয়া কাশী সব তীর্থ একাধারে দেখলাম। আর মরতে দুঃখ নেই। তোমাদের সঙ্গে আমিও বলছি,—জয় মহারাজ ছত্রশালের জয়।

তরুসিংহ। চলে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আফজল খাঁ ও কামবক্সের প্রবেশ।

আফজল। এ কি কামবক্স্?

কামবক্স্। তাই ত মামু। এতদিন পরে আমরা বিজয়গর্ব্বে দুর্গে প্রবেশ করলুম, আর দুর্গের মধ্যে একটা লোকও নেই; ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলুম, একটা কানা কুকুর শুধু আমায় অনুসরণ করলে। আর একটা পাখী আলসের উপর বসে কি বললে জানেন?

আফজল। কি বললে?

কামবক্স্। বললে,—

পাজীর ব্যাটা আফজল খাঁ,

নিজের গোবর নিজে খা,
আলমগীরের শানকী চাটা,
গেল এবার দুকাণ কাটা।

আফজল। পাখীটাও কি এতবড় বজ্জাত?

কামবক্স্। হিন্দুপাখী কিনা। ব্যাটা মুসলমান দেখলেই চটে যায়। পাখীটাকে আমি একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলুম। উড়ে যাবার সময় ব্যাটা কি সর্ব্বনাশ করে গেল জানেন? মহাবীর গজারু মুখ তুলে হাঁ করে ছড়া শুনছিল; যাবার সময় পাখীটা তার মুখে মলত্যাগ করে উড়ে গেল।

আফজল। তোবা তোবা।

কামবক্স্। বেচারা গজারু সে অপূর্ব্ব চিজ না পারে ফেলতে, না পারে গিলতে।

আফজল। এদের পশু পাখীগুলোও কি আমাদের সঙ্গে দুশমনি করবে?

কামবক্স্। তাই ত দেখছি। মোগল দেখলেই ওদের গায়ে জল বিছুটি লাগে। কাণা কুকুরটাকে মেহেরবাণি করে একখানা রুটি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, কুকুরটা তার উপর পেছনের পা তুলে বিশ্রী কাণ্ড করে দিলে। পাথরের ঠাকুর, সে পর্য্যন্ত মোগলদের দুইচক্ষে দেখতে পারে না। একে একে দশজন সৈনিক তাকে তুলে এনে নর্দ্দমায় ফেলে দেবে বলে এগিয়ে গেল। উঠল ত নাই-ই, তার উপর তার মাথার সাপটা ফণা তুলে গর্জ্জাতে লাগল।

আফজল। এ তুমি বলছ কি?

কামবক্স্। বিশ্বাস না হয় ফেকু মিঞাকে জিজ্ঞেস করুন, না হয় দবীর খাঁর কাছে জেনে নিন। দুটো সৈনিক কালভৈরবের

বুকে বন্দুক ছুঁড়েছিল। বন্দুকের গুলি ফিরে এসে তাদেরই খতম করে দিয়েছে।

আফজল। কালভৈরব অক্ষত রয়ে গেল, আর দুশমনেরাও পালিয়ে গেল? এ কথা শুনলে বাদশা আমাদের হাতে মাথা নেবেন যে?

কামবক্স্। আপনি তাঁর দুলু ভাই, আপনার হয়ত সাতখুন মাপ হবে, কিন্তু আমি আজও গেছি, কালও গেছি।

আফজল। লোকগুলো কি হাওয়ায় উড়ে গেল?

কামবক্স্। হাওয়া নয় মামু, বোধহয় ভৈরবে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

আফজল। তা নয় কামবক্স্। নিশ্চয়ই তারা বনপথে পলায়ন করেছে। কিন্তু দুর্গ থেকে বাইরে গেল কি করে? সিংহ দরোজায় আমি ছিলাম, দক্ষিণ দরোজায় ছিল দবীর খাঁ, আর পেছনের দোর আগলে ত তুমি পাহারা দিচ্ছিলে।

কামবক্স্। সে কি পাহারা জানেন? সারা রাত একটা সৈনিককেও ঘুমুতে দিই নি। একটার পর একটা আরব্য রজনীর গল্প বলেছি, আর তারা তন্ময় হয়ে শুনেছে। শেষ রাত্রিতে দবীর খাঁ ছুটে এসে বললেন,—দুর্গের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই, বোধহয় সবাই বিষ খেয়ে মরেছে। তার পরেই দবীর খাঁ পাঁচিল টপকে গিয়ে দোর খুলে দিলে, আর আমরা ভেরী বাজিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে দেখি এই হাল!

দবীর খাঁর প্রবেশ।

দবীর। সুবেদার সাহেব,—

আফজল। কি দবীর খাঁ? কোন সন্ধান পেলে?

দবীর। বনপথে অসংখ্য পদচিহ্ন দেখে মনে হল, ছত্রশাল সদল-

বলে চম্পাপুর দুর্গে চলে গেছে। তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত সেখানেই আছে জনাব। এবার সে সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের মওড়া নেবে।

কামবক্স্। কিন্তু তারা গেল কোন্ পথে?

দবীর। আপনার পঞ্চাশ গজ দূর দিয়েই তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেছে।

আফজল। তুমি বল কি দবীর খাঁ? অতগুলো লোক চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল, আর একজন সৈনিকও দেখতে পেলে না?

দবীর। সৈনিকেরা কাল ঈদের নমাজ পড়ে পিপে পিপে সরাব খেয়েছিল, তার উপর শাহজাদার আরব্য রজনীর গল্প তাদের আরও মশগুল করে রেখেছিল। পিঠের উপর দিয়ে হাতী চলে গেলেও তারা টের পেত না। গিয়ে দেখুন, এখনও তারা বেসামাল হয়ে পড়ে আছে, আর একটা কাণা কুকুর তাদের মুখ চাটছে। একটা সৈনিক কুকুরটাকে পিয়ারী বলে জড়িয়ে ধরেছিল, সে তার পেট কামড়ে মাংস নিয়ে গেছে।

কামবক্স্। তাইত!

দবীর। যে দরোজায় আপনি পাহারায় ছিলেন, সেই দরোজা এখনও খোলা।

আফজল। সে কি কামবক্স্?

কামবক্স্। বুঝেছি মামু, আর বলতে হবে না। শয়তান ছত্রশাল দরোজার বাইরে শূয়ারের গোস্ত্ ছড়িয়ে রেখেছিল। সৈন্যেরা দেখেই তোবা তোবা করে সরে এল। রাত্রে একটা মুদ্দফরাসও পাওয়া গেল না। আর সৈন্যরাও কেউ দরোজার কাছে যেতে রাজি হল না। অগত্যা আমাদের পঞ্চাশ গজ দূরে সরে আসতে হল।

শয়তান ছত্রশাল এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছে। কি আর বলব? রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

আফজল। তোমার ত সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু সম্রাটের কাছে আমরা মুখ দেখাব কি করে? দশদিন অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ করেও একটা দুশমনকে আমরা খতম করতে পারি নি। উপরন্তু আমাদের এক হাজার সৈন্য তাদের গুলিতে প্রাণ দিলে!

কামবক্স্। ওফ্।

দবীর। আপনি শাহজাদা, সম্রাট হয়ত আপনাকে তিরস্কার করেই ছেড়ে দেবেন। কিন্তু আমাদের কাঁধের উপর মাথা থাকে কি না সন্দেহ।

কামবক্স্। আরে চেপে যান মিঞা। সব ভাল, যার শেষ ভাল। চলুন, আজই আমরা চম্পাপুর কেল্লা অবরোধ করব।

গীতকণ্ঠে রসুলের প্রবেশ।

রসুল।—

গীত।

আহাম্মুকের দল!
প্রাণ নিতে ত সবাই পারে, প্রাণ দিতে কে পারিস্ বল্।
বিধাতার এই যত্নে গড়া,
স্বপ্নপুরী বসুন্ধরা,
কোন্ প্রাণে তার ফুল বাগিচায়, জ্বালিয়ে দিলি দাবানল?
উঠছে যারা স্বর্গপানে,
বিঁধিস্ কেন তাদের বাণে,
জগৎটা কি তোদের শুধু, ওদের ঘর কি রসাতল?।

দবীর। এও ত দেখছি এক রাজদ্রোহী।

রসুল। মাথাটা কেটে নেবে? তা নিতে হয় নাও; কিন্তু খবরদার কালভৈরবের গায়ে হাত দিও না, মুখে রক্ত উঠে মরবে।

[প্রস্থান।

কামবক্স্। কি রকম পাজি লোক দেখেছেন? আপনাদের গ্রাহ্যই করলে না। এই লোকটার কাছে না কি ছত্রশাল কোরাণশরীফ পড়েছে।

আফজল। কোরাণ পড়েছে ছত্রশাল?

কামবক্স্। শুধু কোরাণ? মুসলমানের যে সব শাস্ত্র আমরা চোখেও দেখি নি, ছত্রশাল না কি সে সবই পড়ে ফেলেছে। এত স্পর্দ্ধা তার যে আমাদের শাস্ত্র আমাদের চেয়ে বেশী জানবে? এ বেয়াদপি আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না। চলুন, আমরা আজই চম্পাপুর দুর্গ আক্রমণ করব।

উদিপুরীর প্রবেশ।

উদিপুরী। থাক থাক, খুব বীরত্ব দেখিয়েছ, আর বীরত্বে কাজ নেই। চম্পাপুর আক্রমণ করবে। সেখানে বুন্দেল রাজপুত জাতির সমস্ত শক্তি জমায়েৎ হয়েছে, খবর রাখ কিছু? মাত্র পাঁচশো রাজপুত এতবড় বাদশাহী সেনার গালে চড় বসিয়ে দিয়ে সদর্পে চলে গেল, এতেও তোমাদের লড়াইয়ের সাধ মিটল না?

আফজল। না ভগ্নি! শিখজাতিকে নির্ম্মূল না করা পর্য্যন্ত সাধ মিটবে না।

উদিপুরী। এখনও কি তাদের পরিচয় পাও নি?

কামবক্স্। পেয়েছি বই কি মা.? তারা সম্মুখ যুদ্ধে ভয় পায়। তারা চোর, তারা কাপুরুষ।

উদিপুরী। আর তোমরা বড় বীরপুরুষ। এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য যাঁর, কোটি কোটি যাঁর প্রজা, অসংখ্য যাঁর সৈন্য, ক্ষুদ্র এই বুন্দেলা রাজপুত জাতিকে তাঁর এত ভয়? আর তোমরা তারই আপন জন, তাঁকে এই অধর্ম্মের পথ থেকে হাত ধরে টেনে রাখতে পারলে না, আরও তাঁকে পেছন থেকে ঠেলে দিতে এসেছ? সম্রাট আলমগীর যদি জাহান্নামে যান, তোমাদের জাহান্নামেও ঠাঁই হবে না, তোমরা থাকবে মহাশূন্যে।

দবীর। আপনি কেন আমাদের কাছে সম্রাটের নিন্দে কচ্ছেন?

উদিপুরী। তুমি চুপ কর নফর। ছত্রশাল তোমার কুকীর্ত্তির খবর রাখে না, তাই তুমি তার দুর্গ থেকে মাথা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলে। খবরটা আমিই তাকে জানিয়ে দেব।

দবীর। দয়া করে একথাও জানিয়ে দেবেন, চম্পৎ রায়ের বংশের সবাইকে কলমা পড়াবার ভার সম্রাট আমাকেই দিয়েছেন।

কামবক্স্। এবার আপনি কিছু বলুন মামু।

আফজল। বলবার কিছু নেই। ছাউনি তোল দবীর খাঁ।

দবীর। সেলাম, সেলাম।

[প্রস্থান।

উদিপুরী। ভাইজান, ফিরবে না তুমি?

আফজল। ফিরব বই কি? বুন্দেলা রাজপুতদের আগে ধ্বংস করি, তারপর।

[প্রস্থান।

[কামবক্সও অলক্ষ্যে প্রস্থান করিতেছিল]

উদিপুরী। দাঁড়াও কামবক্স্। আমার মুখোমুখী দাঁড়াতে তোমার সাহস হচ্ছে না বুঝি?

কামবক্স্। না না, তা নয়। তবে—

উদিপুরী। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করো না। কি ভেবেছ তুমি? তুমি তাহলে তোমার পিতার হুকুমেই চলবে?

কামবক্স্। হিন্দুশাস্ত্রে কি বলেছে জান না? পিতা স্বর্গ!

উদিপুরী। হিন্দুশাস্ত্র আমাকে শিখিও না কামবক্স্। সে শাস্ত্রে আরও বলেছে, মা স্বর্গের চেয়েও বড়।

কামবক্স্। স্বর্গের চেয়ে যে বড, তার পরিচয়ে আমার পরিচয় ত হল না মা। তুমি রাজপুতের মেয়ে, আমি তবে মুসলমান কেন?

উদিপুরী। তুমি হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ।

কামবক্স্। মানুষ হলে ত দিল্লীর মসনদ মেলে না।

উদিপুরী। দিল্লীর মসনদের কি এতই দাম যে তার জন্য মানুষের বুকের রক্তে স্নান করতে হবে? তোমার হাত ধরে আমি মক্কায় চলে যাব, ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করব, তবু এ অন্যায় যুদ্ধে তুমি আর অংশ নিও না বাবা। তোমাকে নিয়ে যে আমার বড় গর্ব্ব, এ গর্ব্বের প্রাসাদ ধূলিসাৎ করো না।

কামবক্স্। বাধা দিও না মা। দিল্লীর সিংহাসন আমার পেতেই হবে। সিংহাসনে বসে নিপীড়িত ভারতবাসীদের আমি আবার আকবরের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। যারা ধর্ম্ম হারিয়ে অভিশাপ দিয়েছে, নারীর লাঞ্ছনা দেখে উর্দ্ধ মুখে ভগবানকে ডেকেছে, তাদের আমি বুঝিয়ে দেব মা যে প্রজার জন্যই রাজা, রাজার জন্য প্রজা নয়।

উদিপুরী। তেঁতুল গাছে তেঁতুলই ফলে লিচু ফলে না।

[প্রস্থান।

কামবক্স্। ওই আসছে মহাপুরুষ।

গজারুর প্রবেশ।

কামবক্স্। আসুন সজারু মহারাজ।

গজারু। ফের আপনি সজারু বলবেন? আপনি অত্যন্ত—

কামবক্স্। পাজী, না? আমার চেয়ে পাজী কিন্তু ওই পাখীটা। হতভাগা আর লোক পেলে না? বেছে বেছে আপনার মুখে মলত্যাগ করলে?

গজারু। মুখে ঠিক নয়। [থুথু ফেলিল]

কামবক্স্। চেপে যান। আপনার বিবি যদি শোনে যে ওরকম চিজ আপনি গিলে ফেলেছেন, তাহলে আর আপনার মুখে সে মুখ দেবে না।

গজারু। গিলে ফেলেছি কে বললে?

কামবক্স্। দবীর খাঁ মামুকে বলছিল।

গজারু। দবীর খাঁ একটা পাজীর পাঝাড়া।

কামবক্স্। অথচ আপনার বিবিকে আপনি তার কাছেই গচ্ছিত রেখেছেন। ক'দ্দিন দেখাশোনা নেই?

গজারু। তা মাসখানেক হবে। এইবার সে আসছে।

কামবক্স্। আসুক; তবে আপনার কাছে নাও আসতে পারে।

গজারু। কি রকম?

কামবক্স্। হয়ত সে দবীর খাঁর শিবিরে গিয়ে উঠবে।

গজারু। ইয়ার্কি না কি? আমার বউ দবীরের শিবিরে উঠবে? কিলিয়ে মাথা ভাঙ্গব। থুঃ।

কামবক্স্। তফাৎ থেকে। আমার কথা যদি শোনেন, যুদ্ধ এখন শিকেয় তুলে রেখে বউ সামলান গে যান।

গজারু। আপনি বলেন কি?

কামবক্স্। সাধে কি বলছি? আমরা সেদিন এখানে এলাম, সেদিন আমি দবীর খাঁকে আপনার পরিবারের দিকে চেয়ে শিষ দিতে দেখেছি।

গজারু। কি? আমার পরিবারকে শিষ?

কামবক্স্। তার উপর লোকটা যার তার কাছে বলে বেড়াচ্ছে, 'আপনি না কি পাখীর মল গিলে খেয়েছেন।

গজারু। কোথায় গেছে সে শয়তানের বাচ্ছা?

কামবক্স্। চম্পাপুরের দিকে গেছে। শুনুন মহারাজ সজারু—

গজারু। আপনি আবার কাঁটা ঘায়ে নুন দিচ্ছেন? আমি তাহলে এইখানেই মৃতসঞ্জীবনী লাভ করব।

কামবক্স্। অমন কাজ করবেন না। আপনার বিবি যদি বিধবা হয়, তাহলে দবীর খাঁ তাকে নিকে করে ফেলবে।

গজারু। আমি দবীর খাঁকে আস্ত চিবিয়ে খাব। থুঃ—

কামবক্স্। একটা তুলসী পাতা মাথায় দিয়ে নেবেন।

গজারু। আমার কপিলেশ্বরীকে নিয়ে আমি গাছতলায় থাকব, তবু দবীরের ঘরে আর রাখব না। আমি আজই যাচ্ছি তাকে ফিরিয়ে আনতে।

[প্রস্থান।

কামবক্স্। যাক, দবীর খাঁর মাথা ইনিই খাবেন। এখন মামুর মাথার ব্যবস্থা করতে পারলেই হয়। জয় বাবা কালভৈরব। মুখ রেখো।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লী রাজপ্রাসাদ।

দবীর খাঁর প্রবেশ।

দবীর। এক প্রহর দাঁড়িয়ে আছি; জাঁহাপনার নমাজই শেষ হচ্ছে না। এই, কে আছ?

গজারুর প্রবেশ।

গজারু। আমি আছি। ব্যাপার কি মিঞা? পালিয়ে পালিয়ে ফিরছ যে? গজারুকে তুমি চেন না? তুমি পাতালে লুকোলে আমি পাতাল থেকেই তোমায় টেনে তুলব।

দবীর। কাছে এস না, তোমার জাত গেছে।

গজারু। কখন জাত গেল?

দবীর। যখন রাজপুত পাখী তোমার মুখে মলত্যাগ করেছে।

গজারু। একশোবার করবে। আমি ফের যাব। থুঃ—

দবীর। যাও না। কিন্তু জিনিষটা তুমি গিলে খেলে কি বলে?

গজারু। গিলে খেয়েছি?

দবীর। শাহজাদা ত তাই বললেন।

গজারু। শাহজাদা বলেন নি, বলেছ তুমি। তুমি আমার নামে অনন্ত ভবিষ্যৎকাল কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াচ্ছ।

দবীর। তুমি চম্পাপুর থেকে এখানে মরতে এলে কেন?

গজারু। তুমি এসেছ বলেই আমাকে আসতে হল।

দবীর। আমি এসেছি জাঁহাপনাকে খবর দিতে।

গজারু। আমি এসেছি তোমাকে কবর দিতে।

দবীর। যাও যাও, আমার এখন প্রলাপ শোনবার সময় নেই।

গজারু। আমার বউ কই?

দবীর। বউ!

গজারু। চোখ কপালে তুললে যে? তোমার বাড়ীতেই ত রেখে এসেছিলুম। তুমিও বললে, সম্রাটও বললেন, ওখানে কোন অসুবিধে হবে না। তাই ত আমি রাজি হয়ে গেলুম।

দবীর। ভালই ত করেছ।

গজারু। তবে তোমার বেগম এখন বউ বার কচ্ছে না কেন? আমি গিয়ে কত ডাকাডাকি করলুম, বাঁদীরা উপর থেকে আমার মাথায় পানের পিক্ ফেলে দিলে।

দবীর। আমি সে জন্য বিশেষ দুঃখিত।

গজারু। রাখ তোমার দুঃখিত। আমার বউকে দেখে তুমি শিস্ দেনে কো কোন্ হ্যায়?

দবীর। বাজে কথা বলো না। ভাগো।

গজারু। আগে বউ বার কর, তবে ত ভাগব। কোথায় আমার কপিলেশ্বরী?

দবীর। তোমার কপিলেশ্বরী তোমার সঙ্গে আর যাবে না।

গজারু। কোথায় সে?

দবীর। ঠিক জায়গায়ই আছে। তবে—

গজারু। তবে আবার কি?

দবীর। তুমি হিন্দু কি না। তাই তোমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

গজারু। কি গুষ্ঠীর মাথা বলছ?

দবীব। বলছি এই যে তোমার স্ত্রী এখন মুসলমানী।

গজারু। অ্যাঁ! মোছলমানী! আমার কপিলেশ্বরী! তাহলে সে আর আমার নয়?

দবীর। তুমি মুসলমান হও, তাহলে সে আবার তোমার হবে।

গজারু। তোমাকে আমি কিলিয়ে আমসত্ত্ব বানাব। [অগ্রসর হইল, দবীর খাঁর ধাক্কা খাইয়া সশব্দে পতিত হইল] ভগবান্, তুমি কি আছ না মরে গেছ?

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। কে ভগবান্ ভগবান্ কচ্ছে?

গজারু। আমি গজারু জাঁহাপনা। আপনার কথায় আমি বউকে দবীর খাঁর বাড়ীতে রেখে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। দবীর খাঁ তাকে কমলা খাইয়ে মোছলমান করেছে।

ঔরংজেব। ভালই ত করেছে হিন্দু। এতদিন অন্ধকারে ছিল, আজ আলোকে এসেছে।

গজারু। আলোকটা বার করে দিচ্ছি। আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ঔরংজেব। ধর্ম্ম ত্যাগ না করলে মুসলমানীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।

গজারু। জনাব, আপনি দেশের মালিক। আপনাকে আর কি বলব? হিন্দুদের কমলা খাইয়ে আপনি দেশভরা "মোছলমান" তৈরী করতে পারবেন না, পারবেন কতকগুলো রামছাগল তৈরী করতে।

[প্রস্থান।

দবীর। শয়তানকে আমি বন্দী করব।

ঔরংজেব। যেতে দাও। যার বিবিকে কলমা পড়িয়েছ, তার কটুকথা শুনতেই হবে। কি খবর এনেছ বল?

দবীর। জাঁহাপনা, আমরা বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ছত্রশালের দুর্গ আক্রমণ করেছিলাম। এমন দুর্ভেদ্য সে দুর্গ যে দশদিনের মধ্যে আমরা তার একখানা ইঁটও খসাতে পারি নি।

ঔরংজেব। তোমরা যে এত বীরপুরুষ, তা আমার জানা ছিল না। মীর জুম্‌লাকে পাঠালে সে এতদিনে গোবিন্দ সিংহকে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসত পারত।

দবীর। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নি জাঁহাপনা। দুর্গের মধ্যে দু-শো জন শিখ ছিল। প্রাচীরের রন্ধ্রপথ দিয়ে গুলি বর্ষণ করে তারা আমাদের এক হাজার সৈন্য খতম করেছে।

ঔরংজেব। তোমরা তিন সেনানী অক্ষত আছ ত?—তুমি আফজল খাঁ আর শাহজাদা কামবক্স্‌?

দবীর। জাঁহাপনা আমাদের উপর অবিচার কচ্ছেন।

ঔরংজেব। তাহলে ছত্রশাল দুর্গদ্বার খুলে সদল-বলে চম্পাপুর দুর্গে চলে গেছে, আর মদ্যপানে বিভোর তিন হাজার সৈন্য চোখে ঠুলি দিয়ে আরব্য রজনীর গল্প শুনেছে।

দবীর। জাঁহাপনা সর্ব্বজ্ঞ। যদি অভয় দেন ত বলি,—এ অঘটনের জন্য আমরা ততটা দায়ী নই—

ঔরংজেব। যতটা দায়ী শাহজাদা কামবক্স্‌। নবদীক্ষিতা গজাক্ষর সুন্দরী বিবির ধ্যানে তুমি যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন না থাকতে, আফজল খাঁ যদি সুরা আর বাঈজী নিয়ে মশগুল না থাকত, তাহলে ছত্রশাল বাদশাহী ফৌজের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যেতে পারত না।

দবীর। আপনি ভাববেন না সম্রাট। আমরা চম্পাপুর দুর্গ অবরোধ করে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

ঔরংজেব। চম্পাপুর দুর্গে কত রাজপুত সৈন্য আছে?

দবীর। অনুমান পাঁচ হাজার। এদের একজনকেও আমরা বধ অথবা বন্দী না করে অবরোধ সরিয়ে নেব না।

ঔরংজেব। [মানচিত্র বাহির করিলেন] এই গোবিন্দ সিংহের চম্পাপুর দুর্গ। দুর্গের পশ্চিম উত্তর কোণে একটা কালো দাগ দেখতে পাচ্ছ? এইখানে আছে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাবার পাথরচাপা পথ।

দবীর। আপনি একথা কি করে জানলেন বুঝতে পাচ্ছি না।

ঔরংজেব। না বুঝলেও চলবে। দুর থেকে এই গুপ্ত পথের উপর কড়া দৃষ্টি রাখবে। ছত্রশালকে ত্যাগ করে যারা চলে যেতে চায়, তাদের আপাততঃ বাধা দেবে না। সাবধান, ছত্রশাল বা তার পরিবারের কেউ বাইরে এলে তাকে শৃঙ্খলিত করা চাই। বুঝেছ দবীর খাঁ?

দবীর। বুঝেছি জাঁহাপনা। আরও বুঝেছি, কোন্ গুণে সম্রাট আজ দিগ্বিজয়ী।

ঔরংজেব। বাগাড়ম্বর থাক্। ঔরংজেব তোষামোদ শুনতে চায় না, কাজ দেখতে চায়।

দবীর। জাঁহাপনার জয় হোক।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। মহারাষ্ট্রে শিবাজী, রাজস্থানে রাজসিংহ, তার উপর বুন্দেলখণ্ডে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে ছত্রশাল! না-না, তা হবে না।

পশ্চাতে কামবক্সের প্রবেশ।

ঔরংজেব। এত দেরী হল কেন?

কামবক্স্। চম্পাপুর দুর্গ অবরোধের আয়োজন করতে দেরী হয়ে গেল পিতা।

ঔরংজেব। কেন? আফজল খাঁ কি কবরে গেছে?

কামবক্স্। না, কবরে যান নি। তবে তাঁকে আমার ঠিক—

ঔরংজেব। বিশ্বাস হয় না। কেন? তাঁর তরবারিতে কি আর ধার নেই?

কামবক্স্। তা আছে বই কি? তবে তিনি অতিমাত্রায় পানাসক্ত। এত বড় একটা কাজের ভার তাঁর উপর না রাখাই ভাল পিতা।

ঔরংজেব। [ফিরিয়া] তবে কার উপর রাখব? তোমার উপর?

কামবক্স্। আমার উপর না হক, আপনি মীর জুম্‌লা বা দিলীর খাঁকে ভার দিতে পারেন।

ঔরংজেব। একটা মূষিককে বধ করতে মীর জুম্‌লা বা দিলীর খাঁর প্রয়োজন নেই, আফজল খাঁ আর দবীর খাঁই যথেষ্ট আর তোমার মত বীরপুরুষ ত তাদের সঙ্গেই আছে।

কামবক্স্। এই দবীর খাঁকে কেন আপনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

ঔরংজেব। তুমি না বুঝলেও ক্ষতি হবে না।

কামবক্স্। এই লোকটা অত্যন্ত হীনচেতা। গঙ্গারুর স্ত্রীকে সে কলমা পড়িয়েছে।

ঔরংজেব। সে জন্য তোমার ত দুঃখিত হবার কথা নয়।

কামবক্স্। পিতা!

ঔরংজেব। এত বড় গুরুভার যার মাথায়, তার দশটা চোখ মেলে চেয়ে থাকার কথা, আরব্য রজনীর গল্পে মশগুল হয়ে থাকার কথা নয়।

কামবক্স্। আমি বুঝতে পারি নি পিতা।

ঔরংজেব। দুর্গের অন্দর দ্বারে যে গোস্ত্ ছড়ানো ছিল, সে কি শূকরের? তুমি ঠিক জান?

কামবক্স্। সৈন্যরা তাই জানিয়েছিল।

ঔরংজেব। আর অমনি তুমি তাদের পঞ্চাশ গজ দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলে। তুমি তাদের দলপতি, তোমার চোখের উপর তারা সুরাপানে বিভোর হয়ে রইল, আর তুমি তাদের আষাঢ়ে গল্পের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে। কামবক্স্,—

কামবক্স্। পিতা,—

ঔরংজেব। দিল্লীর শাহীতক্ত্ কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। যদি আমার মসনদ চাও, তোমাকে তা যোগ্যতা দেখিয়ে অর্জ্জন করে নিতে হবে। যাও, যে অযোগ্যতা তুমি দেখিয়েছ,—চম্পাপুরে যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়। কথাটা ভুলে যেও না। মনে রেখো, আলমগীর শুধু পিতা নয়, সে শাহান শা।

[প্রস্থান।

কামবক্স্। বাবা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। একখানা বাদশা বটে! আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে এই ব্যক্তি সম্রাট শাহজানের পুত্র।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

চম্পাপুর দুর্গ।

শঙ্করী ও সঞ্জয়ের প্রবেশ।

শঙ্করী। সাতমাস ধরে মোগল সৈন্যেরা দুর্গ অবরোধ করে বসে আছে। বাইরে থেকে এককণা খাদ্য আসছে না। গম বজরা ভুট্টা যা কিছু ছিল, সবই ফুরিয়ে গেছে।

সঞ্জয়। তা ত যাবেই।

শঙ্করী। তবে চুপ করে আছিস্ কেন? পালা হতভাগা, পালা।

সঞ্জয়। কোথায় পালাব?

শঙ্করী। মামার বাড়ী চলে যা।

সঞ্জয়। সেখানে বুঝি যম ঢুকতে পায় না? তবে মামার ছেলেটা মরল কি করে দাদি?

শঙ্করী। হতভাগা খালি তর্ক করবে। ক্ষিধেয় মুখ শুকিয়ে গেছে, পা দুটো টলছে,—

সঞ্জয়। কই না ত।

শঙ্করী। তুই না বললেই আমি শুনব? আমার চোখ নেই?

সঞ্জয়। আছে ত আছে। তুমি যদি উপোস করে দিন কাটাতে পার, আমি কেন পারব না দাদি?

শঙ্করী। তুই জানিস্ না, কত দেবতার পায়ে রক্তের অঞ্জলি দিয়ে তোকে আমরা পেয়েছিলাম। তুই যেদিন জন্মেছিলি, তোর দাদু রাজভাণ্ডার উজোড় করে দান করেছিল। রাজধানীতে সাতদিন

কারও বাড়ীতে উনুন জলে নি। সেই তুই আজ আমার চোখের উপর না খেয়ে শুকিয়ে মরবি, এও কি সয়?

সঞ্জয়। তোমার শুকনো মুখ আমি যদি সইতে পারি, তুমি কেন আমার উপবাসী মুখ সইতে পারবে না?

শঙ্করী। ওরে, আমার যে দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন যত শীগ্‌গির যেতে পারি, ততই সুখ। এই চোখে কত ভোজবাজি দেখলুম। হাতীশালে হাতী ডাকত, ঘোড়াশালে ঘোড়ার চিঁহি রবে কাণে তালা লাগত। কত লোকলস্কর, কত পাইক পেয়াদা, কত গীতবাদ্য—সুখ রাখবার জায়গা ছিল না রে। সব নিঃশ্বাসে উড়ে গেল। এর পরেও আমায় বাঁচতে বলিস্? না দাদু, না। যম আসুক, আমি তাকে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে বরণ করে নেব। যাবার আগে শুধু আমি জেনে যাই যে তোর জন্যে আর ভয় নেই। যা ভাই, তুই যা।

সঞ্জয়। না দাদি, পালিয়ে আমি যাব না।

শঙ্করী। শুধু শুধু মরে কি লাভ নির্ব্বোধ?

সঞ্জয়। শুধু শুধু বেঁচেই বা কি লাভ? ~~যাঁর ছেলে আমি, তার গৌরব নিশান যদি বইতে না পারি, তাহলে চোরের মত পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে কি ফল বল~~। ৩৮ – সাহিত্য ৩৮।

শঙ্করী। না যাস, তোর বাবাকে বল বাদশার বশ্যতা স্বীকার করতে।

সঞ্জয়। বলতে হয়, তুমি বল, আমি বরং বলব, প্রাণের চেয়ে মান অনেক বড়।

শঙ্করী। ওঃ—কত বড় বীরপুরুষ। মরতে চাও মর, আমি আর কি করব? ছেলের কথা ত শুনলুম, দেখি বাপ কি বলে।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। পিতৃহন্তার গোলামী করার চেয়ে মরা অনেক ভাল।

ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। ঠিক বলেছ বাবা, পিতৃহন্তার গোলামী করার চেয়ে মরা অনেক ভাল। কে বলে আমি নিঃস্ব, কে বলে আমি ভ্রান্ত? হাজার হাজার অনুচরের মধ্যে মাত্র আটশত অনুচর আজ আমার নিত্যসঙ্গী। যারা অনাহারের ভয়ে দুর্গ ছেড়ে চলে গেল, তারা সবাই একবাক্যে আমায় বলে গেছে, বাদশার মনসবদারি করবে।

সঞ্জয়। না বাবা, তা হতে পারে না।

ছত্রশাল। জোর করে বল, বারবার করে বল্। চোখে যদি অশ্রু নামে, তুই আমার কাণে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করিস্ তোর পিতামহের সেই শেষ কথা,—'শির দিয়া, শের নাহি দিয়া।'

সঞ্জয়। আমরাও শির দেব, শের দেব না।

ছত্রশাল। সঞ্জয়,—

সঞ্জয়। কেন বাবা?

ছত্রশাল। বড়ই কি কষ্ট হচ্ছে?

সঞ্জয়। না বাবা।

ছত্রশাল। আমি সংসার ছাড়া সঞ্জয় সিং। সংসারে মানুষ যা কামনা করে, সুখ ঐশ্বর্য্য আরাম,—আমি তার কিছুতেই তোমাদের দিতে পারব না। সৌভাগ্য যদি তোমাদের মুখে দুধের বাটি তুলে দেয়, আমি তা কেড়ে নিয়ে নর্দ্দমায় ফেলে দেব। দুঃখের আগুনে পুড়ে তোমরা খাঁটি সোনা হবে, এই আমাদের জাগ্রতের স্বপ্ন।

সঞ্জয়। জানি বাবা।

ছত্রশাল। যদি প্রয়োজন হয় মরতে পারবে?

সঞ্জয়।—

গীত।

অসুর দলনে বজ্র গড়িতে পঞ্জর যদি লাগে,
আপন হস্তে বক্ষ বিদারি আমি দিব আগে আগে।

ছত্রশাল। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর বাবা।

সঞ্জয়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

নয়নে পলক পড়িবে না মোর,
নামিবে না কভু অশ্রুর লোর,
হাসিমুখে দিব প্রাণ বলিদান,
যদি মা'র কাজে লাগে।

ছত্রশাল। সাবাস্ পুত্র।

সঞ্জয়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সিংহ যে মোরা, নহি ফেরুপাল,
শোণিতে মোদের নাচে মহাকাল,
জাতির ভাগ্যে গগন রাঙা'ব
আমি যে রক্ত রাগে।

[প্রস্থান।

ছত্রশাল। ভুলি নাই পিতা, তোমার শেষ কথা আমি ভুলি নাই। আমি সবংশে মরব, তবু জাতির উচ্চশির অবনত করব না।

খঞ্জনের প্রবেশ।

খঞ্জন। দাদা,—

ছত্রশাল। কি ভাই? কি হয়েছে?

খঞ্জন। খড়্গসিং চলে গেল দাদা।

ছত্রশাল। খড়্গসিংও চলে গেল?

খঞ্জন। মহীপাল সেন যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আছে।

ছত্রশাল। মহীপালও যাবে খঞ্জন?

খঞ্জন। সুন্দর লালের ছেলে অনাহারে মরেছে। সে বুঝি পাগল হয়ে গেল দাদা।

ছত্রশাল। রসদ কি সবই ফুরিয়ে গেছে?

খঞ্জন। এক কণাও আর নেই।

ছত্রশাল। দীঘির জলও কি শুকিয়ে গেছে খঞ্জন?

খঞ্জন। শুকিয়ে যায় নি; কিন্তু দীঘির জলে একটা মরা শকুন ভাসছে দাদা।

ছত্রশাল। ওঃ—জলটুকুও কেড়ে নিলে ভৈরব? পরীক্ষার কি শেষ নেই? হাজার হাজার অনুচর আমায় ত্যাগ করে চলে গেল, খড়্গসিং মহীপাল সুন্দরলাল কেউ আমার পাশে রইল না। বাইরে বাদশাহী কামান গর্জ্জন কচ্ছে, ভিতরে মৃত্যু সহস্র বাহু বিস্তার করে এগিয়ে আসছে। পারব না খন, পিতার এই লেখনের মর্য্যাদা রাখতে পারব না? পাঁচ বছর যে রক্তের লেখা আমার রোমে রোমে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সে আজ কথা কইবে না?

খঞ্জন। দাদা, সঞ্জয় আজ সারাদিন উপবাসী।

ছত্রশাল। তুমি! তুমিও বোধহয় তাই?

খঞ্জন। আমি দুদিন কিছু খাই নি দাদা।

ছত্রশাল। তরুসিং আর ভাই মহানদেরও নিশ্চয়ই এই অবস্থা।

খঞ্জন। মা আজ তিনদিন এক কণা খাদ্যও মুখে দেয় নি।

ছত্রশাল। মা? তিনদিন অনাহারী? তাই দেখলাম, পা

কাঁপছে, মুখে কথা বেরুচ্ছে না। আজ থেকে তৃষ্ণার জলও জুটবে না। আমাদের রাজরাজেশ্বরী মা, এই বৃদ্ধ বয়সে তার মুখে আহার্য্য দিতে পারলুম না? কি করব ভাই, কি করব বল।

খঞ্জন। আর উপায় নেই দাদা। মানুষের যা সাধ্য, তা তুমি করেছ; এবার বশ্যতা স্বীকার কর।

ছত্রশাল। তুমিও বলছ পিতার শেষ আদেশ অমান্য করতে?

খঞ্জন। পিতার আদেশ অমান্য না করলে মায়ের মৃত্যু দেখতে হবে।

ছত্রশাল। মা? চোখের উপর বৃদ্ধা জননী অনাহারে মরবে?

খঞ্জন। সঞ্জয় আর দুদিনও বাঁচবে না।

ছত্রশাল। পুত্র? নয়নের আনন্দ, বক্ষের স্পন্দন, ভবিষ্যতের ভরসা। যাক্ যাক্, তার কথা আমি ভাবছি না, ভাবছি তোমাদের কথা; তোমার আর মহানদের।

খঞ্জন। সন্ধি করলে তোমার অসম্মান হবে না দাদা। বছরে নামমাত্র কর দিলেই বাদশা সন্তুষ্ট হবেন। এ অধীনতা স্বাধীনতারই নামান্তর।

ছত্রশাল। কালভৈরবের এই তরবারি হাতে থাকতে আমি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করব?

খঞ্জন। এ তাঁরই ইচ্ছা দাদা।

ছত্রশাল। এ তোমারই ইচ্ছা ভৈরব? তবে কেন দিলে এ তরবারি? কেন আমায় টেনে আনলে এ রক্তের হোলি খেলায়? কেন তোমার জন্যে মহারাজ চম্পৎ রায় প্রাণ দিয়েছেন? কিসের জন্য বুন্দেলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলাম তোমার উদাত্ত আহ্বান?

তরুসিংহের প্রবেশ।

তরুসিংহ। অন্যায় ত কিছু কর নি রাজা।

ছত্রশাল। তবে একে একে সবাই চলে গেল কেন?

তরুসিংহ। কাউকে যেতে দেব না রাজা; শুধু সূতো ছেড়ে দিয়েছি। আবার তারা আসবে। রক্তে যাদের ভৈরবের মন্ত্র লেগেছে, তারা কেউ দূরে সরে থাকতে পারবে না। জয় আমাদের নিশ্চয়ই হবে।

ছত্রশাল। দুর্গে আর এককণা খাদ্য নেই তরুসিং।

তরুসিংহ। জল খেয়ে থাকব।

খঞ্জন। দীঘির জলে মরা শকুন ভাসছে।

তরুসিংহ। তাহলে গাছের পাতা খাব।

খঞ্জন। গাছের পাতা সব ঝরে পড়েছে।

তরুসিংহ। তাহলে দলা দলা মাটি খাব, মুঠো মুঠো ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করব, তবু মোগলের অধীনতা মেনে নেব না।

ছত্রশাল। তরুসিংহ,—সবাই যদি আমায় ত্যাগ করে দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে পারে, তুমি কেন পারবে না?

তরুসিংহ। সবাই ত অশন চায়, বসন চায়, ঐশ্বর্য্য উচ্চপদ সম্মানের লোভে সবাই ত শক্তিমানের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। তবে তুমি কেন ভারত সম্রাটের অনুগ্রহের ডালি পায়ে ঠেলে দিলে? সুখ ঐশ্বর্য্য শান্তি তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তবু কেন তুমি সব থাকতে সর্ব্বহারা? আমরা যে ভৈরবের সন্তান, যে ভৈরব অতুল ঐশ্বর্য্য থাকতেও শ্মশানবাসী। গৃহিণী যার অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরী, তার পরিধানে বাঘছাল কেন রাজা? তেত্রিশ কোটি দেবতার মাথার—

মণি যে মহাদেব, তার গলায় কেন হাড়ের মালা, গায়ে কেন ভস্ম মাখা ছত্রশাল? দুঃখ করো না, ভয় পেও না, বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য আমাদের চাই।

ছত্রশাল। মরতে পারবে তরুসিংহ?

তরুসিংহ। মৃত্যুকে শিয়রে রেখেই ত রাজপুতের জীবন।

ছত্রশাল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে না?

তরুসিংহ। ফেলব শত্রুর জন্য, নিজের জন্য নয়।

ছত্রশাল। আর একজন এমনি ছিল; সে মনসুর। কোথায় গেল সে হতভাগ্য?

খঞ্জন। বোধহয় জাতভাইদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

তরুসিংহ। না খঞ্জন। লাহোর থেকে কাল তাকে মোগল শিবিরে নিয়ে এসেছে। যদি সে আমাদের অস্ত্রাগারের খবর প্রকাশ না করে, তাহলে আজই তার শেষ দিন।

ছত্রশাল। কে বললে?

তরুসিংহ। কুকুরের গলায় একটা চিঠি বেঁধে দিয়ে জানি না আমাদের কোন্ হিতৈষী দুর্গের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ছত্রশাল। স্বজাতি যারা, স্বধর্ম্মী যারা, তারা আমায় ত্যাগ করে চলে গেল, আর এই পাঠান আমার জন্যে প্রাণ দিতে বসেছে? তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে খঞ্জন সিং। তুমি যেমন করে পার তাকে খবর পাঠিয়ে দাও, সে যেন যে কোন মূল্য দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

খঞ্জন। বলছ যাচ্ছি। তবে ও বিধর্ম্মীর আশা ত্যাগ করাই ভাল।

[প্রস্থান।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। ওরে, ও ছত্রশাল, দুর্গে যে আর এক কণা খাদ্য নেই।

তরুসিংহ। কি করে থাকবে মাতাজি? যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সাতমাসে সব ফুরিয়ে গেছে।

শঙ্করী। তাহলে সবাই না খেয়ে মরবে?

তরুসিংহ। অনেকদিন ত বেঁচে গেলে মাতাজি; আরও বাঁচাতে চাও?

শঙ্করী। আমার জন্যে বলছি হতভাগা? আমি ত মরেই আছি। বলছি তোদের জন্যে। আমার চোখের উপর তোরা না খেয়ে শুকিয়ে মরবি, আর আমাকে তা চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে?

তরুসিংহ। তুমি চোখ বুজে থেকো, আমরা মরে গেলে তারপর চোখ খুলবে।

শঙ্করী। তুই চুপ কর বেয়াদব। এত লোক বেরিয়ে গেল, আর তুই যেতে পারলি না? তুই হতভাগাই এই জাতটার সবচেয়ে বড় দুশমন। মরণ হয় না তোর?

তরুসিংহ। তোমাকে পুড়িয়ে তবে আমি মরব।

শঙ্করী। ওরে, ও ছত্রশাল,—

ছত্রশাল। মা,—

শঙ্করী। কচি ছেলেটার শুকনো মুখ দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে তোর? হা রে পাষাণ, কোন পাপে এই সোনার চাঁদ ছেলে তোর ঘরে এসেছিল? এখনও তোর হুঁশ হবে না?

ছত্রশাল। মা, যারা আমায় ত্যাগ করে চলে গেছে, তারা বারবার আমায় অনুরোধ করেছে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে।

তুমিও অনেকবার বলেছ। যদি সাধ্য থাকত, তোমার আদেশ আমি অমান্য করতুম না। অভিশাপ দিতে হয় দাও, কিন্তু প্রাণ গেলেও আমি পিতৃহন্তার দাসত্ব করব না।

শঙ্করী। ছেলেটা তাহলে অনাহারে শুকিয়ে মরবে?

ছত্রশাল। তরুসিং,—

তরুসিংহ। সে ব্যবস্থা আমি করেছি রাজা। সঞ্জয়কে নিয়ে তুমি দুর্গ ছেড়ে চলে যাও মাতাজি! বুন্দেলার উপকণ্ঠে মৌলানা রসুলের ঘর; তাঁর কাছে গেলে তিনি তোমাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। দুর্গের বাইরে যেতে কারও বাধা নেই।

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়। শুনছ বাবা, মোগলেরা আজ কেবলি কামান দাগছে। আজ বোধহয় তারা দুর্গ জ্বালিয়ে দেবে।

ছত্রশাল। দিক বাবা। মোগলের সঙ্গে আজই আমাদের রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে। তার আগে তুমি তোমার দাদীকে নিয়ে চলে যাও সঞ্জয়।

সঞ্জয়। তোমাকে ফেলে আমরা চলে যাব?

তরুসিংহ। আমরাও যাব বাবা। কিন্তু তোমাদের পথ আর আমাদের পথ এক নয়।

সঞ্জয়। চল তবে, একসঙ্গেই যাই।

ছত্রশাল। সবই ত বোঝ বাবা; আমি সঙ্গে থাকলে তোমাদের যাওয়া হবে না।

শঙ্করী। ছত্রশাল,—

ছত্রশাল। কেঁদো না মা। আবার দেখা হবে।

শঙ্করী। জানি না, কোথায় তোদের রেখে যাচ্ছি। কিন্তু এ

ছাড়া আর উপায় নেই। কচি ছেলেটাকে আমি যমের মুখে তুলে দিতে পারব না।

সঞ্জয়। বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।

ছত্রশাল। না গিয়ে উপায় নেই বাবা। চোখের জল মুছে ফেল। আবার আমরা মিলিত হব। পিতা হয়ে তোমাকে অন্ন দিতে পারি নি, স্থান হতে স্থানান্তরে টেনে নিয়ে তোমাদের দুঃখের আবর্ত্তে নিক্ষেপ করেছি। সে জন্যে আমায় দোষ দিও না। এ আমার জাতির ধর্ম্ম, এ আমার পিতার নির্দ্দেশ, এ ভৈরবের ডাক।

শঙ্করী। ছত্রশাল,—

ছত্রশাল। চোখের জল ফেলে আমার মনটাকে দুর্ব্বল করো না।

শঙ্করী। না না, চোখের জল ফেলব কেন? তুমি অমর হও, তুমি কীর্ত্তিমান হও। তুমি ঠিকই বলেছ, ব্যক্তির চেয়ে জাতি বড়, প্রাণের চেয়ে মান বড়। না বুঝে তোমার জন্যই তোমায় অনেক গঞ্জনা দিয়েছি বাবা। আজ সে কথা মনে পড়ে চোখের জল বাধা মানে না। না না, আমি কাঁদব না, তোমার অমঙ্গল হবে। বাপের মত যদি দরকার হয় শির দিও, তবু শের দিও না। চল দাদু চল। [সঞ্জয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

ছত্রশাল। মা, মা,—[প্রস্থানোদ্যত]

তরুসিংহ। [ছত্রশালের হাত ধরিল] কে মা? মা এই জন্মভূমি।

ছত্রশাল। ও—হ্যাঁ। মা জন্মভূমি, পিতা কালভৈরব। চল তরুসিং রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিই চল। মহাজীবন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কে আছ বন্ধু, কে আছ সুখদুঃখের সাথী, ভেঙ্গে ফেল দুস্তর বাধাবন্ধন, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। [নেপথ্যে কামান গর্জ্জন]

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

উদীপুরী ও তুলারীর প্রবেশ।

উদিপুরী। শুনেছ মা, চম্পাপুর দুর্গে আর একদানা খাদ্য নেই। ছত্রশালের অধিকাংশ অনুচর দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে। দীঘির জল পর্য্যন্ত কে অপবিত্র করে দিয়ে গেছে। এবার ছত্রছাল ধরা না দিয়ে পারবে না।

তুলারী। ধরা দেবে বুন্দেলা বীর ছত্রশাল? ধর্ম্ম কি নেই? কালভৈরব কি অসাড়ে ঘুমিয়ে আসে?

উদিপুরী। বড় কষ্ট হচ্ছে, না তুলারি?

তুলারী। না না, আমার কষ্ট হবে কেন? তারা হিন্দু, আমরা মুসলমান; তারা রাজপুত, আমরা—আমরা তাদের কেউ নই। তাদের ধ্বংসই আমরা চাই।

উদিপুরী। কথাটা তাকে বলে আস নি ত?

তুলারী। কাকে বলে আসব?

উদিপুরী। কেন, ছত্রশালকে।

তুলারী। ওমা, আমি তাকে কোথায় পাব?

উদিপুরী। ভৈরব নিবাসে?

তুলারী। ভৈরব নিবাস! সে কোথায়?

উদিপুরী। যেখানে তুমি গিয়েছিলে।

দুলারী। এ তুমি বলছ কি ফুফু?

উদিপুরী। ভয় কি মা? মানুষের মঙ্গল মানুষেই চায়। মানুষ নামধারী পশু যারা, তারাই ভয় পায় মানুষের শ্রীবৃদ্ধি দেখলে। পিতা মাতা ভাই বোনের সঙ্গে স্বাধীনচেতা পুরুষ যেখানে সুখের নীড় বেঁধে বাস কচ্ছে, সেখানে এইসব অন্ধকারের জীব মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে যায়। এদের সঙ্গে তুমি হাত মিলিও না মা। তোমার পিতা রাজপুতের বংশধর, মা মুসলমানী। তুমি হিন্দুও নও, মুসলমানীও নও, তোমার জাত মানুষের জাত।

দুলারী। ফুফু!

উদিপুরী। আয় দুলারী আয়! মানুষের পায়ে মাথা খুঁড়ে আমরা পারি নি এ অন্যায় যুদ্ধ বন্ধ করতে। আয় দুজনে জগদীশ্বরের কাছে আবেদন করে দেখি, অত্যাচারীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে কি না। হে খোদা!

দুলারী। হে ভগবান্!

উভয়ে। সবলের হাত থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা কর।

আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। সমর শিবিরে হিন্দুয়ানির পালাগান হচ্ছে দেখছি। মহামান্যা ভারতসম্রাজ্ঞী নিজের ছেলের মাথা না খেতে পেরে এবার কি ভাতিজার মাথা খাবার আয়োজন করেছেন?

উদিপুরী। মাথা তুমি নিজেই খেতে পারবে। শুধু ওর নয়,—তোমার স্ত্রী পুত্র পরিজন—এমন কি তোমার নিজের মাথাও বাদ যাবে না। তুমি যদি মনে করে থাক যে বুন্দেলখণ্ডকে ধ্বংস করলে সম্রাট তোমায় শিরোপা দেবেন, তাহলে তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস কচ্ছ

আফজল খাঁ, সম্রাট আলমগীরকে তুমি চেন না। তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে যে তাঁর কাজে শক্তির খেলা দেখাবে, তাকেই তিনি সমূলে ধ্বংস করবেন। ছত্রশাল যদি তোমার হাতে মরে, তুমিও যাবে কবরের অন্ধকারে, মনে রেখো।

আফজল। নিজের কবরের কথা ভাব বহিন।

উদিপুরী। কবর ত তুমি আমায় অনেক আগেই দিয়েছ আফজল খাঁ। যেদিন আমাকে মোগলের হারেমে দিয়ে এসেছ, সে দিনই আমার মৃত্যু হয়েছে। মড়ার আর মৃত্যুভয় নেই।

[প্রস্থান।

আফজল। ফুফুর সঙ্গে কিসেব তোমার এত দহরম মহরম? আমি এসব ভালবাসি না।

দুলারী। আমিও ত ভালবাসি না বাপজান তোমার এ দেশ-দ্রোহিতা। রাজপুত জাতি যদি ধ্বংস হয়,—হিন্দুস্থানের মাটিশুদ্ধ জ্বলে যাবে। তাতে বাদশার কোন ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে তোমাদের। আজ তুমি মুসলমান, কিন্তু বিশবছর আগে তুমিও ত হিন্দু ছিলে। তোমার দেহ ত রাজপুতের রক্তেই গড়া। এদের গৌরবে তোমার আনন্দ হচ্ছে না? এখনও ফেবো বাপজান। বুন্দেলা বীর ছত্রশালকে তুমি বাঁচতে দাও।

আফজল। ছত্রশালের জন্যে তোমার আর তোমার ফুফুর দেখছি দরদের অন্ত নেই।

দুলারী। তুমি তাকে দেখনি বাপজান, শুধু নাম শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছ। যারা দেখেছে, তারা বলে,—তাঁর চোখের দিকে চাইলে হিংস্র বাঘও হিংসা ভুলে যায়।

আফজল। আর বিধর্ম্মী সুবেদারের কন্যাও ভুলে যায়—যে সে মুসলমানী, আর ছত্রশাল তার জাতির দুশমন।

দুলারী। বাবা!

আফজল। কি প্রয়োজন ছিল তোমার ভৈরব নিবাসে?

দুলারী। তাদের জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে শয়তানের দল তাদের আক্রমণ করতে আসছে।

আফজল। পর্দ্দানশীন মহিলা তুমি, বিধর্ম্মীদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা হল না?

দুলারী। তোমার ভগ্নীও ত পর্দ্দানশীন, কারও কাছে যেতেই ত তাঁর বাধে না। তাঁর পথ থেকে তাঁকে ত একতিল সরাতে পার নি। তোমার মহামান্য সম্রাটকে যে দুপায়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না?

আফজল। তার কথা সম্রাট বুঝবেন, কিন্তু তোমার কথা বুঝতে হয় আমাকে।

দুলারী। বোঝবার বয়স আমার হয়েছে বাপজান।

আফজল। ছত্রশাল যদি তোমাকে বন্দী করত?

দুলারী। সে তোমরা পার বাবা, ছত্রশাল তা পারেন না, জায়গীরদার গজারু তার পত্নীকে তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিল, তোমরা তাকে কলমা পড়িয়ে মুসলমানী বানিয়েছ। দবীর খাঁ তাকে নিকে করবার আয়োজন কচ্ছে, আর তোমরা আনন্দে হাততালি দিচ্ছ। তোমাদের বেগমরা যদি পথ ভুলে ছত্রশালের আশ্রয়ে গিয়ে পড়ে, তিনি তাদের সসম্ভ্রমে ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

আফজল। থামো, দুশমনের গুণগান আমি শুনতে চাই না।

দুলারী। দুশমন তিনি কারও নন, তোমরাই তাকে দুশমন

করে তুলেছ। এখনও সময় আছে বাবা, সম্রাট আলমগীরের গোলামির মাথায় পয়জার মেরে বেরিয়ে এস। মানুষকে মানুষ বলে আলিঙ্গন কর। দেখবে, পৃথিবী কি সুন্দর। এখানে মা তার সন্তানের জন্মের আগে অমৃত সঞ্চয় করে রাখে মানুষের প্রয়োজনে ষড়ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে আসে যায়, জন্তু জানোয়ার পর্য্যন্ত মানুষের নিবিড় বন্ধনে বাঁধা থাকে। সৃষ্টি জুড়ে এই ভালোবাসার মিছিলের মধ্যে তোমরা কেন উদ্যত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে এসেছ বাবা ? এতে সুখ পেতে পার কিন্তু শান্তি পাবে না।

কামবক্সের প্রবেশ।

কামবক্স্। এ তোমার অন্যায় কথা বহিন। শান্তি শান্তি করে বোকা হিন্দুরা মুখে রক্ত উঠে মরে, আমরা চাই শুধু সংগ্রাম। কাউকে আমরা শান্তিতে থাকতে দেব না, নিজেরাও শান্তিতে থাকতে চাই না।

দুলারী। কথাটা বাদশা ঔরংজেবের পুত্রের যোগ্য বটে। জীবনে যে কখনও হাসে নি, তারই পুত্র তুমি, তোমার মুখে এই ত শোভা পায়।

কামবক্স্। মুসলমানী হয়ে তুমি বাদশা ঔরংজেবের নিন্দে কচ্ছ ? তোমার দোজাকের পথ কেউ রুখতে পারবে না।

দুলারী। তাই ভাল ভাইসাহেব। যে স্বর্গে তোমার পিতা যাবেন, সে স্বর্গ আমার জন্যে নয়।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—“আল্লা হো আকবর”]

আফজল। ও কি কামবক্স্?

কামবক্স্। ছত্রশাল মাত্র দুশো অনুচর নিয়ে মুক্ত তরবারি হাতে বেরিয়ে এসেছে মামু।

আফজল। বহুৎ আচ্ছা। বন্দী কর, বুন্দেলা শয়তানকে বন্দী কর সৈন্যগণ, চল কামবক্স্।

দুলারী। যাও, হিংস্র বাঘের মত মানুষের রক্তমাংস নিয়ে কামড়া কামড়ি কর গে।

আফজল। যাবার আগে এই কাফের মনসুরটাকে খতম করে যাই।

কামবক্স্। অতি উত্তম প্রস্তাব।

রক্ষীসহ বন্দী মনসুরের প্রবেশ।

আফজল। জল্লাদকে তলব দাও।

[রক্ষীর প্রস্থান।

কামবক্স্। জল্লাদ!

দুলারী। জল্লাদ আবার কেন? ও কাজটা ত তোমরাই করতে পার।

আফজল। বেয়াদবি রাখ। মনসুর ছত্রশালের গুপ্ত অস্ত্রাগার কোথায় আছে জান?

মনসুর। খুব জানি। আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না; আমি, মহারাজ আর তরুসিংহ।

আফজল। কোথায় সে অস্ত্রাগার?

মনসুর। জানলেই কি বলা যায়?

আফজল। তোমাকে আমি সসম্মানে মুক্তি দেব।

মনসুর। কে চায় মুক্তি?

কামবক্স্। সম্রাটকে বলে উচ্চ রাজপদ দেব।

মনসুর। অমন লোকের গোলামি আমি করি না

আফজল। জায়গীর দেব।

মনস্থর। একলা মানুষ, জায়গীর নিয়ে কি করব? মহারাজ ছত্রশালের ঘরই আমার জায়গীর।

দুলারী। ঠিক ভাই, ঠিক।

কামবক্স্। আরে মিঞা, ছত্রশাল দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে; আজই সে মরবে।

মনস্থর। কে মারবে? আপনারা? দেখুন চেষ্টা করে।

কামবক্স্। মারার আগে একটা একটা করে তার অঙ্গচ্ছেদন করব।

দুলারী। তুমি চুপ কর না। কত বড় বীর তুমি, সবাই তা জানে। হেলে ধরতে পার না, কেউটে ধরতে চাও।

কামবক্স্। তোমার এত গায়ের জ্বালা কেন?

দুলারী। গায়ের জ্বালা আবার কি? অন্যায় আমি দেখতে পারি না। এই লোকটাকে কেন তোমরা বন্দী করে রেখেছ? সবার আইনে দূত অবধ্য, তোমাদের শরিয়তি আইনে কি সবই উল্টো?

~~আফজল। বাচালতা করতে হয়, অন্দর মহলে গিয়ে কর।~~

কামবক্স্। ~~দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও।~~

দুলারী। চুপ; কথা বাড়িও না বলছি, ভাল হবে না।

আফজল। কথা শুনবে না তুমি বেয়াদব? সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করবে না?

মনস্থর। না-না-না, কতবার বলব?

দুলারী। সাবাস্ মিঞা, তুমিই যথার্থ মুসলমান।

আফজল। আমি তোমাকে জীবন্ত সমাধি দেব।

মনসুর। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। আমার একই কথা ; কোন প্রলোভনেই আমি আমার অন্নদাতা ভাইকে ত্যাগ করব না।

আফজল। ভাই! হিন্দু হল মুসলমানের ভাই! আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব কাফের।

মনসুর। শিরশ্ছেদ করে সমাধি দেবেন, না সমাধি দিয়ে শিরশ্ছেদ করবেন? যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করুন। আপনাদের মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

কামবক্স। লোকটার কথা শুনছ দুলারী? মামুকে কি রকম অপমান কচ্ছে!

দুলারী। তোমার তাতে কি? তুমি বেরিয়ে যাও।

আফজল। আল্লার নাম স্মরণ কর কাফের।

[কামবক্স ও আফজল খাঁর তরবারি নিষ্কাসন]

সহসা সশস্ত্র ছত্রশালের প্রবেশ।

[দুই হাতে দুই পিস্তল বাগাইয়া তিনি মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুলারী মনসুরের বন্ধন মোচন করিল। মনসুর ছত্রশালের কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল]

ছত্রশাল। তরবারি রাখুন শাহজাদা, ফেল তরবারি আফজল খাঁ, নইলে দুজনের মাথার খুলি আমি উড়িয়ে দেব। [কামবক্স তরবারি ফেলিয়া দিলেন, আফজল তরবারি নামাইল] যদি তোমরা মনে করে থাক যে পশুবল দিয়ে চম্পৎ রায়ের পুত্র ছত্রশালকে জয় করবে, তাহলে তোমরা মানুষ দেখ নি, দেখেছ কতকগুলো মেষ,

আর বন্য শৃগাল। এখনও যদি সাবধান না হও, আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব মানুষ কার নাম।

মনসুর। আদাব শাহজাদি। [কুর্নিশ]

[মনসুরকে লইয়া ছত্রশালের প্রস্থান।

আফজল। কে এ শয়তান?

দুলারী। এই শয়তানের নামই মহারাজ ছত্রশাল।

[প্রস্থান।

আফজল } এই ছত্রশাল!
কামবক্স্ }

দূতের প্রবেশ।

দূত। সুসংবাদ সুবেদার সাহেব। ছত্রশালের মা আর ছেলে পালিয়ে যাচ্ছিল। দবীর খাঁ সাহেব তাঁদের বন্দী করেছেন।

কামবক্স্। } মারহাব্বা!

আফজল। } কলমা পড়াও, না হয় হত্যা কর। বৃদ্ধা বলে খাতির করো না, শিশু বলে রেহাই দিও না। ছত্রশালকে সবংশে ধ্বংস কর।

[প্রস্থান।

কামবক্স্। হঁ্যা হে ছোড়ু মিঞা, এ কি সত্যি? তোমার মনিব ছত্রশালের মাকে বন্দী করেছে? বন্দী হবার আগে দবীর খাঁর বত্রিশটা দাঁত এক ঘুষিতে ভেঙ্গে দেয় নি ত?

দূত। আপনি কেন আমার মনিবকে বেইজ্জৎ কচ্ছেন শাহজাদা?

কামবক্স্। এক কাজ করতে পার ছোড়ু মিঞা? তুমি ত শুনেছি খাঁ সাহেবের পেয়ারের নফর। কত বেতন পাও?

দূত। সতর রূপেয়া।

কামবক্স্। মোটে! তোমার ত বড় কষ্ট মিঞা।

দূত। বড় কষ্ট শাহ্জাদা। ছেলেটা না খেয়ে মরেছে, জরু মরমর।

কামবক্স্। আমি যদি এখনি তোমায় বিশ হাজার টাকা দিই নেবে?

দূত। বিশ হাজার! আপনি বলেন কি? এত টাকা আপনি আমায় দেবেন?

কামবক্স্। এখনি দিচ্ছি; এই নাও। [হার দিল] সামান্য একটা কাজ করতে হবে।

দূত। কি কাজ?

কামবক্স্। যেমন করে পার ছত্রশালের মা আর ছেলেকে মুক্ত করে দিতে হবে।

দূত। এর নাম সামান্য কাজ? এই রইল শাহ্জাদা আপনার বিশ হাজার টাকা। আমি গরীব, কিন্তু বেইমান নই।

[পদতলে হার রাখিয়া প্রস্থান।

কামবক্স্। বিচিত্র তোমার সৃষ্টি বিধাতা! অর্দ্ধেক ভারত যার পদানত, ধনদৌলত যার রাখবার জায়গা নেই, বুন্দেলখণ্ডের মাটি-টুকু না হলে তার কবরের স্থান হবে না, আর সতর টাকা মাইনের নফর বিশ হাজার টাকা অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আজব দুনিয়া! হে শিল্পী, সেলাম, তোমায় সহস্র সেলাম।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দবীর খাঁর শিবির।

গজারুর প্রবেশ।

গজারু। [তিনবার শিষ দিল] কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না ত। শাহজাদা ত বললে এই শিবিরেই সে আছে। তবে সাড়া দিচ্ছে না কেন? [চাপা গলায়] কপিলেশ্বরী, কপিলা ও আমার কপু,—

মুসলমানীর বেশে কপিলেশ্বরীর প্রবেশ।

কপিলেশ্বরী। কে এত রাত্রে ডাকাডাকি কচ্ছে?

গজারু। আমি প্রাণেশ্বরি।

কপিলেশ্বরী। কৌন্ হ্যায় তোম কমবক্ত্?

গজারু। কি তুই, যা তা বলছিস্? ওরে, ও কপিলেশ্বরি!

কপিলেশ্বরী। কপিলেশ্বরী কে রে ড্যাকরা? আমার নাম দৌলত উন্নিসা বেগম।

গজারু। মস্করা করিস নি বলছি। দৌলত উন্নিসা বেগম, না গুষ্ঠীর মাথা বেগম। তোর নাম কপিলেশ্বরী, তোর সোয়ামীর নাম গজারু।

কপিলেশ্বরী। বিলকুল ঝুট।

গজারু। ঝুট শয়তানি? দুনিয়ার লোক জানে, তুই আমার পরিবার। আমি নিজে তোকে এই গিধ্বোড় ব্যাটা দবীর খাঁর বাড়ীতে রেখে গেছি। আজ আমার মাল আমি নিয়ে যাব। চলে আয়।

কপিলেশ্বরী। বাহার যাও মুখপোড়া।

গজারু। উর্দ্দু মুর্দ্দু বলবি নি বলছি। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব। রাগ করি না বলে বুক বেড়ে গেছে তোর? কোন্ আক্কেলে তুই মোছলমান হলি?

কপিলেশ্বরী। একশোবার হব। ইসলাম ধর্ম্মের মত ধর্ম্ম আছে?

গজারু। কেন হিন্দুধর্ম্মটা সুবিধে লাগল না বুঝি?

কপিলেশ্বরী। দূর দূর, হিন্দুধর্ম্ম আবার ধর্ম্ম না কি?

গজারু। তোকে আমি ফেড়ে ফেলব। আয় না একবার ঘরে।

কপিলেশ্বরী। কেন তুমি একজন পর্দ্দানশীন মুসলমানীর বেইজ্জত কচ্ছ বেয়াদপ? বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমি আমার হবু খসমকে ডাকব।

গজারু। কোন শূয়ার তোর হবু খসম?

কপিলেশ্বরী। ন্যাকা! সিরহিন্দের নবাবকে তুমি চেন না?

গজারু। সিরহিন্দের নবাব! ওই দবীর খাঁ শূয়ার তোর খসম হবে?

কপিলেশ্বরী। সব ঠিক হয়ে গেছে। কাল নিকে হবে।

গজারু। তাহলে সত্যি সত্যি তুই নেড়ী হয়েছিস্? গোমাংসও খেয়েছিস্ না কি?

কপিলেশ্বরী। খেয়ে দেখ না। একবার খেলে আর ছাড়তে পারবে না। আমি ত যত খাই, ততই খেতে ইচ্ছে করে।

গজারু। ভেবেছিলুম তোকে গোবর খাইয়ে জাতে তুলব। দেখছি শুধু গোবরে হবে না, ওই সঙ্গে নরবরও খাওয়াতে হবে। চলে আয়।

কপিলেশ্বরী। কি একশোবার "চলে আয়, চলে আয়" কচ্ছ? আমাকে যদি চাও ত তুমিও মুসলমান হয়ে যাও।

গজারু। জুতিয়ে সোজা করব।

কপিলেশ্বরী। বাড়াবাড়ি করো না বলছি। আমার হবু খসম যদি দেখতে পায়—

গজারু। ফের হবু খসম শয়তানি? ওই উটমুখো দব্‌রে শূয়ার তোকে নিকে করবে, এই তোর ইচ্ছে?

কপিলেশ্বরী। আমাকে প্রধানা বেগম করবে বলেছে।

গজারু। আরে চুলোমুখি, ও ব্যাটার গা ভরা দাদ।

কপিলেশ্বরী। পুরুষ মানুষের একটু দাদ না থাকলে ভাল দেখায় না। কত বড় বংশ জান?

গজারু। জানিনে আবার? ওর বাপ শূয়ার দিল্লীর পথে পথে পাঁঠার ঘুগ্‌নী বিক্রি করত। ঘুগনীর মধ্যে একবার কুত্তার মাংস দিয়েছিল বলে পাঞ্জাবীরা তার ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিল। তুই হবি তার ছেলের বউ? তোর মনে এই ছিল? আমি কি তোকে খেতে পরতে দিই নি, গয়না দিই নি? আমার চেয়ে কেউ কি তোকে বেশী ভালবাসবে? তুই শেষকালে ধর্ম্ম খোয়ালি উনুন মুখি? বিষ খেয়ে মরতে পারলি নি? গলায় দড়ি জুটল না? আমাকে তুই এমনি করে দ'য়ে মজালি? আমার চেয়ে ঐ দেদো হারামজাদা তোর কাছে বড় হল?

কপিলেশ্বরী। বড় হবে না? তুমি ত বুড়ো, আর আমার এই কাঁচা বয়েস।

গজারু। তোকে আমি কাছিমকাটা করব। [কপিলেশ্বরীর হাত ধরিল]

দবীর খাঁর প্রবেশ।

দবীর। খবরদার বেয়াদব। হট যাও।

গজারু। ওঃ—হট যাও। দেদো মিঞার তড়পানি দেখ না। আমি আমার পরিবারকে নিয়ে যাব, তোম্ শয়তান বাগড়া দেবার কোন্ হ্যায়?

দবীর। বাহার যাও উল্লু। [গলাধাক্কা দিল; গজারু হুমড়ি খাইয়া পড়িল]

গজারু। বটে! চুরিও করবে আবার চোখও রাঙাবে! আচ্ছা, আমি যদি এর শোধ না তুলি, তাহলে আমি হিন্দুর ছেলে নই।
[প্রস্থান।

দবীর। বাঁদীর বাচ্ছা।

কপিলেশ্বরী। না জনাব। বাঁদীর বাচ্ছা ও নয়। ওর মা বড় বংশের মেয়ে ছিল। ওরা গরীব বটে, কিন্তু সাতপুরুষের জায়গীরদার। আপনার মত একপুরুষের নবাব নয়।

দবীর। কেন বাজে কথা বলছ?

কপিলেশ্বরী। কথাটা কি সত্যি জনাব? আপনার বাপ না কি দিল্লীর রাজপথে পাঁঠার ঘুগনী বিক্রি করত।

দবীর। কে বলেছে?

কপিলেশ্বরী। ওই লোকটা বলে গেল। আবার বলে কি জানেন? একদিন না কি ঘুগনীর মধ্যে কুত্তার মাংস দিয়েছিল, আর পাঞ্জাবীরা জুতিয়ে ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছে।

দবীর। চোপরাও। কেন তুমি অন্দর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ?

কপিলেশ্বরী। সোয়ামী ডাকলে কি না, বুঝলেন না কথাটা?

দবীর। কিসের সোয়ামী? ও হিন্দু, আর তুমি মুসলমানী। যাও ভেতরে যাও।

কপিলেশ্বরী। আর ভেতরে যাব না। এখান থেকেই চলে যাই।

দবীর। কোথায় চলে যাবে?

কপিলেশ্বরী। সোয়ামীর কাছে।

দবীর। সোয়ামী!

কপিলেশ্বরী। মুখ ভ্যাটকাচ্ছেন কেন জনাব? যার সঙ্গে বিয়ে হয়, তাকে সোয়ামীই ত বলে।

দবীর। আমাব এখন রহস্যের সময় নেই দৌলত।

কপিলেশ্বরী। দৌলত আবার কে? আমার নাম কপিলেশ্বরী।

দবীর। মুসলমানীর হিন্দু নাম চলবে না।

কপিলেশ্বরী। মুসলমানীটা কে? আমি আগেও হিন্দু ছিলুম। এখনও আছি, ভবিষ্যতেও হিন্দুই থাকব।

দবীর। তুমি কি ভুলে গেছ যে সেদিন তুমি কলমা পড়েছ?

কপিলেশ্বরী। পড়েছি ত পড়েছি, তাতে হয়েছে কি? আমার কাছে কলমা পড়া আর কমলা খাওয়া এক কথা। ছেলেবেলায় ফিরিঙ্গীরা আমায় নিয়ে গিয়ে ক্রেস্তান বানিয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমি গীর্জ্জায় যীশু ভজেছি। তারপর বৌদ্ধদের বিহারে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীও হয়েছিলুম। কোন ধর্ম্মই আমার মনে দাগ কাটে নি। মনেপ্রাণে আমি হিন্দুই আছি।

দবীর। হিন্দুই আছ? কাল যে তোমার নিকে,—সে কথাটা শোন নি?

কপিলেশ্বরী। শুনব না কেন? এক কাণ দিয়ে শুনেছি, আর এক কাণ দিয়ে বের করে দিয়েছি।

দবীর। বটে! দবীর খাঁর সঙ্গে ছলনা করা এতই সহজ?

কপিলেশ্বরী। ছলনা ত আপনিই করেছেন জনাব। এক সরল-প্রাণ হিন্দু আপনার ঘরে তার স্ত্রীকে গচ্ছিত রেখে গেছে, আপনি তাকে শুধু কলমা পড়ান নি, নিকে করতেও হাত বাড়িয়েছেন। এত আবদার ত ভাল নয় হুজুর।

দবীর। তুমি তাহলে ওই ছাগলটার কাছেই ফিরে যেতে চাও?

কপিলেশ্বরী। ছাগল হক আব পাগল হক, একবার যখন বিয়ে করে ফেলেছি, আর ত উপায় নেই। আমাদের আবার এ জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন।

দবীর। ওই গর্দ্দভটা আর তোমায় ঘরে নেবে।

কপিলেশ্বরী। গর্দ্দভ কি না, নিতেও পারে। না নেয়, আস্তাবলে পড়ে থাকব, তবু ত সোয়ামীর ঘর। ওসব আপনি বুঝতে পারবেন না। আচ্ছা চলি, আদাব।

দবীর। খবরদার শয়তানি! পা বাড়িয়েছ কি মরেছ। [পিস্তল বাগাইল]

দুলারীর প্রবেশ।

দুলারী। খবরদার খাঁ সাহেব। আর এক পা এগুলে আমি তোমায় কুকুরমারা করব। [পিস্তল বাগাইল]

দবীর। এ তুমি কি বলছ শাহজাদি? এই শয়তানি কলমা পড়ে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। এখন আবার হিন্দুর ঘর করতে যেতে চায়। সমগ্র মুসলমান সমাজের বেইজ্জৎ হবে যে!

দুলারী। হক, ইজ্জতের আরও কিছু বাকী আছে আপনাদের? দিল্লীতে আলমগীর, লাহোরে আফজল খাঁ, আর সিরহিন্দের আপনি

—ইস্‌লামের এই তিন দিক্‌পাল মুসলমান সমাজের মান ইজ্জৎ সব ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। আরও সাধ আছে আপনাদের ?।

কপিলেশ্বরী। আছে বই কি ? ভদ্রলোকের মোটে তিনটি বিবি। আর একটি না হলে চলবে কেন ? কিন্তু তার জন্যে হিন্দুনারীর উপর নজর দিচ্ছেন কেন জনাব ? মোছলমানের মেয়ের ত অভাব নেই। যদি একান্তই হিন্দু বিবি ছাড়া না চলে তাহলে এক কাজ করুন হুজুর। ছত্রশালের মাকে ত বেঁধেই এনেছেন। আপনি বরং ওই বুড়ীকেই নিকে করার চেষ্টা করুন।

দবীর। শয়তানীকে আমি—

দুলারী। হুঁশিয়ার দবীর খাঁ।

কপিলেশ্বরী। আদাব হুজুর, আদাব শাহজাদি।

[প্রস্থান।

দবীর। চলে গেল যে, পথ ছাড়।

দুলারী। না।

দবীর। শাহজাদি !

দুলারী। কোথায় শঙ্করী মা ? কোথায় ছত্রশালের শিশুসন্তান ?

দবীর। কেন ?

দুলারী। তাদের মুক্তি দিন খাঁ সাহেব।

দবীর। মুক্তি দেব অত বড় দুশমনকে !

দুলারী। দুশমন যদি হয়ে থাকে, সে মহারাজ ছত্রশাল, তাঁর মায়ের কোন অপরাধ নেই। তাঁর শিশু সন্তান জগতে কারও দুশমন নয়। শিশু বৃদ্ধসার রোগী সবারই করুণার পাত্র দবীর খাঁ। কেন আপনি তাদের বন্দী করে এনেছেন ?

দবীর। তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর।

দুলারী। কোথায় তারা?

দবীর। তোমার পিতার শিবিরে। গিয়ে দেখ, তারা এতক্ষণে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেছে।

দুলারী। ছত্রশালের মা আর ছেলে যেদিন ধর্ম্ম ত্যাগ করবে, সেদিন আকাশে আর সূর্য্য উঠবে না। এরা ঢোঁড়া সাপ নয় মিঞা, জাত কেউটে, হুঁসিয়ার।

[প্রস্থান।

দবীর। যা যা ভেড়ীর বাচ্ছা, দবীর খাঁকে চেন না। বেশী উত্যক্ত করলে ভাল করে চিনিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। আয় আয়, ওরে আয়, কে আছ জাতির দরদী বন্ধু, কে আছ ভৈরবের নিষ্ঠাবান সেবক, ছুটে এস,—মহারাজ চম্পৎ রায়ের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নাও। বিনাদোষে আমাদের মাটিতে যারা রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, হাজার হাজার খালসাকে যারা মৃত্যুর অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে, তাদের রক্তে বুন্দেলখণ্ডের মাটি লাল হয়ে উঠুক।

তরুসিংহের প্রবেশ।

তরুসিংহ। রাজা,—

ছত্রশাল। গলাটা কাঁপছে কেন তরুসিং? দুশো অনুচর আমাদের সঙ্গে এসেছিল, তারা সবাই প্রাণ দিয়েছে। ও ত জানা কথা তরুসিং। বিশ হাজার সৈন্যের সঙ্গে দুশো সৈনিক এ দুদিন যে যুদ্ধ করেছে, এই ত আমাদের অপ্রত্যাশিত গৌরব! দেখছ না, তারা পেছনে রেখে গেছে অগণিত মোগল সৈনিকের মৃতদেহ। চোখের জল ফেলো না ভাই। তাদের অমঙ্গল হবে।

তরুসিংহ। বীরসেনানী মহানদ—

ছত্রশাল। মহানদ কি?

তরুসিংহ। রণস্থলে বীরেব বাঞ্ছিত শয্যা লাভ করেছে।

ছত্রশাল। মহানদ নেই? এ কি তুমি সত্যি বলছ?

তরুসিংহ। বীর কেশরী মহানদ একা পাঁচশো মোগলকে ধরাশায়ী করেছে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আরও কতজনের যে তার হাতে ভবলীলার অবসান হত, বলা যায় না। শয়তান আফজল খাঁর সৈন্যগণ তখন চারদিক থেকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেছে।

ছত্রশাল। যে সপ্তরথী অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছিল, প্রাণ দিয়ে তারা প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। আফজল খাঁকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দুঃখ করো না তরুসিং। চম্পৎ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁরই মত মাথা উঁচু করে প্রাণ দিয়েছে। খঞ্জনসিংহ কোথায়? সেও কি মহানদের সঙ্গে প্রাণ দিয়েছে?

খঞ্জন সিংহের প্রবেশ।

খঞ্জন। না দাদা। আমি আর ভাই মহানদ একসঙ্গে আফজল

খাঁর দক্ষিণ ব্যূহ আক্রমণ করেছিলাম, মহানদের শত্রু নিস্যূদন তরবারির আঘাতে বহু সৈন্য যখন ধারাশায়ী হল, তখন সৈন্যরা একসঙ্গে চারিদিক থেকে তাকে আক্রমণ করলে। সূর্য্য যখন পাটে বসল, তখন রাজপুত জাতির গৌরব বীর মহানদ ভৈরবের নাম নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

ছত্রশাল। আর তুমি? কটা মাথা নিয়ে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছ?

খঞ্জন। শোকে মুহ্যমান আমি, তরবারি আমার হাত থেকে খসে পড়ল দাদা। সেই অবসরে আফজল খাঁ আমায় বন্দী করলে।

ছত্রশাল। বন্দী করলে ছত্রশালের ভাইকে? এর চেয়ে তুমি মহানদের অনুসরণ করলে না কেন? দু'দুটো ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি মহানন্দে করতালি দিতাম। ধিক তোমাকে কাপুরুষ। ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে মরতে পারলে না?

খঞ্জন। প্রতিশোধ আমি নিয়েছি দাদা। এক নারী কৌশলে আমায় বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে হাতে একখানা তরবারি দিয়ে অন্দরের দ্বার দিয়ে বের করে দিলে। বেরিয়ে আসবার সময় রাজপথে দেখলাম আফজল খাঁর একমাত্র শিশুপুত্র পীরের দরগায় চলেছে। মহানদের বিয়োগ ব্যথা আমার বুকে তখন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আমি মহাশত্রুর সেই শিশুপুত্রকে—

[redacted]। শিশুপুত্রকে [redacted]?

ছত্রশাল। কি করেছ তুমি?

খঞ্জন। হত্যা করেছি। [ছত্রশালের পদতলে একটি ছিন্নমুণ্ড ফেলিয়া দিল]

ছত্রশাল। হত্যা করেছ! তুমি!

খঞ্জন। হ্যাঁ দাদা। মহানদকে হত্যা করে সে যেমন আমাদের বুক ভেঙ্গে দিয়েছে, আমিও তেমনি তার পুত্রের শিরশ্ছেদ করে তার বুকে বজ্রাঘাত করে এসেছি।

ছত্রশাল। অতি উত্তম করেছ।

খঞ্জন। এই শিশু শয়তান বেঁচে থাকলে এ—ও একদিন আমাদের পিঠে বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করত।

ছত্রশাল। তাই তুমি একটা শিশুর মাথা তাদেরই দেওয়া তরবারি দিয়ে ছেদন করে নিয়ে এসেছ আমাকে উপহার দিতে! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যে নারী তোমার হাতে তরবারি তুলে দিয়ে তোমায় বন্দিশালা থেকে বের করে দিয়েছিল, সে এই শিশুরই সহোদরা ভগ্নী দুলারী। উপকারের এত বড় প্রতিদান দেওয়া ছত্রশালের ভায়েরই ত শোভা পায়। ওঃ—

তরুসিংহ। রাজা,—

ছত্রশাল। দেখ তরুসিং, ছিন্নশিরের দিকে চেয়ে দেখ, মুখে কি স্বর্গীয় হাসি এখনও লেগে আছে। আততায়ীর দিকে চেয়ে হয়ত সরলপ্রাণ শিশু কি মনে করে খল খল করে হেসে উঠেছিল; সেই মুহূর্ত্তে হিংস্র দানবের তরবারি তার শিরশ্ছেদ করেছে।

খঞ্জন। ভাই মহানদকে ওরা কি ন্যায়যুদ্ধে হত্যা করেছে?

তরুসিংহ। মহারাজ চম্পৎ রায়কে ওরাও ত অকথ্য নির্য্যাতন করে হত্যা করেছে ছত্রশাল।

ছত্রশাল। সে জন্য আলমগীরের মাথাটা যদি নিয়ে আসতে পার, আমি আনন্দে করতালি দেব। আফজল খাঁকে যদি জীবন্ত দগ্ধ করতে পার, দবীর খাঁর দেহটা যদি খণ্ড খণ্ড করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পার, আমি নিষ্পলক চোখে দাঁড়িয়ে দেখব, কিন্তু

এই শিশু—এর জাত নেই, গোত্র নেই, আপন পর বিচার নেই, এর কাঁধের উপর যে কাপুরুষ তরবারি তোলে, সে আমার ভাই হলেও শত্রু।

খঞ্জন। দাদা! [পদতলে পতিত হইল]

ছত্রছাল। কুলাঙ্গার, কাপুরুষ, রাজপুতজাতির কলঙ্ক, কেন আমার জননী সূতিকাগৃহে তোমায় গলা টিপে মারে নি? তোমার ছোটভাই প্রাণ দিয়ে পিতামাতার মুখোজ্জ্বল করে গেল, আর তুমি শিশুহত্যার কলঙ্ক গায়ে মেখে আমাদের জাতির গৌরবের ইতিহাস মসীলিপ্ত করে এলে? তোমার হাতে প্রাণ দিয়ে শিশু স্বর্গের পথে পা বাড়িয়েছে, আমার হাতে প্রাণ দিয়ে তুমি নরকের পথে যাত্রা কর। [তরবারি উন্মোচন]

তরুসিংহ। রাজা,—দোহাই তোমার, মহানন্দ চলে গেছে, সঞ্জয় কোথায় আছে জানি না। এই একটা মাত্র সহোদরকে তুমি রক্ষা কর। ওর শাস্তি তোমারই বুকে সবার চেয়ে বেশী বাজবে।

ছত্রশাল। দিল্লীর রাজপথে ধূলিলুণ্ঠিত পিতার কঙ্কাল দেখে যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি, অনাহারে মলিন বৃদ্ধা জননীর মুখ দেখে যার মাথাটা নত হয় নি, তাকে তুমি কিসের ভয় দেখাও তরুসিং? রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে দুঃখ সয়ে সয়ে এ মানুষটা পাষাণ হয়ে গেছে।

খঞ্জন। তা জানি দাদা। নইলে শিশুপুত্রের অনাহার ক্লিষ্ট মুখ দেখে তোমার একটা নিঃশ্বাস পড়ল না? তোমার স্নেহের বাণ ডেকে উঠল নিহত শত্রুর পুত্রের জন্য? আমার যে ভ্রাতুষ্পুত্র তার শোচনীয় দুর্গতি আমাকেও পাগল করে তুলেছে।

ছত্রশাল। পাগলা কুকুরের বেঁচে থাকবার প্রয়োজন নেই। জলাতঙ্কের বিষে দেশটা ভরে যাবে।

খঞ্জন। আমাকে তুমি হত্যা কর দাদা।

ছত্রশাল। তাই করব, তবে নিজের হাতে নয়।

তরুসিংহ। ক্ষমা কর রাজা।

ছত্রশাল। ক্ষমা! যদি বেঁচে থাক, দেখতে পাবে, অপরাধ করে নিজেকেও আমি ক্ষমা করি না। ছিন্নশির তুলে নাও খঞ্জন। [খঞ্জন ছিন্নশির তুলিয়া লইল] আফজল খাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে এস।

তরুসিংহ। এ তুমি কি বলছ? সেখানে যাওয়ার অর্থ অনিবার্য্য মৃত্যু।

ছত্রশাল। মৃত্যুই এ অপরাধের একমাত্র শাস্তি। যদি বেঁচে যাও, রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে খুঁজে নিও, আমার কাছে আর ফিরে এস না।

খঞ্জন। তাই যাচ্ছি দাদা। কোনদিন তোমার আদেশ অমান্য করিনি, আজও করব না। তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে। মরেই আমি প্রমাণ করব যে আমি তোমার অযোগ্য ভাই নই।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

তরুসিংহ। এ তুমি কি করলে পাগল? এ ক্ষতি তুমি সইতে পারবে?

ছত্রশাল। ছত্রশালকে তুমি চেন না?

তরুসিংহ। চিনি। তুমিই নিজেকে চিনতে পাচ্ছ না।

ছত্রশাল। চোখে জল আসবে? চোখ দুটো অন্ধ করে দিও। পা টলবে? পা দুটো সমূলে ছেদন করো।

কপিলেশ্বরীর প্রবেশ।

কপিলেশ্বরী। আপনিই কি বুন্দেলা বীর ছত্রশাল?

ছত্রশাল। হ্যাঁ মা। কি চাও তুমি?

কপিলেশ্বরী। কিছু চাই না বাবা। একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।

তরুসিংহ। আবার দুঃসংবাদ?

ছত্রশাল। বল, আবার কার মৃত্যু সংবাদ এনেছ?

কপিলেশ্বরী। মৃত্যু সংবাদ নয়, তার চেয়েও শোচনীয়।

ছত্রশাল। বল মা, যে কোন সংবাদ শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত।

কপিলেশ্বরী। বাবা, আপনার বৃদ্ধা মাকে আর ছেলেটিকে দেখে এলাম দবীর খাঁর কারাগারে।

তরুসিংহ }
ছত্রশাল। } কারাগারে!

কপিলেশ্বরী। আহা, কচি মুখখানা অনাহারে শুকিয়ে গেছে, দুটো দিন এক টুকরো রুটি দেয় নি, এক ফোঁটা জলও দেয় নি।

ছত্রশাল। যেতে দাও, যেতে দাও, আমার মার কথা বল।

কপিলেশ্বরী। কি আর বলব? তাঁরও ঐ হাল! নাতীটাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না! দবীর খাঁকে কত খোসামোদ করলে,—আমাকে বেঁধে রেখে ওকে ছেড়ে দাও। দবীর খাঁর সেই এক কথা,—ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, দুজনকেই ছেড়ে দেব।

তরুসিংহ। কি? ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করবে?

ছত্রশাল। ধর্ম্মত্যাগ করে জীবন রক্ষা করবে ছত্রশালের মা?

কপিলেশ্বরী। বুড়ী সিংহিনীর মত গর্জ্জে উঠে বললে,—ইচ্ছে হয়, আমার বুকের উপর রেখে ওকে খুন কর, তবু ধর্ম্ম ত্যাগ করব না। ভাবলুম, এমন মা যার,—তাকে একবার দেখে আসি। অনেক তীর্থ দেখেছি.—এমন তীর্থ আব দেখি নি।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বান]

ছত্রশাল। ওই আবার যুদ্ধের আহ্বান। যাও তরুসিং, মহানদের মৃতদেহের উপর শুকনো কাঠ চাপা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এস; তারপর চল মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে।

তরুসিংহ। জয় মহারাজ ছত্রশালের জয়।

ছত্রশাল। না তরুসিং, বল—জয় কালভৈরবের জয়। তারি ডাক শুনে তারই দেওয়া তরবারি সম্বল করে বিশাল মোগল-বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছি আমরা। জয় যদি হয়, সে তাঁরই গৌরব; পরাজয় যদি হয়, সে অপরাধ আমাদের।

তরুসিংহ। জয় কালভৈরবের জয়, জয় কালভৈরবের জয়।

[প্রস্থান।

ছত্রশাল। কে মা তুমি?

কপিলেশ্বরী। শুনে সুখী হবেন না, আমি আপনার পরম শত্রু জায়গীরদার গজারুর স্ত্রী।

ছত্রশাল। তোমাকে না দবীর খাঁ কলমা পড়িয়েছিল?

কপিলেশ্বরী। তারা পড়িয়েছিল, আমিও পড়েছি। ক্রেস্তানরা ছেলেবেলায় আমায় যীশু ভজিয়েছিল, তাদের সঙ্গে প্রার্থনাও আমি করেছি। বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে ভিক্ষুণীও আমি হয়েছিলাম। নিষিদ্ধ খাদ্য কিছুই খেতে আমার বাধে নি। তাই বলে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আমি ভুলি নি; ভগবানকে আমি এখনও ভক্তি করি,

আমার মূর্খ স্বামীকে আমি এখনও ভালবাসি। আপনি ত সব শাস্ত্র পড়েছেন। বলুন, আমি বৌদ্ধ না ক্রেস্তান না মুসলমান?

ছত্রশাল। তুমি হিন্দু। শত দবীর খাঁ, হাজার আলমগীরের সাধ্য নেই, তোমার ধর্ম্ম কেড়ে নেয়। ধর্ম্মের স্থান দেহে নয় মনে।

[প্রস্থান।

কপিলেশ্বরী। এমন মানুষেরও শত্রু হয়? নির্ব্বোধ তুমি বাদশা ঔরংজেব, এত বড একটা মানুষকে তুমি দুশমন করে রাখলে, বন্ধুর মত আলিঙ্গন করতে পারলে না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আফজল খাঁর প্রাসাদ।

কামবক্স্ ও উদিপুরীর প্রবেশ।

উদিপুরী। কামবক্স্—

কামবক্স্। কি মা, তোমার চোখে আগুন জ্বলছে যে?

উদিপুরী। আমি তোমায় কশাঘাত করবো মাতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার।

কামবক্স্। আরে বাবা, অপরাধটা কি হল?

উদিপুরী। ছত্রশাল তোমারই হাতে পরাজিত?

কামবক্স্। পরাজিত ঠিক নয়। অনেক দিনের অনাহারে দেহটা তার অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তার উপর পরপর কতকগুলো বিপর্য্যয় ঘটে গেছে। বিশেষ করে তার বৃদ্ধা জননী দবীর খাঁর

কারাগারে বন্দিনী। তবু সেই লৌহমানব একা আমাদের বহু সৈন্য বিনষ্ট করেছে। আর একটু হলে আমার মাথাটাও মাটিতে লুটিয়ে পড়ত।

উদিপুরী। কেন পড়ল না, তাই আমি ভাবছি। তোমার মত মাতৃদ্রোহী সন্তানের বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল ছিল।

কামবক্স্। তোমার সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু বিধি বাম। অকস্মাৎ বহুকণ্ঠে চীৎকার উঠল,—"ছত্রশালেব মা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে।"

উদিপুরী। কি বলছ তুমি?

কামবক্স্। সব দবীর খাঁর কারসাজি মা। কথাটা শুনে ছত্রাশলেব দেহটা মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে উঠল, হাতখানা শিথিল হয়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তে সুবেদার সাহেব নেকড়ের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সূর্য্য যখন পাটে বসল, বুন্দেলখণ্ডের মুকুটহীন বাদশা ছত্রশাল তখন আঘাতে আঘাতে মৃতপ্রায়। আমি বললাম, "যাও মামু যাও, আমি ওকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছি।" মামু একখানা মোটা শেকল আমার হাতে দিয়ে চলে এলেন।

উদিপুরী। আর তুমি তাকে বন্দী করে লোহার খাঁচায় পূরে লাহোরে নিয়ে এসেছ?

কামবক্স্। সুবেদার সাহেবের আদেশ এইরূপই ছিল জননী। কি বলবো মা তোমায়? লোকটা অত্যন্ত অসভ্য আর ইতর। আমি যখন তাকে বন্দী করে টেনে তুললাম,—

দুলারীর প্রবেশ।

দুলারী। তখন সেই অভদ্র লোকটা অমন মোটা লোহার শেকল

পটপট করে ছিঁড়ে ফেললে, আর শাহাজাদা কামবক্স্‌কে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে চম্পট দিলে।

কামবক্স্‌। আর যাবার সময় তার হাতে তরবারি তুলে দিলে এক হতভাগা মুসলমানের মেয়ে।

উদিপুরী। এ কথা সত্য?

দুলারী। আমি নিজের চোখে দেখেছি ফুফু।

উদিপুরী। এই বীরত্ব নিয়ে তোমরা ছত্রশালের সঙ্গে লড়াই করতে যাও? লজ্জা নেই তোমাদের?

দুলারী। দিল্লী ফিরে যাও ভাইজান।

কামবক্স্‌। কি, ফিরে যাব? ছত্রশালকে ধ্বংস না করে পিতার কাছে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে?

উদিপুরী। মুখ দেখাতে হবে না বাবা। আমার সঙ্গে তুমি মক্কায় চল। আবাব বলছি, বাদশা হয়ে তোমার কাজ নেই, তুমি মানুষ ছত্রশালের মত মানুষ হও।

[প্রস্থান।

কামবক্স্‌। তোমার যে মুখে হাসি ধরে না দেখছি।

দুলারী। কি বলছ তুমি? দুঃখে আমার—

কামবক্স্‌। নাচ পাচ্ছে। আমাদের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়ে সে লোকটা সদর্পে চলে গেল, আর তুমি দন্তবিকাশ করছ? এই কি ভগ্নীর ধর্ম্ম?

দুলারী। তোমার টেংরী দুটো যদি সে ভেঙ্গে দিয়ে যেত, তাহলে আমার আরও আনন্দ হত। কত বড় বীর ছত্রশাল, এইবার বুঝলে ত?

কামবক্স্‌। ইতর, অসভ্য, গুণ্ডা।

দুলারী। যা তা বলো না বলছি।

কামবক্স্। ছোটলোক, পাজী, শয়তান।

দুলারী। শয়তান তুমি—শয়তানের বাচ্ছা শয়তান।

কামবক্স্। বুঝে নিয়েছি।

দুলারী। কি বুঝে নিয়েছ?

কামবক্স্। তোমার হয়ে গেছে।

দুলারী। কি হয়ে গেছে?

কামবক্স্। যা হবার নয়। লোকটা দেখতে বেশ,—না দুলারি?

দুলারী। আমি কি করে বলব?

কামবক্স্। কাজটা কিন্তু ভাল হয় নি।

দুলারী। কোন কাজ?

কামবক্স্। যা তুমি করেছ! লোকটা একে কাফের—

দুলারী। কাফের তোমরা।

কামবক্স্। তার উপর তোমার আর আমার পিতা ঠিক করেছেন, আমাদের সাদী হবে।

দুলারী। তুমি জাহান্নামে যাও।

কামবক্স্। তবে তাও বলব, লোকটা অসাধারণ বীর। একা তলোয়ার ঘুরিয়ে কি মারটাই আমাদের দিলে। মামু ত মারের চোটে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, আর দবীর খাঁ পুচ্ছদেশে লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রক্তবমি করতে লাগল।

দুলারী। এইবার তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ তার স্বরূপ?

কামবক্স্। তোমার মুখখানা যে পাকা মাকালের মত লাল হয়ে উঠল। ব্যাপার ত ভাল দেখছি না। এরপর হয়ত তুমি রাজপুতদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলবে,—ছুটে যাও বুন্দেলার বীর

সন্তানগণ, তোমাদের রাজা বল্লভপুরে মৌলানা রসুলের আশ্রমে— যাঃ।

দুলারী। কোথায় আশ্রয় নিয়েছে বললে? বল্লভপুরে?

কামবক্স্। আরে না-না-না।

দুলারী। মৌলানা রসুল বললে না?

কামবক্স্। কক্ষনো বলি নি। সে চুলোয় গেছে, গোল্লায় গেছে, উচ্ছন্নে গেছে।

দুলারী। আমিও যাচ্ছি।

কামবক্স্। না-না, তুমি যেও না। অসন্তুপ্ত বুন্দেলা রাজপুতেরা তাদের রাজাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা যদি গিয়ে বল্লভপুরে সমবেত হয়, তাহলে আমাদের দফা রফা।

দুলারী। আমিও তাই চাই।

কামবক্স্। শোন শোন। তাহলে আমাকে সাদী করতে তোমার অমত নেই ত?

দুলারী। খবরদার। একথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন। [প্রস্থান।

কামবক্স্। বিজয়োল্লাস কর মামু বিজয়োল্লাস কর। ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে বাজে।

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। কথাটা তুমি বোঝ?

কামবক্স্। একি! অকস্মাৎ আপনি লাহোরে? ওরে, কে আছিস? সুবেদার সাহেবকে সংবাদ দে।

ঔরংজেব। কামবক্স্, ছত্রশাল কোথায়?

কামবক্স্। পালিয়ে গেছে পিতা।

ঔরংজেব। তার হাতে আফজল খাঁর দেওয়া লৌহশৃঙ্খল পরিয়েছিলে?

কামবক্স্। পরিয়েছিলাম পিতা। আমি যখন তাকে বন্দী করে টেনে তুললাম, তখন, কি বলব পিতা, সে অনায়াসে লোহার শেকল ছিঁড়ে ফেলে আমাকেই বন্দী করে রেখে পালিয়ে গেল।

ঔরংজেব। আর তুমি নসীবকে ধিক্কার দিতে লাগলে, কেমন? দেখ ত শাহজাদা, যে শৃঙ্খল দিয়ে ছত্রশালকে বাঁধা হয়েছিল, এই না সেই শৃঙ্খল? [শৃঙ্খল বাহির করিলেন।]

কামবক্স্। পিতা!

ঔরংজেব। কোথায় ছিন্ন করেছে, দেখাও ত। কামবক্স্, সম্রাট ঔরংজেব দিল্লীর শাহী তক্তে বসে সমগ্র হিন্দুস্থানের দিকে সহস্র চক্ষু মেলে চেয়ে আছে। বল যুবক, ছত্রশালকে মুক্তির সুযোগ তুমিই করে দাওনি?

আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। সে কি কামবক্স্? ছত্রশাল পলায়িত?

ঔরংজেব। তুমি মূর্খ, তাই তাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে প্রাসাদে নিয়ে আসার ভার দিয়েছিলে এক অপরিণতবুদ্ধি অস্থিরমতি যুবকের উপর।

আফজল। সম্রাট নিজেও ত তাকে সৈন্যচালনার ভার দিয়ে পাঠিয়েছেন।

ঔরংজেব। সৈন্যচালনার ভার দিয়েছি তোমার অধীনে যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করার জন্য। তাই বলে শাহজাদার উপর অপরিমিত বিশ্বাস করতে ত তোমায় বলি নি।

আফজল। এ তুমি করলে কি বাপজান?

কামবক্স্। কি যে করেছি, আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না।

ঔরংজেব। বুঝতে পাচ্ছ না? কোথায় ছত্রশাল?

কামবক্স্। আমি জানি না।

ঔরংজেব। জানতে হবে যুবক। পিতৃদ্রোহিতা করে আকবর হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। মহম্মদ সেলিমগড় দুর্গে বন্দী। তোমাকে আমি মক্কার পথে পা বাড়াতে দেব না, অন্ধ মহম্মদের মত তুমিও সেলিমগড় দুর্গের শোভা বর্দ্ধন করবে।

কামবক্স্। এই ত স্বাভাবিক পিতা। ভাইদের যিনি নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন, পুত্রেরা তার কাছে আর বেশী কি আশা করতে পারে?

আফজল। কোথায় গেছে ছত্রশাল? বল বাপজান, বল, আমাদের এত আয়োজন নিষ্ফল করো না।

কামবক্স্। জানলে ত বলব।

ঔরংজেব। জানবে,—আজ নয়, দুদিন পরে। আফজল খাঁ, পিতৃদ্রোহীকে শৃঙ্খলিত কর।

আফজল। জাঁহাপনা! এ আপনার পুত্র।

ঔরংজেব। ঔংরজেবের পুত্র-কন্যা বন্ধু-বান্ধব সব ইসলাম। বন্দী কর আফজল খাঁ। [শৃঙ্খল ছুঁড়িয়া দিলেন] তারপর বন্দীকে ওই লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দাও। আমি ফিরে গিয়ে রাজদ্রোহীর বিচার করব।

আফজল। সম্রাট!

ঔরংজেব। ভাবছ কি মূর্খ? ছত্রশালের ভাইকে তুমি কারারুদ্ধ

করেছিলে না? তাকে মুক্তি দিয়েছে সম্ভবতঃ এই কাফের। গৃহে ফিরে যাবার সময় সে কি করেছে জান?

আফজল। কি করেছে জাঁহাপনা?

ঔরংজেব। তোমার মহা উপকার করে গেছে। তোমার শিশু-পুত্রকে বাঁদীর সঙ্গে পীরের দরগায় পাঠিয়েছিলে বুঝি? তারা ফিরে এসেছে?

আফজল। দু'দিন পরে ফিরে আসবে।

ঔরংজেব। আর আসবে না।

কামবক্স, আফজল } আসবে না?

ঔরংজেব। না, বন্দী কর, বন্দী কর, আফজল খাঁ। এত বড় দুশমনদের হাতে পেয়ে যে ছেড়ে দেয়, বাদশাহী তার জন্যে নয়, বেঁচে থাকবারও তার কোন অধিকার নেই।

আফজল। সত্য জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। কে? প্রিয় পুত্র মহম্মদ? সেলিমগড়ের কবর গাহ থেকে কে তোমায় তুলে আনলে? তোমার চোখে কটাক্ষ নেই, তবু শ্রাবণের ধারা বইছে! আমি কি করব পুত্র, আমি কি করব? তোমার বিচারক ঔরংজেব, ঔরংজেবের বিচারক ইসলাম। ইসলামের বিরোধিতা করে তোমার চাচারা রক্ষা পায় নি, তুমি কেন পাবে? কি বলছ তুমি? যে দণ্ড তোমায় দিয়েছি সে দণ্ড যেন কামবক্সকে না দিই? পেছনে কে নিঃশ্বাস ফেলছে? দারা? সুজা, তুমিও বলছ? মোরাদ, তোমারও ওই আবেদন? না না—শুনব না, প্রথম কথা ইসলাম, শেষ কথা ইসলাম। তামাম হিন্দুস্থানে আমি গড়ে তুলব এক দার-উল-ইসলাম। [প্রস্থান।

আফজল। [শৃঙ্খল তুলিয়া লইল] কামবক্স্, তুমি রাজদ্রোহী! তুমি বিশ্বাসঘাতক! জাঁহাপনা যা বললেন, এ কি সত্যি?

কামবক্স্। আগাগোড়া মিথ্যে।

আফজল। কোথায় আমার শিশুপুত্র?

কামবক্স্। আমি জানি না। আর কোন কথার উত্তর আমি দেব না।

আফজল। তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

কামবক্স্। মৃত্যুর জন্য নয়, বাদশাহীর জন্য প্রস্তুত হব। [শৃঙ্খল কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ]

আফজল। কামবক্স্!

কামবক্স্। সেলাম মামু, সেলাম। [প্রস্থান।

আফজল। কে আছ?

ছিন্নশির লইয়া খঞ্জন সিংহের প্রবেশ।

খঞ্জন। সুবেদার আফজল খাঁর জয় হোক।

আফজল। কে? চম্পৎ রায়ের পুত্র খঞ্জন সিং। মৃত্যুর গহ্বরে আবার তুমি ফিরে এসেছ? ভালই করেছ। এবার আর তোমায় কারারুদ্ধ করব না। জীবন্ত প্রোথিত করব।

খঞ্জন। ও ভয়ে আর আমি ভীত নই সুবেদার। দাদা আমায় ত্যাগ করেছেন। তাঁরই আদেশে আমি আপনার কাছে ফিরে এসেছি। কারাগার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পথে দেখলাম একটি শিশু কলহাস্যে বনপথ মুখরিত করে চলেছে। পরিচয় নিয়ে জানলুম, সে আপনারই পুত্র।

আফজল। কোথায় সে? কোথায় আমার শিশুপুত্র?

খঞ্জন। দেহটা নদীর জলে ভেসে গেছে। মাথাটা দাদাকে উপহার দিয়েছিলাম।

আফজল। কি বললি শয়তান?

খঞ্জন। দাদা উপহার নিলেন না। আপনার কাছে নিয়ে আসতে বললেন। তাই নিয়ে এসেছি সুবেদার সাহেব, এই নিন।
[ছিন্নশির আফজল খাঁর সম্মুখে রাখিল]

আফজল। ওঃ—হায় পুত্র, তোমার এই পরিণাম? কি করব আমি তোমাকে জল্লাদ? জীবন্ত দগ্ধ করব, না আকণ্ঠ প্রোথিত করে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন করাব?

খঞ্জন। আপনার যেরূপ ইচ্ছা।

আফজল। কে আছ? শয়তানের শিরশ্ছেদ কর। না,—আগে একটা একটা করে অঙ্গছেদন কর। তারপর ওর চারিপার্শ্বে প্রাচীর তুলে দাও। না না, আবার কেউ মুক্ত কবে দেবে, তার চেয়ে আমি নিজের হাতে তোমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব।

গীতকণ্ঠে রসুলের প্রবেশ।

রসুল।—

গীত।

ওরে পাগল শোন্,
পাপের খাতায় জমল কত, এবার বসে গোন্।
যার গোলামের গোলাম তোদের নবাব শাহান শাহ্,
তারি নামে বাদাম দিয়ে এবার ভাসা না;
রক্তে সিনান করলি কত,
মাথা নিলি শত শত,
দিন ফুরোল, এবার ঘরে ধরমের বীজ বোন।

আফজল। না না, কারও কথা শুনব না। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, কি তোমার শাস্তি। তোমাকে আমি বন্দী করে শাহানশার কাছে নিয়ে যাব। তিনি তোমার গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন করাবেন। তার চেয়েও যদি নির্ম্মম শাস্তি কিছু থাকে, সে তাঁর কল্পনায়ই খেলবে, আমার নয়।

[খঞ্জনকে বন্দী করিয়া লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগার।

শঙ্করী ও সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়।—

গীত।

আদি পিতা রহমান
মানুষের বুকে কেন দিলে না ক উদার মহান্ প্রাণ?
সৃষ্টি তোমার, হে রাজাধিরাজ, মোহন তুলিতে আঁকা,
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মন কেন কর্দ্দমে মাখা?
মঙ্গল কর বুলায়ে
হিংসা দাও গো ভুলায়ে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া উঠুক বাজিয়া মধুর প্রেমের গান।

শঙ্করী। কেউ কি নেই? এই পৃথিবীর বিচারক কেউ কি

নেই? কচি ছেলেটা বিনাদোষে না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, তবু আকাশে সূর্য্য উঠছে, বাতাস শুদ্ধ হয়ে গেল না। নিলর্জ্জ আকাশ তবু বলছে না যে ওরে অত্যাচারী, ওরে সৃষ্টির কলঙ্ক, আর আমি তোদের মাথায় ছত্রধারণ করব না। এরা কি সবাই সমান? কারও প্রাণে কি এতটুকু দয়া মায়া নেই? ওরে কারারক্ষীর দল,— এক কণা খাদ্য দিয়ে শিশুর প্রাণ রক্ষা কর্।

সঞ্জয়। দাদি,—

শঙ্করী। কি রে সঞ্জয়? পা টলছে? পেটে আগুন জ্বলছে না ভাই? আমার মুখের দিকে চাইলে কি হবে? আমি নিরুপায়, যদি আমার বুকের রক্ত খেয়ে ক্ষিদে মেটে, আয় ভাই আয়, বুকটা নখ দিয়ে চিরে ফেল।

সঞ্জয়। রক্ত কি তোমার আছে দাদি? আমার মত তুমিও ত অনাহারী। আমার একটা কথা শুনবে দাদি?

শঙ্করী। কি কথা, বল।

সঞ্জয়। তোমার কাছেই শুনেছি, দাদুকে দবীর খাঁই কারাগারে ঠেলে দিয়েছিল। এই লোকটার হাতে যখন পড়েছি, তখন বাঁচবার আশা আর আমাদের কারও নেই দাদি। শয়তান দবীর খাঁর হাতে মরার চেয়ে তুমি আগে আমাকে গলা টিপে মার, তারপর নিজে প্রাচীরে মাথা ঠুকে মর।

শঙ্করী। আমার দাদুভাই, আমার সাতরাজার ধন মাণিক। আমি তোকে নিজের হাতে গলা টিপে মারব? তার চেয়ে তুই আমার মাথায় পাথর ছুঁড়ে মার্। আর কটা দিনই বা বাঁচব? আগে আগেই চলে যাই। ওরে, বুকটা কি পাথর দিয়ে গড়া? এত দুঃখেও ফেটে গেল না? আর কত সয়? [বক্ষে করাঘাত]

সঞ্জয়। দাদি! বসো দাদি, তোমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে। বড় কষ্ট হচ্ছে তোমার তাই না?

শঙ্করী। আর তোর বড় সুখ হচ্ছে, কেমন? ওরে, আমি যে তোর মুখের প্রত্যেক রেখাটি চিনি। যাক্ যাক্ আর ভাবতে পারি না। একটা কাজ কর ভাই, আর কিছু না পারিস্ আমার চোখ দুটোকে অন্ধ করে দে। তোর এ কাতর করুণ মুখ আর আমি দেখতে পারি না। কে কোথায় কে জানে? খঞ্জন, ছত্রশাল, তরুসিং, মনসুব, মহানন্দ—কেউ থাকবে না। তোর বাবা কাউকে বাঁচতে দেবে না। আমরা সবাই মরে গেলে বাদশার সঙ্গে সন্ধি করবে।

সঞ্জয়। দাদি, আবার তুমি বাবার নিন্দে কচ্ছ? বাবার মহত্ব বোঝবার সাধ্য তোমার নেই।

শঙ্করী। মহত্ব বই কি? মহত্ব নয়? ইচ্ছে করলে যে আজ একটা সুবেদার হতে পারত, তার ছেলে না খেয়ে মরে। তার মা মোগলের কারাগারে বন্দিনী। দেখ ত ভাই, দেখ ত, কোনখানে একটু ফাঁক আছে নাকি। আমি মরি মরব, তুই যদি বেরিয়ে যেতে পারতিস্, ওঃ কে বুঝবে প্রাণের ব্যথা?

সঞ্জয়।— **গীত।**

দুঃখ মোদের গলার মালা, দুঃখে কি আর ভয়?
সারাজীবন দুঃখ সয়ে আমরা মৃত্যুঞ্জয়।

শঙ্করী। আবার গান, চুপ কর বলছি।

সঞ্জয়।— **পূর্ব্ব-গীতাংশ।**

ভাঙ্গুক আকাশ, বহুক প্লাবন,
টলবে না মোর দুটি চরণ,
ফেলবে না ক অশ্রু নয়ন মানব না ক পরাজয়

শঙ্করী। থাম্ থাম্, গান আসছে কি করে?

সঞ্জয়।—

পূর্ব্ব-গীতাংশ।

আমার বুকের রক্তে রেঙে, উঠুক সবাই নিদ্রা ভেঙ্গে,
ডাক দিয়ে যাই দেশবাসীকে, ওঠ, জাগো, কর জয়॥

দবীর খাঁর প্রবেশ।

দবীর। আহা হা, চোখে আমার জল আসছে। এই টুকু ছেলে, এত দুঃখ কি এদের সয় গা? আমরা একবেলা না খেলে চোখে অন্ধকার দেখি, আর এ কচি ছেলে, কদিন এক দানা খাদ্য মুখে দেয় নি। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

সঞ্জয়। আপনার দুঃখ দেখে আমাদেরও বুক ফেটে যাচ্ছে।

দবীর। যাবেই ত। তোমরা জান না, তোমাদের দাদু চম্পৎ রায় ছিলেন আমার পরম বন্ধু।

সঞ্জয়। তবে যে শুনলুম, দাদুকে আপনিই বন্দী করিয়েছিলেন।

দবীর। ছি ছি ছি, কে তোমাদের এ মিছে কথা বলেছে? তার মৃত্যুর পর আমি একমাস চোখের পাতা বুঁজতে পারি নি।

সঞ্জয়। আর এক ফোঁটা জলও খান নি।

শঙ্করী। দবীর খাঁ, সত্যই যদি একদিনের জন্যও তুমি আমার স্বামীকে বন্ধু বলে মনে করে থাক, তাহলে তার এই অসহায় বংশধরকে এমনি করে অনাহারে মের না।

দবীর। তা আমি কি করব বল। এ সুবেদার সাহেবের হুকুম। তারই বা কি দোষ? স্বয়ং বাদশার ফতোয়া ত তিনি অমান্য করতে পারেন না। নইলে তোমাদের দুঃখে আমাদের

দুজনেরই বুক ফেটে যাচ্ছে। আহা ।মহানদ যখন যুদ্ধে প্রাণ দিলে—

শঙ্করী। কি বললে? কে প্রাণ দিয়েছে? মহানদ?

সঞ্জয়। মহানদ কাকা নেই?

শঙ্করী। ওঃ বুকটা ফেটে গেল বুঝি। ওর মা ওকে আমার কাছে রেখে বিদেয় নিয়েছিল। চলে গেল? চলে গেল?

সঞ্জয়। স্থির হও দাদি। মরতে ত হবেই, দেশের জন্য যে মরতে পারে, সেই ত মানুষ। তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

শঙ্করী। দবীর খাঁ, প্রাণভিক্ষা আমি চাই না। যে অস্ত্র দিয়ে মহানদকে তোমরা হত্যা করেছ, সে অস্ত্র আমার বুকে বিঁধিয়ে দাও। উঃ—

দবীর। আহা, সব চোখের জলটা দেওর পোর জন্যে ঢেলে দিলে? নিজের ছেলের জন্যে একটু রাখলে না?

শঙ্করী সঞ্জয়। কার কথা বলছেন?

দবীর। খঞ্জনের কথা বাবা।

শঙ্করী। কোথায় খঞ্জন?

দবীর। খঞ্জন নেই।

শঙ্করী। কি? খঞ্জনও নেই? ওঃ—ওরে, আকাশটা ভেঙ্গে কেন এখনও মাথায় পড়ছে না?

সঞ্জয়। দাদি! [শঙ্করীকে ধরিল]

শঙ্করী। তুইও কি হারিয়ে যাবি দাদু? একটু অপেক্ষা কর। আগে আমি মরি, তারপর—

দবীর। কেন মরবে তোমরা? এই মুহূর্ত্তে আমি তোমাদের মুক্ত করে দেব।

সঞ্জয়। এত দয়া তোমার দবীর খাঁ? মুক্তি দেবে আমাদের? নিশ্চয়ই কোন গুরুতর সর্ত্ত আছে।

দবীর। আরে না-না, অতি সহজ সর্ত্ত। তোমরা যদি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর—

শঙ্করী ও সঞ্জয় } চুপ্।

দবীর। কেন তোমরা অবুঝ হচ্ছ? বলি, প্রাণটা ত রক্ষে করতে হবে।

সঞ্জয়। না, হবে না। ধর্ম্মত্যাগ করার চেয়ে প্রাণত্যাগ করা অনেক গৌরবের।

দবীর। সে কথা কি আমি বুঝি না? কিন্তু কি করব? সম্রাটের আদেশ,—ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করলে তোমাদের শাস্তি মৃত্যু।

সঞ্জয়। মৃত্যুই আমাদের দাও।

দবীর। ভেবে দেখ।

সঞ্জয়। দেখেছি।

শঙ্করী। আগে আমাকে মৃত্যু দাও।

সঞ্জয়। না-না, আগে আমাকে।

শঙ্করী। এত নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না দবীর খাঁ। আমার চোখের উপর ওকে তুমি হত্যা করো না। মাথায় বজ্রাঘাত হবে। আগে আমার বুকে তোমার তরবারি বিঁধিয়ে দাও। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করে যাব। তোমার দুটি হাত ধরছি। [দবীর খাঁর হস্ত-ধারণ]

দবীর। বুড়ী শয়তানী, দূর হ। [ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল]

সঞ্জয়। দবীর খাঁ! মানুষ তুমি নও, মানুষের দেহে তুমি একটা জানোয়ার।

দবীর। জানোয়ারের থাবাটা তাহলে দেখে যাও। [সঞ্জয়ের গলা টিপিয়া ধরিল]

শঙ্করী। ছেড়ে দে শয়তান, ছেড়ে দে। ওরে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিলে ধর্ম্মে সইবে না।

দবীর। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম। [সঞ্জয়কে ফেলিয়া বুকে পা তুলিয়া দিল] বল শয়তানের বাচ্ছা, ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করবি কি না?

সঞ্জয়। তোমার মুখে আমি পদাঘাত করি।

দবীর। কর পদাঘাত, পদাঘাত কর। [পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করিল] — crash

শঙ্করী। ওরে জল্লাদ, ক্ষান্ত হ। ও হো-হো-হো, এমন দৃশ্য কি আর কোথাও দেখেছ কেউ? আমার মত ভাগ্যবতী আর কি কেউ আছে?

সঞ্জয়। দাদি! আমার মাথায় পায়ের ধূলো দাও। কেঁদো না— আমি আগে যাচ্ছি—তুমি আমার পেছনে এস।

শঙ্করী। তাই চল দাদা, যেখানে কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, সেইখানে চল।। দবীর খাঁ, কি আর বলব তোমাকে? যাবার সময় আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, এমনি করে তোমাকেও অপঘাতে মরতে হবে, আর সেদিন বেশী দূরে নয়।

দবীর। কলমা পড়বি না বুড়ি?

শঙ্করী। চুপ শয়তানের বাচ্ছা!

দবীর। তাহলে তুইও নাতীর সঙ্গে যা। [ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, পরে তরবারি উত্তোলন করিল]

দুলারী ও উদিপুরীর প্রবেশ

উদিপুরী। খবরদার দবীর খাঁ। [পিস্তল বাগাইলেন]

দবীর। কে? বেগম সাহেবা? দেখুন এ শয়তানি—

উদিপুরী। চুপ্। এই মহীয়সী নারীকে আর একটা কথা বললে আমি তোমায় কুকুরের মত গুলি করে মারব॥

দবীর। সুবেদার আফজল খাঁর আদেশে আমি এদের কলমা পড়াতে—

উদিপুরী। বল গিয়ে তোমাদের সুবেদারকে যে উদিপুরী বেগম তার বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। এই শিশুকে অস্ত্রাঘাত করেছে কে? তুমি? মনে করেছে এদিন এ ভাবেই যাবে? তা যায় না দবীর খাঁ। ছত্রশালের হাতে যদি তুমি না মর, আমার হাতে মরবে।

দুলারী। না হয় আমার হাতে।

দবীর। তার চেয়ে তিনজনে একসঙ্গে মারুন, হাসতে হাসতে কবরে চলে যাই। [স্বগত] হারামির বাচ্ছা! [প্রকাশ্যে] সেলাম সেলাম।

[প্রস্থান।

উদিপুরী। ওঠ মা রাজ-রাজেশ্বরি। এ দীনশয্যা তোমার জন্য নয় মা। [শঙ্করীকে তুলিলেন]

শঙ্করী। দাদু কই? দাদু?

উদিপুরী। যে লোকে অভিমন্যু আছে, দধীচি আছে, তোমার দাদু আজ সেই লোকের যাত্রী মা। তার জন্যে চোখের জল ফেল না। শহীদের মৃত্যুতে বুন্দেলখণ্ডের মাটি ধন্য হবে। ছত্রশাল এইবার

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবে। এস মা এস, তুমি ডাক ভগবানকে, আমি ডাকি আল্লাকে, শিশুর আত্মদান সার্থক হক।

[শঙ্করীকে লইয়া প্রস্থান।

দুলারী। ওঠ যাদু, ওঠ মাণিক,—এ নরকে কি মরতে আছে? [চুম্বন]

সঞ্জয়। মা, মা—[মৃত্যু]

দুলারী। যাবার সময় এ কি বলে গেলি নির্ব্বোধ? ঘরে চল, ঘরে চল শহীদ। কে আছ বিশ্বের বিচারক, এ শিশু হত্যার বিচার করো, বিচার করো।

[মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লী-রাজপ্রাসাদ।

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। না-না, হবে না উদিপুরী, হবে না। তুমি ত জান, আমার কাছে পুত্র-কন্যার বিচার নেই। ছত্রশাল মরবে। তাকে রক্ষা করার জন্য যে কেউ একটা অঙ্গুলি হেলন করবে, তাকে আমি মূষিকের মত বধ করব। সে শত্রু হক, আর পুত্র হক।

আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। কি আফজল খাঁ, কি খবর এনেছ?

আফজল। যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে।

ঔরংজেব। জয় হয়েছে?

আফজল। হ্যাঁ সম্রাট, আমরা চম্পাপুর দুর্গচূড়ায় বাদশাহী পতাকা প্রোথিত করে এসেছি।

ঔরংজেব। উত্তম করেছ, বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ। চম্পাপুর দুর্গের ইঁট কাঠ পুড়িয়ে মুঠো মুঠো ছাই খাও, তুমি আর তোমার সহকারী ওই দবীর খাঁ।

আফজল। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। মাত্র দুশো সৈন্য নিয়ে এই কাফের ছত্রশাল

পাঁচহাজার বাদশাহী সৈন্যকে মূষিকের মত বধ করে সদর্পে চলে গেল, তবু তোমরা জয়ের গৌরব কর? বিশহাজার সৈন্যের সঙ্গে তোমরা দুটো অকর্ম্মণ্য সেনানী যদি রণস্থলে প্রাণ দিতে, তাতেও আমার আক্ষেপ ছিল না।

আফজল। আপনি ত জানেন, আমরা ছত্রশালকে করায়ত্ত করতে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। কিন্তু—

ঔরংজেব। কিন্তু চোখের জলে তোমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়েছিল, আর তোমার বন্ধু দবীর খাঁর চোখে প্রেমের সুর্ম্মা রোশনাই জ্বেলে দিয়েছিল, না? চোখ দুটো ছলছল কচ্ছে দেখছি।

আফজল। না না, কে বললে?

ঔরংজেব। আফজল খাঁ, ঔরংজেব নিজে কখনও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি। যাদের পাশে নিয়ে সে তামাম হিন্দুস্থানে ইসলামের আবাদ করতে নেমেছে, তাদের চোখেও সে জল দেখতে চায় না। চোখের জল যদি ফেলতে হয়, তরবারি রেখে নকরীতে ইস্তফা দিয়ে রাজপথে নেমে যাও।

আফজল। জানি না সম্রাট আপনার প্রাণটা কি দিয়ে গড়া।

ঔরংজেব। পাথর দিয়ে গড়া। শোক আমায় বিদ্ধ করতে পারে না, ভাগ্যের ভ্রূকুটি আমায় ভয় দেখাতে পারে না আফজল খাঁ। ইসলামের স্বার্থরক্ষার জন্য ভাইদের আমি কবরে পাঠিয়েছি, নিজের পুত্র মহম্মদকে পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন করে সেলিমগড় দুর্গে আমরণ আবদ্ধ করে রেখেছিলাম। সেই আমি ঔরংজেব—নিয়তির মত নিষ্ঠুর! কারও রুদ্ধকণ্ঠ আর কম্পিত তরবারি আমি দেখতে চাই না, সে আফজল খাঁই হক, আর কামবক্স্‌ই হক। ছত্রশালের সন্ধান পেয়েছ?

আফজল। না জাঁহাপনা। চারিদিকে আমি চর পাঠিয়েছি, কেউ তার সন্ধান পায় নি।

ঔরংজেব। পেতে হবে আফজল খাঁ। দশ বছর ধরে তোমায় লাহোরের দুর্গে অতুল ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে বসিয়ে রেখেছি শুধু সাজের জন্য নয়, কাজের জন্য। তোমার চোখের উপর ছত্রশাল সৈন্যদল গঠন করলে, তুমি নিঃশ্বাস ফেললে না, ভৈরবের মন্দির চূর্ণ করতে বারবার মজুর মিস্ত্রীর দল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল, আর তুমি লাহোরের গদীতে বসে সুরা আর বাঈজী নিয়ে মসগুল হয়ে রইলে।

আফজল। এ আপনার অনুমান মাত্র।

ঔরংজেব। ঔরংজেবের অনুমান প্রমাণের চেয়ে বড—শোন নি? কাশ্মীরের যুদ্ধে, পাতিয়ালার রণক্ষেত্রে যে তরবারি একদিন ঔরংজেবের চোখ দুটোকে পর্য্যন্ত বিস্ফারিত করেছিল, কোথায় সে তরবারি?

আফজল। সে তরবারি আমার সঙ্গেই আছে।

ঔরংজেব। তবে তাতে ধার নেই।

আফজল। ধারও আছে জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। তবে ধারালো দিকটা মাঝে মাঝে ছত্রশালের দিকে থাকে না। ভেতরের রাজপুত কখনও কখনও বাইরে বেরিয়ে আসে, না?

আফজল। জাঁহাপনা কি আমাকে বিশ্বাস করেন না?

ঔরংজেব। বিশ্বাস! ঔরংজেব এক খোদাতালাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করে না, নিজেকেও নয়। তোমার বীরত্ব সৎনামী-বিদ্রোহ দমন করতেই শেষ হয়ে গেছে। নইলে বুন্দেলখণ্ডের এই ক্ষুদ্র মূষিককে দমন করতে তুমি এত অক্ষম?

আফজল। ক্ষুদ্র মূষিক সে নয় সম্রাট। আপনি শিবাজীকে

দেখেছেন, গোকলাকে দেখেছেন, কিন্তু ছত্রশালকে মুখোমুখী দেখেন নি। সম্মুখ যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করতে পারে এমন বীর বোধহয় হিন্দুস্থানে নেই।

ঔরংজেব। আছে কি না, আমি তোমায় দেখিয়ে দেব চল।

আফজল। আপনি যাবেন যুদ্ধে!

ঔরংজেব। উপায় নেই। তোমাদের মত অকর্ম্মণ্য সেনানী যার, তার নিজের হাতে অস্ত্রধারণ ছাড়া গতি নেই।

আফজল। কিন্তু কোথায় পাবেন তাকে?

ঔরংজেব। যেখানে কালভৈরবের জয়গান হয়, সেখানেই পাব। বুঝেছ বুদ্ধিমান? যাও, বন্দী কামবক্স্‌কে হাজির কর।

আফজল। কামবক্স্‌ নেই জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। নেই! কেন? বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে? এমন কাপুরুষ পুত্র ঔরংজেবের!

আফজল। আত্মহত্যা সে করে নি জনাব।

ঔরংজেব। তবে? তার মা তার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েছে? ঔরংজেবের বুকটা পাথর দিয়ে গড়া, আর এই রাক্ষসীর বুকটা লোহা গালিয়ে ঢালাই করা!

আফজল। উদিপুরী তাকে হত্যা করে নি জাঁহাপনা। আমার চোখের উপর সে লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করে সদর্পে চলে গেছে সম্রাট।

ঔরংজেব। তুমি বল কি উন্মাদ? সে শৃঙ্খল ছিন্ন করতে মানুষে পারে? এ যে আমারও অসাধ্য! তুমি তাকে বাধা দিয়েছিলে?

আফজল। বাধা দেব কি সম্রাট? আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। পিতার মুখে শুনেছিলাম, উদিপুরীর মা ছিল বিশ্বত্রাস

তাইমুর লঙের বংশধর। কামবক্স্‌কে দেখে মনে হচ্ছে, কথাটা মিথ্যা নয়। গোলামের গোস্তাকি মাপ করবেন সম্রাট। ছত্রশালের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আপনি নন, আপনার পুত্র কামবক্স্‌। যদি ছত্রশালকে করায়ত্ত করতে চান, কামবক্স্‌কে আপনি ত্যাগ করবেন না। সে যদি আপনার উপর বিরূপ হয়ে ছত্রশালের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে দিল্লীর মসনদে আপনার স্থান আর বেশী দিন হবে না।

ঔরংজেব। এই কথা বলতেই কি তুমি আমার কাছে এসেছ?

আফজল। না। ছত্রশালের ভাইকে আমি বন্দী করে এনেছি।

ঔরংজেব। বন্দী করে এনেছ? সে তোমার শিশুপুত্রকে হত্যা করেছে না? এখনও তুমি তার শিরশ্ছেদ কর নি?

আফজল। তরবারি তুলেছিলাম জাঁহাপনা। কিন্তু আমার কল্পনায় এল না, কোন্‌ শাস্তি তার পক্ষে যথেষ্ট। তাই বন্দী করে এখানে নিয়ে এসেছি। আপনি তাকে কঠোরতম শাস্তি দিন। বন্দীকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। ছত্রশালের সঙ্গে যোগ দেবে? কেন দেবে না? পিতৃদ্রোহের বীজ মোগলরাজবংশের রক্তে মিশে আছে। আমি আমার পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিলাম, আমার পুত্র আমাকে মসনদ থেকে নামিয়ে দেবে না? [উদিপুরী আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল।] উদিপুরী বেগমের পুত্র কামবক্স্‌। উদিপুরী আমার কলিজার হাড়; সে যদি পুত্রের জন্য অনুরোধ করে, তবেই ত মুশকিল।

উদিপুরী। উদিপুরী কোন অনুরোধ নিয়ে আসে নি সম্রাট।

ঔরংজেব। এই যে প্রিয়তমে। চোখে আগুন জ্বলছে যে?

উদিপুরী। কামবক্স্ বন্দী ?

ঔরংজেব। ভাগ্যহীন পুত্র।

উদিপুরী। কে বন্দী করেছে ?

ঔরংজেব। তার পিতা সম্রাট আলমগীর।

উদিপুরী। কোন্ অপরাধে ?

ঔরংজেব। সব খবর রাখ, আর এই খবর রাখ না ? তোমার পুত্র বিশ্বাসঘাতক—পিতৃদ্রোহী।

উদিপুরী। পিতৃদ্রোহীর পুত্র পিতৃদ্রোহী হবে না ত কি পিতৃভক্ত হবে ? তোমার পিতার সঙ্গে তুমি কি ব্যবহার করেছিলে মনে নেই। তুচ্ছ মসনদের জন্য তুমি তোমার স্নেহময় পিতাকে আট বছর কারারুদ্ধ করে রেখেছিলে। মনে আছে সে কথা ?

ঔরংজেব। আছে প্রিয়ে। তোমারও নিশ্চয় জানা আছে যে পিতার মসনদ আমার জন্য ছিল না,—কাজেই আমার বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার মসনদ ত তোমার পুত্রের জন্যই ছিল।

উদিপুরী। তোমার এই অভিশপ্ত মসনদ তুমিই কবরে নিয়ে যেও, আমার পুত্রের তাতে প্রয়োজন নেই।

ঔরংজেব। তবে ছত্রশালকে বার বার এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য কি বেগম সাহেবা! তার সাহায্যে দিল্লীর শাহী তক্ত্ অধিকার করা নয় ?

উদিপুরী। না। উদ্দেশ্য তার মায়ের আদেশ পালন করা।

ঔরংজেব। আমার শত্রুকে সাহায্য করতে তুমিই তাকে উত্তেজিত করেছ।

উদিপুরী। গোপনে ত করি নি সম্রাট, ঢাকঢোল বাজিয়ে

করেছি। সে যদি ছত্রশালের গায়ে কাঁটার আঁচর দিত, আমি তাকে কেটে দুখানা করে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিতাম।

ঔরংজেব। তোমার পতিভক্তি আমি জানি, কিন্তু তোমার পুত্রটিকে ত পিতৃভক্ত বলে মনে হয়েছিল।

উদিপুরী। এখনও সে পিতৃভক্তই আছে সম্রাট। তোমার ছেলেদের মধ্যে এত ভাল তোমাকে আর কেউ বাসে না। তাকে পিতৃদ্রোহী করে তুলতে পারে একমাত্র তোমার অত্যাচার। তুমি এই বুন্দেলা রাজবংশটার উপর অকথ্য নির্য্যাতন করেছ; তোমার পুত্র তোমারই ভালর জন্য তাদের আঘাতে প্রলেপ দিয়েছে।

ঔরংজেব। আব তার মা বাতাস করেছে। বাঈজীর কন্যা তুমি, তোমার কাছে এর চেয়ে বেশী আশা করাই আমার ভুল হয়েছিল।

উদিপুরী। কি বললে সম্রাট? কার কন্যা আমি?

ঔরংজেব। বাঈজীর কন্যা।

উদিপুরী। আফজল খাঁর পিতা আমার পিতা নন?

ঔরংজেব। না। কাশ্মীরের রাজপথে তুমি মরা মায়ের স্তন্য পান কচ্ছিলে। পৃথ্বী সিংহ, তোমাকে ঘরে এনে দয়া করে কন্যার মত লালন পালন করেছিল, আর আমি তোমাকে দয়া করে দিল্লীশ্বরীর আসনে এনে বসিয়েছি।

উদিপুরী। কেন বসিয়েছ? কেন? কারও দয়ার দান নিয়ে আমি দিল্লীশ্বরী হতে চাই না। আমার পুত্রকে এনে দাও সম্রাট; আমি তাকে নিয়ে এই মুহূর্ত্তে দিল্লীর প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাব। কোথায় আমার পুত্র?

ঔরংজেব। আমিই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, কোথায় তোমার পুত্র?

উদিপুরী। চমৎকার অভিনয়।

ঔরংজেব। অভিনয় নয়। আমি তাকে লৌহশৃঙ্খলে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। সে শৃঙ্খল ছিন্ন করে পালিয়ে গেছে। কোথায় সে রাজদ্রোহী? তাকে আমার চাই।

উদিপুরী। পাবে না।

ঔরংজেব। তাহলে তার প্রাপ্য দণ্ড তার মাকেই নিতে হবে। [পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিবার উপক্রম]

কামবক্সের প্রবেশ।

কামবক্স্। পিতা! আমি এসেছি পিতা! আমার প্রাপ্য দণ্ড আমাকেই দিন, আমার মাকে নয়।

উদিপুরী। কেন এলে তুমি নির্ব্বোধ? তোমার পিতাকে তুমি চেন না? মরতে তোমার এতই সাধ?

কামবক্স্। আমার জন্য তুমি মরবে, আর আমি চিরদিন অনুতাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ক্ষার হয়ে যাব, এ সাধও আমার নেই মা। পিতার একাধিক বেগম আছে, অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, কোহিনূর আছে, মণিমাণিক্য মরকতখচিত ময়ূব সিংহাসন আছে, তুমি গেলে তাঁর কিছুই এসে যাবে না। কিন্তু আমার যে শুধু তুমি আছ মা, ~~তোমাকে ছাড়া এ জীবনের কোন অর্থ নেই~~।

ঔরংজেব। কামবক্স্!

কামবক্স্। দিন পিতা, দণ্ড দিতে হয়, আমাকেই দিন।

উদিপুরী। না না। আগে আমাকে মৃত্যু দাও, তারপর যা তোমার ইচ্ছে হয়, করো।

কামবক্স্। তুমি যাও মা, তুমি যাও। পিতা,—

ঔরংজেব। দণ্ড নিতে পারবে?

কামবক্স্। শপথ কচ্ছি, একটা অঙ্গুলিহেলনও করব না।

ঔরংজেব। তাহলে দণ্ড গ্রহণ কর কামবক্স্। [তরবারি দিলেন] এতদিন যা করেছ, করেছ; এবার রাজভক্তির পরিচয় দিয়ে মসনদের অধিকার লাভ কর। আজ হতে আমার শত্রু, তোমারও শত্রু, আমি যার ধ্বংস চাই, তুমি তার রক্ষার জন্য আবার যদি অঙ্গুলিহেলন কর, মনে রেখো যুবক,—দুনিয়ার শেষপ্রান্তে গিয়ে লুকিয়ে থাকলেও ঔরংজেবের হাতে আর তোমার নিস্তার নেই।

কামবক্স্। }
উদিপুরী। } সম্রাট্!

ঔরংজেব। ওই তরবারি যদি ছত্রশালের শিরশ্ছেদ করতে পারে, দিল্লীর সিংহাসন তোমারই জন্য থাকবে। খোদা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। [মালা বাহির করিয়া জপ করিতে লাগিলেন; একটা চোখ রহিল মাতাপুত্রের দিকে]

উদিপুরী। কামবক্স্! সত্যই তুমি ছত্রশালের শিরশ্ছেদ করতে যাবে?

কামবক্স্। উপায় নেই মা। আমার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই আমি পালন করব, তুমি আমায় দোয়া কর মা।

উদিপুরী। দোয়া করব? একটা মুক্তিকামী জীবন্ত জাতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি আমার পুত্র হয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে চলেছ? আশৈশব তোমাকে কি আমি এই শিক্ষাই দিয়েছি? কাপুরুষ, মাতৃদ্রোহী, শয়তানের পুত্র শয়তান,—তোমার হাতে যদি ছত্রশালের মৃত্যু হয়, আমি তোমাকে কবরে পাঠিয়ে দেব।

কামবক্স্। মা,—[পদতলে পতন]

উদিপুরী। কে মা? আমি কাপুরুষের মা নই।

[পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

কামবক্স্। আমি যাচ্ছি পিতা।

ঔরংজেব। ও—হ্যাঁ—এস পুত্র; ত্রিশ হাজার সৈন্য তোমার অনুগামী হবে। দাঁড়িয়ে রইলে যে? কোথায় যেতে হবে, তা তুমি নিশ্চয়ই জান। যদি না জান, আফজল খাঁর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করে নিও। আর মনে রেখো, একা ঔরংজেব তামাম হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে আছে। যাও—[মালা জপ]

কামবক্স্। খোদা, তুমি আমার অন্তরের কথা সবই জান। আমায় ক্ষমা করো মেহেরবান্, আমায় ক্ষমা করো।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। গজের বিপত্তি!

রক্ষী সহ বন্দী খঞ্জন সিংহের প্রবেশ।

খঞ্জন। শাহানশার জয় হক।

ঔরংজেব। কাকে নিয়ে এলে?

খঞ্জন। আমি ছত্রশালের ভাই খঞ্জন সিং।

ঔরংজেব। খুলে দাও, বাঁধন খুলে দাও। [বাঁধন খুলিয়া প্রহরীর প্রস্থান] ছি-ছি-ছি, ভাই যাকে অনিশ্চিতের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে, আমরাও তাকে নির্য্যাতন করব? আফজল খাঁকে আমি কশাঘাত করব।

খঞ্জন। সম্রাট, আপনার সুবেদার আফজল খাঁ আমায়—

ঔরংজেব। বন্দী করেছিল।

খঞ্জন। তার কন্যা দয়া করে আমায়—

ঔরংজেব। মুক্তি দিয়েছে।

খঞ্জন। যাবার সময় আমি ক্রোধের বশে আফজল খাঁর পুত্রকে হত্যা করে তার ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে দাদাকে উপহার দিয়েছিলাম।

ঔরংজেব। অস্বাভাবিক কিছু কর নি যুবক। এ অবস্থায় পড়লে আমিও এই করতাম। সে জন্য ছত্রশাল তোমার ত্যাগ করলে?

খঞ্জন। অথচ আমি তাকে চিরদিন পিতার মত ভক্তি করেছি।

ঔরংজেব। তুমি ভক্তি করেছ, সে তোমায় ভালবাসে নি। কেন জান? আমি তার কাছে প্রস্তাব করেছিলাম,—বুন্দেলখণ্ডের শাসন ভার আমি বরং খঞ্জন সিংকে দিতে পারি, কিন্তু ছত্রশালকে দেব না।

খঞ্জন। কই, একথা ত কখনও শুনি নি।

ঔরংজেব। ভয়ে তোমাকে বলে নি। যাক্ যাক্, তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে শাস্তি দিতে আমিই আফজল খাঁকে নিষেধ করেছিলাম। কারণ আমি জানি, বুন্দেলখণ্ডে একটাই মানুষ আছে, সে তুমি।

খঞ্জন। মহান্ দিল্লীশ্বর, আমার সহস্র অভিবাদন গ্রহণ করুন। দূর থেকে আপনাকে ধূর্ত্ত বলে, হিন্দুবিদ্বেষী শয়তান বলে ঘৃণা করেছি। আজ মনে হচ্ছে, লোকে যা বলে—আপনি তা নন। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, আমার পিতাকে আপনি ডেকে এনে হত্যা করলেন কেন?

ঔরংজেব। হত্যা আমি করি নি খঞ্জনসিং, করেছে তারই কর্ম্মফল। এই দেখ, আমার বুকে তার অস্ত্রাঘাত এখনও তার ঔদ্ধত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

খঞ্জন। জাঁহাপনা,—

ঔরংজেব। যাও বীর, মুক্ত তুমি।

খঞ্জন। কোথায় যাব সম্রাট? ছত্রশালের মুখ আর আমি দেখতে চাই না।

ঔরংজেব। পার, একথা তুমি বলতে পার। তাহলে কি করতে চাও?

খঞ্জন। আমাকে অস্ত্র দিন সম্রাট, আমি ছত্রশালকে ধ্বংস করব।

ঔরংজেব। তা যদি পার বুন্দেলখণ্ডের সিংহাসন তোমারই হবে। তোমার পিতার তরবারি আমি তোমারই জন্য রেখে দিয়েছি। আজ সে পবিত্র তরবারি আমি তোমারই হাতে তুলে দেব।

[প্রস্থান।

খঞ্জন। জয় সম্রাট ঔরংজেবের জয়।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। কি বললি? কার জয় দিলি? সম্রাট ঔরংজেবের?

খঞ্জন। তুমি এখানে কেন মা?

শঙ্করী। এসেছিলাম সেই শয়তান নরঘাতী রাক্ষসটাকে দেখতে যে তোর বাপকে বিনাদোষে খুন করেছে। যার হুকুমে আমরা আজ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিতাড়িত। এই শয়তানের আদেশেই দবীর খাঁ আমাদের কলমা পড়াতে চেয়েছিল। তোর ভাইপো সঞ্জয়কে সে পশুর মত হত্যা করেছে।

খঞ্জন। করবেই ত। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে দাঙ্গা করলে এমনিই হয়।

শঙ্করী। রাজা চম্পৎ রায়ের ছেলের মুখে এই কথা? একই গাছের দুটো ফল; একটা হল অমৃত আর একটা মাকাল? তোর ভাই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঐশ্বর্য্য সুখ আরাম সব ত্যাগ করেছে, আর তুই এসেছিস্ তারই জয়ধ্বনি দিতে?

খঞ্জন। শুধু জয়ধ্বনি! বাদশাহী সৈন্যের সঙ্গে আমিও যাচ্ছি তোমার ছত্রশালকে ধ্বংস করতে।

শঙ্করী। ছত্রশালকে ধ্বংস করবি তুই? মাতৃভূমির সর্ব্বনাশ করবে রাজা চম্পৎ রায়ের ছেলে? বাদশার কাছে নাকখৎ দিয়েছিস্ বুঝি? ওরে, কেন তোকে আমি আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মারি নি? এমন দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার জন্মেছে আমার পেটে? আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি—

খঞ্জন। যত পার অভিশাপ দাও, আমি গ্রাহ্য করি না।

শঙ্করী। বুন্দেলখণ্ডের রাজা হবি, না? তোর বাপকে যে খুন করেছে, তুই তাকে খাজনা দিবি? ফিরে আয় বলছি, ফিরে আয়।

খঞ্জন। কোথায় যাব? ছত্রশাল আমায় ত্যাগ করেছে শোন নি?

শঙ্করী। কাল ত্যাগ করেছে, আজ বুকে জড়িয়ে ধরবে। আয় বলছি।

খঞ্জন। না; আমি সেই উন্মাদের সঙ্গে প্রাণান্তেও আর যোগ দেব না।

শঙ্করী। ছত্রশালকে ধ্বংস করলে শয়তান বাদশা তোকে সিংহাসনে বসাবে? তার আগে তোকে যদি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বলে?

খঞ্জন। করব।

শঙ্করী। সেদিনের জন্যে তোকে আর আমি বাঁচিয়ে রাখব না। আমার দেহের কলঙ্ক তুই, আমিই তোর সমস্ত চিহ্ন ধুয়ে মুছে শেষ করে দিয়ে যাব। [খঞ্জনকে ছুরিকাঘাত]

খঞ্জন। মা!—

শঙ্করী। চুপ, আমি তোর মা নই, আমি শুধু ছত্রশালের মা। [পুনঃ ছুরিকাঘাত]

খঞ্জন। আঃ—[পতন]—ভালই করেছ মা। এ জীবনের কোন মূল্য নেই। তুমি পালিয়ে যাও মা, পালিয়ে যাও।

শঙ্করী। পালিয়ে যাব! কেন? কার ভয়ে? চলে আয় দেশদ্রোহি সন্তান, তোর নূতন মনিবকে দেখিয়ে আনি, রাজপুতের মনটা কি দিয়ে গড়া।

[খঞ্জনকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বল্লভপুর।

ছত্রশাল ও তরুসিংহের প্রবেশ।

তরুসিংহ। দেখবে এস রাজা, দেখবে এস। যারা আমাদের ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তারা দলে দলে ফিরে আসছে। দুঃখের রাত্রি বুঝি ভোর হয়ে এল।

ছত্রশাল। এ অসম্ভব কে সম্ভব করলে তরুসিং?

তরুসিংহ। মৌলনা রসুল।

ছত্রশাল। তুমি বোধহয় শোন নি তরুসিং, ত্রিশ হাজার বাদশাহী সেনা নূতন উদ্যমে বুন্দেলখণ্ড ধ্বংস করতে এগিয়ে আসছে।

তরুসিংহ। কোন ভয় নেই রাজা। তারা যুদ্ধ করবে ধ্বংসের জন্য, আমরা যুদ্ধ করব সৃষ্টির জন্য। তাদের অস্ত্র শয়তানি আর ভণ্ডামি, আর আমাদের ভৈরবের আশীর্ব্বাদ। আমাদের বাহুতে বল দেবে তেত্রিশ কোটি দেবতা, আমাদের বুকে ভরসা দেবে বেদ-বেদান্ত গীতা।

ছত্রশাল। তা দেবে সত্য। কিন্তু—

তরুসিংহ। কি রাজা, গলাটা কাঁপছে যে। কি ভাবছ তুমি?

ছত্রশাল। না না, তেমন কিছু নয়। ভাবছিলাম,—আজ খঞ্জন আমার পাশে নেই।

তরুসিংহ। আমি ত বলেছিলাম, ভাইয়ের শোক তুমি সইতে পারবে না।

ছত্রশাল। শোক ঠিক নয়, ভ্রান্ত যুবকের জন্য দুঃখ হচ্ছে। তার মৃতদেহটা বোধহয় শেয়াল শকুনে খেয়েছে।

তরুসিংহ। যাকে ত্যাগ করেছ, তার জন্য ভেবে কি লাভ রাজা?

ছত্রশাল। কিছু না। মায়েরও ত কোন খবর পেলাম না

তরুসিং। খবর আনতে যাদের পাঠিয়েছিলে—

তরুসিংহ। তারা কেউ ফিরে আসে নি।

ছত্রশাল। তোমার কি মনে হয়, দবীর খাঁ তাদের ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়েছে?

তরুসিংহ। সূর্য্যটা তাহলে আর পূবদিকে উঠবে না। মাতাজী মরবে, তবু ধর্ম্মত্যাগ করবে না। তবে তোমার পুত্র—

ছত্রশাল। কেউ কি এমন বন্ধু আমাদের নেই তরুসিং, যে আমার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ এনে দিতে পারে?

দুলারীর প্রবেশ।

দুলারী। আমি পারি রাজপুত বীর। আমি এনেছি তোমার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ।

ছত্রশাল। শাহ্‌জাদী!

দুলারী। দুঃখ করো না, আনন্দ কর। অনেক শিশু দেখেছি, এমন সিংহশিশু আর আমি জীবনে কখনও দেখি নি।

ছত্রশাল। বল শাহজাদি, কোথায় আমার পুত্র।

দুলারী। পরলোকে। শয়তান দবীর খাঁ তিনদিন তাকে একফোঁটা জল পর্য্যন্ত খেতে দেয় নি, এককণা খাদ্যও তার মুখে ওঠে নি।

তরুসিংহ। ওঃ—দবীর খাঁ,—

দুলারী। দবীর খাঁ তাকে হাজার বার প্রলোভন দেখিয়েছে, ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর; সুখ ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ সব তুমি পাবে। শিশু তার কথায় কর্ণপাত করে নি।

ছত্রশাল। করবে না, করতে পারে না।

তরুসিংহ। তারপর?

দুলারী। অত ছোট মানুষের অতখানি তেজ অন্ধকারের জীব দবীর খাঁর সহ্য হল না। মাতাজির সহস্র কাকুতি উপেক্ষা করে সে তার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিলে।

ছত্রশাল। আর তার মৃতদেহ ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের সম্মুখে ফেলে দিলে, তাই না শাহজাদি?

দুলারী। না রাজা। শিশুর মুমূর্ষু দেহ নিয়ে আমি রাজপথে ছুটে এলাম। সারোবরের তীরে এসে তার তৃষিত কণ্ঠে যখন জল ঢেলে দিলাম, পদ্মপলাশের মত চোখ দুটি খুলে কি জানি কি ভেবে "মা মা" বলে ডাকলে। আর সে চোখ চাইলে না, আর সে মুখ কথা কইলে না। মৃতদেহ নিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করে এলাম, তবু তার পিতার সন্ধান পেলাম না।

ছত্রশাল। শাহজাদি!

দুলারী। দেহটা পচে গলে যেতে লাগল। উপায়ন্তর না দেখে দুজন রাজপুতকে দিয়ে দেবশিশুর দেহ আগুনে ছাই করে দিলাম। ভাগ্যবান্ পিতার আর কিছুই আনতে পারি নি; এনেছি এক মুঠো চিতার ছাই; গ্রহণ কর রাজা।

ছত্রশাল। পরম বান্ধবের কাজ করেছ শাহজাদি। আমি নিঃস্ব সর্ব্বহারা, তোমাকে দেবার আমার কিছুই নেই। উপকারের প্রতিদান

দিয়ে তোমার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করতেও আমার সাধ নেই। আমার অন্তরের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। কিন্তু—

দুলারী। কিন্তু কি?

তরুসিংহ। মাতাজি কোথায় বলতে পার?

দুলারী। দবীর খাঁ তাঁকে কলমা পড়াতে হাত বাড়িয়েছিল; সম্রাজ্ঞী উদিপুরী বেগম তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

ছত্রশাল। কোথায় মা, কোথায় মা আমার?

দুলারী। তা জানি না রাজা। পথে। আসতে আসতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম রাজা। এক মৌলানা রক্তনিশান হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছেন, আর হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান বাঁশীব সুরে সম্মোহিত পঙ্গপালের মত তাঁর পেছনে ছুটে আসছে।

তরুসিংহ। এদিকে ত্রিশ হাজার বাদশাহী সৈন্যও আমাদের চূর্ণ করতে এগিয়ে আসছে।

দুলারী। কোন ভয় নেই বীর। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জয়লক্ষ্মী বরমাল্য নিয়ে তোমাদেরই অপেক্ষায় দাঁডিয়ে আছেন। ওঠ, জাগ,—হাতে হাতে হাতিয়ার তুলে নাও। মহারাজ চম্পৎ রায়ের হত্যার প্রতিশোধ নাও,—শিশুহত্যার উপযুক্ত জবাব দাও। যারা তোমাদের ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করে তোমাদের দেবমন্দির চূর্ণ করতে হাত বাড়িয়েছিল, তাদের উদ্ধত মস্তক মাটিতে মিশিয়ে দাও।

ছত্রশাল। স্থির হও শাহজাদি।

দুলারী। স্থির হব রাজা? তুমি দেখ নাই মুমূর্ষুর সেই করুণ চোখদুটো। রাত্রির অন্ধকারে তারা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল্

করে, আমায় ঘুমুতে দেয় না। এ সব অনর্থের জন্য দায়ী ওই দিল্লীর বাদশা। কে আছ মানুষ, কে আছ বীর, কে আছ দেশের নিমকহালাল সন্তান, সবাই একজোট হয়ে এই তুর্কী শয়তান ঔরংজেবকে ধ্বংস কর।

ছত্রশাল। }
তরুসিংহ। } প্রতিশোধ! প্রতিশোধ।

গীতকণ্ঠে রসুলের প্রবেশ।

রসুল।—

গীত।

ডাক দিয়েছে দেশের মাটি মরণ পানে এগিয়ে চল্;
যমের সাথে পাঞ্জা লড়ে আনতে হবে মুক্তা ফল!
হক না তারা লোহায় গড়া, হক না কেন সংখ্যাছাড়া,
ধর্ম্ম মোদের বর্ম্ম, মোরা ভৈরবের ভূতের দল।
শঙ্কা নাহি, ডঙ্কা বাজা,
তুর্কী তোদের কিসের রাজা?
তোরাই তোদের দেশের মালিক,
অত্যাচারীর ভাঙ্ শিকল॥

[সকলে মৌলানাকে কুর্নিশ করিল]

রসুল। চল ছত্রশাল, ক্ষেত্র প্রস্তুত। চল্লিশ হাজার বুন্দেলাবাসী দেশের জন্য প্রাণ দিতে আবার এসে তোমার পতাকাতলে মিলিত হয়েছে। বল, জয় ভৈরবের জয়।

দূতের ছদ্মবেশে ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। দাঁড়াও মৌলনা সাহেব, কথাটা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। ভৈরব বললে না? ও ত হিন্দুর দেবতা।

রসুল। হিন্দুর দেবতা নয়, মুসলমানেরও কেউ নয়, ভৈরব বুন্দেলখণ্ডের শক্তির উৎস, পঞ্চাশ বছর ধরে এই একটা নাম আমাদের প্রেরণা দিয়েছে। তার মন্দির স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন! মোগল দস্যুরা তাকে ভেঙ্গে দিয়ে যাবে, এ আমরা বরদাস্ত করব না।

ঔরংজেব। না কর মরবে।

রসুল। মরি, সেও ভাল, তবু দেশের স্বাধীনতা বর্ব্বর তুর্কীর পায়ে বিসর্জ্জন দেব না। কি বলিস মা? ঠিক বলেছি না?

দুলারী। হ্যাঁ বাবা।

রসুল। আয় মা, চলে আয়। তুর্কী দস্যুরা আমাদের সবার শত্রু। এদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশটাকে আমরা ক্ষেপিয়ে তুলব।

[প্রস্থান।

ঔরংজেব। তুমি বুঝি সুবেদার আফজল খাঁর মেয়ে? বেশ, বেশ, তোমার পিতা শুনে অত্যন্ত খুশী হবে।

দুলারী। পিতার খুশী আর তার মনিব ঔরংজেবের অসন্তোষকে আমি সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করি। এ আমাদের দেশ, আমাদের মাটি। মোগল এদেশে অনধিকার প্রবেশ করে আমাদেরই বুকে মই দিচ্ছে, আমার দিবসের চিন্তা আর নিশীথের স্বপ্ন মোগল রাজবংশের ধ্বংস।

[প্রস্থান।

ছত্রসিংহ। কোথা থেকে আসছ তুমি?

ঔরংজেব। দিল্লী থেকে। দিল্লীর রাজপ্রাসাদে দেখে এলাম মহামানী ছত্রশালের জননী শঙ্করী বাঈকে।

ছত্রশাল। কি, আমার জননী দিল্লীর রাজপ্রাসাদে! কেন, কেন?

ঔরংজেব। চম্পৎ রায় প্রাণ দিয়েছে, তবু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নি। বাদশা বলেছেন, তার স্ত্রীকে তিনি মরার সুযোগ দেবেন না। বাদশার ফর্ম্মান নিয়েই আমি এসেছি ছত্রশাল। তুমি যদি তার বশ্যতা স্বীকার না কর, তোমার মা আর শঙ্করী বাঈ থাকবে না, সাকিনা বেগম হয়ে যাবে।

তরুসিংহ। এত বড কথা বলতে তোমার সাহস হল বেয়াদব ?

ঔরংজেব। সাহস আমার নয়, সাহস বাদশা ঔরংজেবের।

তরুসিংহ। বাদশাকে গিয়ে বল, তার কথার জবাব আমরা রণক্ষেত্রে দেব।

ঔরংজেব। তাই দিও বাপজান। শাহান শা তোমায় পনর দিন সময় দিয়েছেন। এর মধ্যে যদি বশ্যতা স্বীকার না কর, তাহলে বুন্দেলা রাজপুত জাতির শেষ চিহ্ন তিনি হিন্দুস্থানের মাটি থেকে মুছে ফেলে দেবেন।

তরুসিংহ। তুমি বেরিয়ে যাও বেয়াদব।

ঔরংজেব। আমি দাঁড়িয়ে আছি শাহান শার খাস জমিনে।

ছত্রশাল। শাহান শা তুর্কীস্থান থেকে জমিটা মাথায় করে নিয়ে আসেন নি। এ আমাদেরই সপ্তপুরুষের মাটি। এ মাটিতে কোন সুবেদার, কোন বাদশাকে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেব না। পিতৃহন্তা দস্যুকে আমি বুঝিয়ে দেব—

ঔরংজেব। হুঁসিয়ার হিন্দু।

তরুসিংহ। তুমি হুঁসিয়ার হও বাদশার পদলেহী কুক্কুর। বেশী উত্যক্ত করলে তোমার মাথাটাই নামিয়ে দেব।

ছত্রশাল। এখানে নয় তরুসিং, এ মৌলনা রসুলের পবিত্র আশ্রম।

যে মাথা শয়তানির বারুদখানা, এই মাটিতে তা গড়াগড়ি যেতে দিও না। আশ্রম জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ঔরংজেব। বটে!

ছত্রশাল। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার উত্তর আপনি পেয়েছেন, পনর দিন পরে আর একবার পাবেন। আপনি এখন আসুন দিল্লীশ্বর।

তরুসিংহ। কোথায় দিল্লীশ্বর?

ছত্রশাল। ওই আচকানের তলায়।

তরুসিংহ। ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে আয়। পরম শত্রু আজ মুঠোর মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে।

ছত্রশাল। খবরদার তরুসিং। শাহান শা আজ দিল্লীর দূত হয়ে এসেছেন। দূতের পায়ে যে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ করবে, সে আমার পরম শত্রু। আসুন শাহান শা,—

ঔরংজেব। চল, কিন্তু অভিনয়ে ঔরংজেব ভোলে না রাজপুত।

[ছত্রশাল সহ প্রস্থান।

তরুসিংহ। এই উদারতাই তোমার সর্ব্বনাশ করবে। করুক, আমি আর কি করব?

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

মনসুর ও দুলালীর প্রবেশ।

মনসুর। কেন আমায় ডেকে আনলে দিদি? এতক্ষণে যে দবীব খাঁব মাথাটা আমি নামিয়ে দিতে পারতুম। ব্যাটা আমাদের খোকনকে খুন করেছে, ওর রক্তে যদি গোসল করতে না পারি, তাহলে আমি পাঠানের ছেলে নই।

দুলারী। দবীর খাঁর মাথা নিতে তুমি পরেও পারবে মনসুর। কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পাবছি না। দশদিনের যুদ্ধে তোমরা যত সৈন্য হারিয়েছ, মোগলেরা তার অর্দ্ধেকও হারায় নি। জয় কি তোমাদেব হবে না? এত আয়োজন সব পণ্ড হয়ে যাবে? তোমাদের রাজার তরবারিতে আর ভেল্কী খেলছে না কেন?

মনসুর। কেন বুঝতে পাচ্ছ না? যুদ্ধ করতে করতে মাঝে মাঝে তার হাত অবশ হয়ে পড়ে; অত বড একটা বীরপুরুষ অমনি "মা মা" চেঁচিয়ে ওঠে। সেই অবসরে মোগল সেনা বিশ হাত এগিয়ে আসে। মৌলানা সাহেব দশদিন ধবে তাকে কেবলি তাতিয়ে তুলছে। শক্ত হাতে যখন তলোয়ার ধরে, তখন দুশমনের মাথাগুলো প্যাজা তুলোব মত উড়তে থাকে, তারপরেই "মা মা" বলে হাল ছেড়ে দেয়।

দুলারী। এও ত বড় বিপদ! তোমাদের ওই বুড়ো খোকা "মা মা" বলে চ্যাচাচ্ছে কেন? কোলের শিশু ত নয়।

মনস্থর। তুমি জান না দিদি। গাঙের ওপারে বাদশা নিজে এসে আস্তানা গেড়েছে। মাতাজি তার আস্তানায় বন্দী।

দুলারী। আবার বন্দী!

মনস্থর। এবার আর যার তার হাতে নয়, শয়তান ঔরংজেবের হাতে। ঔরংজেব রাজাকে কি বলেছে জান?

দুলারী। কি বলেছে? মাতাজিকে খুন করবে?

মনস্থর। খুন ত ছোট কথা। বাদশা বলেছে, পনের দিনের মধ্যে রাজা যদি বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহলে শঙ্করী বাঈ হবে সাকিনা বেগম।

দুলারী। বল কি মনস্থর? বাদশা নিজে বলেছে? তাই ত, একবার যখন তার মাথায় দুর্ব্বুদ্ধি চেপেছে, তখন সে কারও মুখ চাইবে না, বয়স বিচার করবে না; হয়ত মাতাজিকে কলমা পড়িয়ে এক বুড়ো কসাইয়ের সঙ্গে নিকে দিয়ে দেবে। এমন ঘৃণ্য প্রতিহিংসা তার পক্ষেই সম্ভব।

মনস্থর। আর মোটে পাঁচ দিন বাকি।

দুলারী। বুঝেছি মনস্থর; এই জন্যই দুর্দ্ধর্ষ বীর ছত্রশাল আজ অন্তরে অন্তরে এত দুর্ব্বল। এখন উপায়?

মনস্থর। তুমি যাবে দিদি মাতাজির কাছে?

দুলারী। আমি গিয়ে কি করব?

মনস্থর। মাতাজিকে হয় বের করে নিয়ে আসবে, না হয় খুন করবে।

দুলারী। এ কি স্ত্রীলোকে পারে মনস্থর?

মনস্থর। আর কেউ না পারুক, তুমি পারবে।

দুলারী। কি করে পারব?

মনস্থর। সে তুমি বোঝ। না পারলে আমরা ত মরবই, ভাইজানও মরবে।

দুলারী। তাতে আমার কি?

মনস্থর। তোমারই ত বেশী ক্ষতি।

দুলারী। এ তুমি বলছ কি?

মনস্থর। শুধু কি আমি বলছি? তামাম দুনিয়ার লোক জানে।

দুলারী। কি জানে হতভাগা?

মনস্থর। জানে এই যে তুমি আমাদের রাণী।

দুলারী। মুসলমানের মেয়ে তোমাদের রাণী?

মনস্থর। আমি যদি ভাই হতে পারি, মৌলানা যদি গুরু হতে পারে, তুমি কেন রাণী হতে পারবে না? খোকন যে মরার সময় তোমায় মায়ের আসনে বসিয়ে গেছে। এ আর তুমিও ফেবাতে পারবে না, ভাইজানও পারবে না।

দুলারী। না না না, এ মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোথায় আছেন মাতাজি বললে? নদীর ওপারে? না না, এ হতেই পারে না। পাঁচদিন বাকি আছে, না? মিছে কথা, মিছে কথা। দেখ, আমি যাচ্ছি বটে, তবে তোমার ভাইজানের জন্যে নয়, আমি যাচ্ছি কর্ত্তব্যের খাতিরে। [প্রস্থান।

মনস্থর। [গম্ভীর ভাবে] তা ত বটেই।

দবীর খাঁর প্রবেশ।

দবীর। এই যে পাঁঠা মিঞা।

মনস্থর। দূর ছাগীর বাচ্ছা।

দবীর। আমি তোকে কুকুরের মত বধ করব কাফের।

মনস্থর। তা ত করবেই। খোকনকে বধ করে বীরত্ব দেখিয়েছ, এখন ত তোমার গা গরম। আচ্ছা এত বড় বীর তুমি, তোমাকে বেগম সাহেবা কি করে জুতোপেটা করলে?

দবীর। খবরদার কমবক্ত্।

মনস্থর। একটা গাল কিন্তু এখনও লাল হয়ে আছে।

দবীর। থামো। মুসলমান হয়ে হিন্দুর পা চাটতে যার লজ্জা হয় না, তার সঙ্গে কথা বলতেও আমি ঘৃণা বোধ করি।

মনস্থর। পুরুষ হয়ে নারীর জুতো খেতে যার বাধে না, তার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতেও আমার শরম হয়। বেগম সাহেবারই বা কি আক্কেল? জুতো না মেরে লাথিও ত মারতে পারত?

দবীর। আবার? কাফের পাঠান, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

[উভয়ের যুদ্ধ; দবীর খাঁর তরবারি মনস্থর কাড়িয়া নিল]

মনস্থর। আল্লার নাম কর মোগল।

দবীর। অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও।

মনস্থর। অস্ত্র দেব তোমাকে মোগল? তুমি আমাদের রাজকুমারকে যখন খুঁচিয়ে মেরেছিলে, তখন তার হাতে কখানা অস্ত্র দিয়েছিলে?

কাপলেশ্বরীর প্রবেশ।

কপিলেশ্বরী। আমাকে যখন জোর করে কলমা পড়িয়েছিলে তখন আমার হাতে কখানা অস্ত্র দিয়েছিলে মোগলের পো? নিকে করবে না? এসো, আমি ত তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। কই হাতখানা ধর।

দবীর। তুই শয়তানী আবার এখানে এসেছিস্? আমি যদি বাঁচি, তোকে আমি—

[অগ্রসর হইল, মনস্থর তাহার বুকের উপর তরবারি ধরিল।]

কপিলেশ্বরী। নিকে না করে ছাড়বে না, কেমন? এমন নিকে কটা করেছ তুমি?

মনস্থর। কেন ভদ্রলোককে বাক্যযন্ত্রণা দিচ্ছ মাসি? দেখছ না, বেগমসাহেবার জুতো খেয়ে ওর গাল ফুলে গেছে?

দবীর। এই বেয়াদপ কাফের। [মনস্থরের তরবারি তার দিকে উদ্যত হইল]

গজারুর প্রবেশ।

গজারু। মার মনস্থর ভাই; দেঁদো মিঞাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কবরে পাঠিয়ে দাও। কত হিন্দুকে যে এ ব্যাটা কলমা পড়িয়েছে, তার সংখ্যা নেই।

দবীর। বাজে কথা বলো না।

কপিলেশ্বরী। বাজে কথা বকরীর বাচ্ছা? মাতাজিকে কলমা পড়াতে তুমি হাত বাড়াও নি?

গজারু। তার গায়ে হাত তোল নি শূয়ার?

দবীর। কভি নেহি।

গজারু। কভি নেহি দেঁদো মিঞা? গজারু কিছু জানে না? মহারাজ চম্পৎ রায়কে তুমিই ত আদর করে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে।

কপিলেশ্বরী। তুমি ব্যাটাই ত তাকে নিজের হাতে খুন করেছিলে।

মনসুর। এতগুলো অপরাধের জন্য কবরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর দবীর খাঁ।

[আহত দবীর খাঁর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

গজারু। চল এবাব বাড়ী যাই।

কপিলেশ্বরী। বাড়ী আছে না কি যে যাব? আমি সব বেচে দিয়ে এসেছি।

গজারু। বেচে দিয়েছ?

কপিলেশ্বরী। দেব না? এ পাশে মোগল, ও পাশে মোগল। ঘুম থেকে উঠেই মোগলের দাড়ি দেখতে হবে? তার চেয়ে ও যাওয়াই ভাল।

গজারু। তা না হয় হল। কিন্তু অত সব অস্ত্র শস্ত্র সোনা-দানা কোথায় গেল?

কপিলেশ্বরী। সব রাজা ছত্রশালকে দিয়ে এসেছি। হাঁ করে রইলে কেন? যুদ্ধটা চালাতে হবে না? মুসলমানের মেয়ে দুলারী যদি তার লাখ টাকার গহনা দিতে পারে, আমি হিন্দুর মেয়ে কিছুই দিতে পারব না?

গজারু। কিন্তু আমার জায়গীর?

কপিলেশ্বরী। তোমার জায়গীর ত আমি।

গজারু। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

কপিলেশ্বরী। কি হবে মাটির জায়গীর নিয়ে? রাজা ছত্রশাল বেঁচে থাক, সবার মাথা গোঁজবার ঠাঁই হক, সবাই খেয়ে পরে সুখে থাক, আমরা না হয় গাছতলায় থাকব, একবেলা খাব, ছেঁড়া কাপড় পরব। সবার মুখে হাসি দেখে আমরাও হাসব। তোমার কপিলেশ্বরী আর তোমায় ছেড়ে যাবে না।

গজারু। তাহলে চল বউ। যুদ্ধ না হয় জানি না, তা বলে এমন একটা যজ্ঞির ব্যাপারে আমরা চুপ করে থাকব? ও ব্যাটাদের বারুদখানায় আমি গিয়ে জল ঢেলে দিই, আর তুমি যত সৈন্য মরবে তাদের অস্ত্রগুলো এনে তরুসিংজির কাছে জমা দাও।

কপিলেশ্বরী। চল চল। [উভয়ের প্রস্থানোদ্যগ] ওগো, শোন শোন। আর দেখা হয় কি না, কে জানে? যাবার সময় একটা প্রণাম নিয়ে যাও। [গজারুকে প্রণাম]

গজারু। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রত্নগর্ব্বা হও।

কপিলেশ্বরী। তবে আর মরা হল না। তোমার আশীর্ব্বাদ ত মিথ্যে হতে পারে না।

গজারু। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির সম্মুখ।

ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। আজই ত সেই দিন! ঔরংজেব সন্ধিপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে আমার স্বাক্ষরের জন্য। দেব স্বাক্ষর? পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না? বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসীরা চিরদিনের জন্য মোগলের অধীনতা বরণ করে নেবে?

তরুসিংহের প্রবেশ।

তরুসিংহ। তা হয় না রাজা। আমরা মরব, তবু মোগল বাদশাকে কর দেব না।

ছত্রশাল। মাত্র একশত মুদ্রা রাজকর তরুসিং।

তরুসিংহ। একটা কাণাকড়িও আমরা দেব না।

ছত্রশাল। তবে সন্ধির প্রথম সর্ত্ত—কালভৈরবের মন্দির ভেঙ্গে তারা মসজিদ নির্ম্মাণ করবে।

তরুসিংহ। ফেলে দাও সন্ধিপত্র।

উদিপুরীর প্রবেশ।

উদিপুরী। ছি ছত্রশাল, ছি। তোমাকে নিয়ে রাজপুত জাতির যে বড় অহঙ্কার! মেবারে আছেন বৃদ্ধ রাণা রাজসিংহ, আর বুন্দেলখণ্ডে আছ তুমি। রাণার মৃত্যুর ডাক এসেছে, তাঁর মৃত্যুর পরে সমগ্র জাতি তোমার দিকে চেয়ে থাকবে। তুমি তাদের আশার সৌধ এমনি করে ধূলিসাৎ করবে ছত্রশাল?

ছত্রশাল। কে মা তুমি রাজপুতের পরম বান্ধবী?

উদিপুরী। পরিচয় কি দেব বাবা? আমি কামবক্সের মা।

তরুসিংহ। দিল্লীশ্বরী উদিপুরী বেগম। স্বামিপুত্রের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে উত্তেজিত করতে এসেছ?

উদিপুরী। যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তোমরা দিল্লীশ্বরকে যুদ্ধে আহ্বান করেছ, সে রাজ্যে স্বামি পুত্র নেই, জাতি গোত্র নেই, ধর্ম্মের বিভেদ নেই। সেখানে মৌলানা রসুল গুরুর আসনে বসে আছে, আফজল খাঁর কন্যা পুরমহিলার সামিল হয়েছে, মনসুর সে রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—এই ত ভারতের আসল রূপ। এগিয়ে যাও পুত্রগণ, এগিয়ে যাও। বুন্দেলখণ্ডের মাটিতে আর্য্যঋষির ভারতকে আবার প্রতিষ্ঠা কর। দমে যেও না, নুয়ে পড়ো না, ভৈরবের আশীর্ব্বাদ তোমাদের মাথায়, তোমরা অমৃতের পুত্র,—ভয় কি তোমাদের? জয় তোমাদের হবেই হবে।

তরুসিংহ। কি আশ্চর্য্য! আপনিই কি সে নির্ম্মম হিন্দুদ্বেষিণী কাশ্মীরী বেগম যার ক্রোধের আগুনে সমস্ত রাজস্থান একদিন জ্বলে উঠেছিল?

উদিপুরী। কাশ্মীরী বেগম মরে গেছে, আমি উদিপুরী, আজ আমার কাছে মানুষ শুধু মানুষ—হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়।

ছত্রশাল। কঠিন পাষাণে এ প্রস্রবন বহালে কোন্ শিল্পী।

উদিপুরী। ওই বৃদ্ধ রাজসিংহ। এত শত্রুতা তার সঙ্গে আমরা করেছি, তার পুত্র ভীমসিংহকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি। তবু মুঠোর মধ্যে পেয়েও সে আমাদের পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ করে নি। তারই মধ্যে আমি প্রথম আর্য্যঋষির ভারতকে স্পষ্ট দেখলাম ছত্রশাল।

এই ভারতকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা কর। হিংস্র মোগল শক্তির পায়ের তলায় একে বিদলিত হতে দিও না। ওঠ, জাগো, শত্রুসৈন্য তোমাদের নিশ্চিহ্ন করতে ছুটে আসছে, তাদের উপযুক্ত জবাব দাও।

ছত্রশাল। আপনি জানেন না বেগমসাহেবা। সম্রাট আমাকে বশ্যতা স্বীকার করতে আহ্বান করেছেন। আজই শেষ দিন—আজ বশ্যতা স্বীকার না করলে আমার মাকে তিনি জোর করে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করবেন।

উদিপুরী। দবীর খাঁও ত চেষ্টা করেছিল।

ছত্রশাল। দবীর খাঁ আর সম্রাট আলমগীরে অনেক প্রভেদ।

তরুসিংহ। তাহলে কি করতে চাও?

ছত্রশাল। লেখনী আর মস্যাধার নিয়ে এস; আমি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করব।

উদিপুরী }
তরুসিংহ } ছত্রশাল!

ছত্রশাল। উপায় নেই। মায়ের মর্য্যাদা যেখানে ধূলিসাৎ হতে চলেছে, সেখানে আর কোন প্রশ্ন নেই।

দুলারীর প্রবেশ।

দুলারী। কার সাধ্য তাঁর মর্য্যাদা ধূলিসাৎ করে? এই নাও রাজা তোমার মায়ের ছিন্নশির। দেখে নাও, মিলিয়ে নাও। [ছত্রশালের হাতে ছিন্নশির দিল]

ছত্রশাল। মা, মা—

তরুসিংহ। রাজা,—

ছত্রশাল। না তরুসিং, আমি চোখের জল ফেলব না। এ

শোকের কথা নয়, আনন্দের কথা। ছত্রশালের মহাযজ্ঞে তার পুত্র আত্মাহুতি দিয়েছে। মা-ই বা দেবে না কেন? ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার জরাজীর্ণ দেহ থরথর করে কেঁপেছে, আমি দেখেও দেখি নি, নাতীটাকে হয়ত তার বুকের উপর রেখে হত্যা করেছে, আমি পাষাণে বুক বেঁধে শুনেছি। যাও মা যাও, বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে চম্পৎ রায়ের রাণীই ত সবচেয়ে বেশী দান করবে।

দুলারী। রাজা,—

উদিপুরী। কাঁদিস নে মা, কাঁদিস নে। এ দেশের কোন বীর পুরুষও এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে এতখানি সাহায্য করতে পারে নি। আশীর্ব্বাদ নে মা, আশীর্ব্বাদ নে।

দুলারী। মাতাজিও আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেছে ফুফু। আমি যখন প্রহরীর ছদ্মবেশে তার কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম, স্থবির বাঘিনী তখন নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন কচ্ছে। ওদিকে সম্রাট তাঁর কক্ষে তখন মালা জপ কচ্ছেন আর সম্ভবতঃ বাঘিনীর মাথাটা মাটিতে মিশিয়ে দেবার আয়োজন কচ্ছেন। আমি মাতাজিকে বললাম,—রাজপুত জাতির মঙ্গলের জন্য তোমাকে মাথা দিতে হবে মা। বুড়ীর মুখখানা খুশীতে ভরে উঠল। আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে।

ছত্রশাল। তারপর?

দুলারী। তারপর বললে,—"ছত্রশালকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বলো,—স্বাধীন বুন্দেলখণ্ডের মাটিতে আমার তর্পণ করে।" এই বলে নতজানু হয়ে বসে যুক্ত করে ভৈরবকে শেষ প্রণাম জানালে; আমি তার মাথাটা এক আঘাতে দেহচ্যুত করলাম। রক্ত বোধহয় সব জল হয়ে গিয়েছিল। কেমন করে কোন্ পথে ছিন্নশির নিয়ে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে এসেছি, তা আমার মনে নেই।

ছত্রশাল। ওরে তোরা ভেরী বাজা, জয়ধ্বনি দে। আর আমার বন্ধন নেই, আর ভয়ের লেশ মাত্র নেই। বল হে পার্থসারথি, আবার উদাত্ত কণ্ঠে বল,—

হতো বা প্রাপ্স্যসে স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়
যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।

উদিপুরী
তরুসিংহ
দুলারী। } জয় বুন্দেলা বীর ছত্রশালের জয়।

ছত্রশাল। কামবক্স্ আজ ছত্রশালের আসল রূপ দেখবে। বল মহিমময়ি মা, কার জয় চাও তুমি।

উদিপুরী। কামবক্স্ আমার সন্তান, আর তুমি ভারতমাতার সন্তান। আমি তোমারই জয় চাই ছত্রশাল।

ছত্রশাল। জয় কালভৈরব, জয় কালভৈরব।

[প্রস্থান।

উদিপুরী। আয় মা, এতদিন যুদ্ধ দেখিস নি, আজ দেখবি আয়।

[দুলারীকে লইয়া প্রস্থান।

তরুসিংহ। জয় ভৈরবের জয়, জয় ভৈরবের জয়।

আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। জয় দিল্লীশ্বর ঔরংজেবের জয়।

তরুসিংহ। সাবাস আফজল খাঁ। তুর্কী শয়তানকে ভগ্নীদান করেও তোমার সাধ মেটে নি, নিজের ধর্ম্মটাকে পর্য্যন্ত ডালি

দিয়েছ। অসার সুবেদারীর মোহে মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত কি বাদশার পায়ে উৎসর্গ করেছ? একদিন যে রাজপুত জাতি তোমার আপন জন ছিল, যে দেবতার নামে তোমার পিতা পিতামহ মাথা নত করত, তাদের চূর্ণ করতে তুমিই এসেছ বেইমান?

আফজল। খবরদার রাজপুত কুত্তা। আমার কন্যা কোথায়?

তরুসিংহ। আমাদের আশ্রয়ে। আমরা তাকে ফুলতুলসী গঙ্গাজলে পরিশুদ্ধ করে ঘরে ফিরিয়ে আনব।

আফজল। তার আগেই আমরা তোমাদের শিরশ্ছেদ করব।

তরুসিংহ। এস ধর্ম্মত্যাগি শয়তান।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

কামবক্সের প্রবেশ।

কামবক্স্। অসাধ্য সাধন করেছি; তবু জয় হল না পিতা। সুবেদার আফজল খাঁ আহত মরণাপন্ন, দবীর খাঁ কবরে গেছে, সৈন্যসামন্তের দল অধিকাংশ নিহত,—বাকি যারা ছিল তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছে। সমগ্র বুন্দেলখণ্ড যেন মরিয়া হয়ে যুদ্ধে নেমেছে। হিন্দু-মুসলমান সবাই একসঙ্গে ভৈরবের ডাকে বেরিয়ে এসেছে। এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

সশস্ত্র ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। শিবিরে ফিরে যান শাহজাদা। আপনি আহত।

কামবক্স্। এখনও ত পা দুটো ভেঙে যায় নি, হাত অবশ হয়ে যায় নি, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যায় নি ছত্রশাল। থামলে কেন? চালিয়ে যাও।

ছত্রশাল। না শাহজাদা, আপনি বিশ্রাম করুন।

কামবক্স্। বিশ্রাম করব? তুমি জান না, দুটো সন্ধানী চোখ আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সে চোখে দয়া নেই, মায়া নেই, আছে শুধু আগুন। তার কাছে মরার আগে ক্ষমা নেই। ওই যারা রসদ বয়ে নিয়ে আসছে, তারই মধ্যে হয়ত সেই বহুরূপী মিশে আছে। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর ছত্রশাল।

ছত্রশাল। শাহজাদা, একদিন আপনি আমার প্রাণরক্ষা করে-ছিলেন। আমরা রাজপুত, উপকারীর প্রাণ নিতে আমি জানি না।

কামবক্স্। তুমি প্রাণ না নিলেও পিতার হাতে আমার নিস্তার নেই। হয়ত ভাই মহম্মদের মত আমাকেও চোখ দুটো ডালি দিয়ে সেলিমগড় দুর্গে আজীবন কারারুদ্ধ থাকতে হবে। তার চেয়ে তোমার হাতে মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়। ধর ধর, অস্ত্র ধর ছত্রশাল। [আক্রমণ]

[উভয়ের যুদ্ধ]

উদিপুরীর প্রবেশ।

উদিপুরী। শক্ত করে অস্ত্র ধর ছত্রশাল। কিসের মমতা মূর্খ? তোমার পিতামাতা এদেরই জন্য অপঘাতে মরেছে। প্রতিশোধ নাও, চরম প্রতিশোধ—এ কি কামবক্স্, টলছ কেন?* সোজা হয়ে দাঁড়াও। সাবাস পুত্র, সাবাস! কে না বলবে উদিপুরী রত্নগর্ভা? খবরদার রাজপুত, দেশভক্তি যেন মমতার স্রোতে ভেসে না যায়।

ছত্রশাল। শাহজাদা!

কামবক্স্। ছত্রশাল, তুমি জয়ী।

ছত্রশাল। না কামবক্স্, জয়ী তুমি।

উদিপুরী। না পুত্রগণ, এ জয় উদিপুরী বেগমের।

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। না বেগমসাহেবা, এ জয় ছত্রশালের নয়, কামবক্সের নয়, তোমারও নয়। এ জয় মহীউদ্দিন মহম্মদ বাদশা আলমগীরের।

সকলে। সম্রাট্ !

ঔরংজেব। বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করে, দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন আমারও চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, মহত্ত্ব আমারও প্রস্তরকঠিন বক্ষ উদ্বেলিত করে বেগম। চম্পৎ রায়ের ত্যাগ আমায় প্রবল বেগে নাড়া দিয়ে গেছে, ছত্রশালের দেশের যূপকাষ্ঠে এই পুত্রবলিদান ঔরংজেবের নীরস চক্ষে অশ্রুধারা বহিয়েছে বেগম।

সকলে। শাহানশা !

ঔরংজেব। সবার উপরে আমায় পাগল করে গেছে এই বৃদ্ধা বাঘিনী শঙ্করী বাঈ। জাতিদ্রোহী পুত্রকে মা হয়ে সে অনায়াসে হত্যা করলে। এ উদ্বেলিত জলোচ্ছ্বাসকে আমি পাথরের বাঁধ দিয়ে রোধ করব না। ওঠ তুমি ভাস্বর সূর্য্য, হিন্দুস্থানের মাটিতে তুমি দীপ্ত সমারোহে প্রজ্জ্বলিত হও। মেবারে আছে রাজসিংহ, বুন্দেলায় থাক তুমি—এই দুই মহান্ শত্রুকে পার্শ্বে নিয়ে ঔরংজেবের জয়যাত্রা নূতন করে আরম্ভ হক।

ছত্রশাল। বিশ্ববিজয়ি সম্রাট আলমগীর, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

[ঔরংজেবের সহিত কুনিশ বিনিময় করিয়া প্রস্থান।

কামবক্স্। মা,—দেখছ মা ?

উদিপুরী। ঘুমিয়ে পড়ো না পুত্র। চোখ মেলে থাক। খোদাতালা যে চোখদুটো দিয়েছেন, আজই তা সার্থক করার দিন। বুন্দেলখণ্ডের মাটিতে আজ জাতি-গোত্রহীন শাশ্বত মানুষের অভিষেকের আয়োজন, আর্য্য ঋষির ধ্যানের ভারতের আজ প্রতিষ্ঠার শুভলগ্ন। ভারতের মানুষ হয়ে তুমি তা দেখবে না কামবক্স্ ?

ঔরংজেব। ওঠ পুত্র ; ভারতের বুকের উপর আজ এক অভিনব

হিন্দুমুসলমানের মিলনতীর্থ গড়ে উঠছে; মৌলানা রসুল দিল্লীশ্বরকে ভৈরব নগরের প্রতিষ্ঠা উৎসবের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি পুত্র।

কামবক্স্। গ্রহণ করেছেন! শুনছ মা?

উদিপুরী। ও আমি জানি। চম্পৎ রায় আর শঙ্করী বাঈয়ের আত্মদান বৃথা যেতে পারে না।

ঔরংজেব। ওঠ পুত্র, ওঠ কামবক্স্; তোমার প্রতিশ্রুতি তুমি পূর্ণমাত্রায় পালন করেছ। আমি তোমায় পুরস্কার দেব বীর।

উদিপুরী। কি পুরস্কার দেবে সম্রাট?

ঔরংজেব। দিল্লীশ্বরের পক্ষ থেকে স্বাধীন ভৈরব নগরের পতাকা তুমিই প্রথম অভিবাদন করবে।

কামবক্স্। আমি পারব পিতা—আমি মরব না—আমি নাচতে নাচতে এগিয়ে যাব। মা, আমায় তুলে ধর.—

ঔরংজেব। যাও পুত্র, চম্পৎ রায়ের পরিত্যক্ত এই তরবারি ছত্রশালের হাতে তুলে দিও; তাকে জানিও শাহানশাহ আলমগীরের আশীর্ব্বাদ, আর বলো—মোল্লা মৌলবী ফকির দরবেশের দল ভারত-সম্রাটকে হিন্দুর চোখে যেভাবে তুলে ধরেছে, সে তার চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। বীরত্ব তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, মহত্ত্ব তাকে অভিভূত করে। তাকে জানিয়ে দিও, বুন্দেলা রাজপুত জাতির সঙ্গে বাদশা ঔরংজেবের আর কখনও বিরোধ হবে না। যাও বেগম, তুমিও পুত্রের সঙ্গে যাও। [প্রস্থান।

উদিপুরী। [কুর্নিশ] আজ মনে হচ্ছে, সত্যই তুমি শাহানশা আলমগীর।

[কামবক্স্‌কে লইয়া প্রস্থান।

ছত্রশাল ও মনস্থরের প্রবেশ।

মনস্থর। কেন আমায় ডেকে আনলে ভাইজান? চল, বিজয়-গর্ব্বে আমরা বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করব।

ছত্রশাল। বুন্দেলখণ্ডে তোমরা যেও, আমার কাজ শেষ।

মনস্থর। তোমার কাজ শেষ? স্বাধীন ভৈরব নগরের রাজা হবে না তুমি?

ছত্রশাল। আমি নই মনস্থর। মৌলানাকে বলো, তরুসিংকে যেন তিনি সিংহাসনে বসিয়ে দেন।

মনস্থর। এ তুমি বলছ কি?

ছত্রশাল। বুঝিয়ে বলবার সময় নেই। দুলারী কাছে কাছেই আছে। সে এলে অনর্থ ঘটাবে। কাছে এস মনস্থর। তোমার কাছে আমি প্রতিশ্রুত, তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে আমি তোমায় সাহায্য করব। আজ সেই দিন মনস্থর। এই অস্ত্র নাও, আজ এই মুহূর্ত্তে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও।

মনস্থর। কে আমার পিতৃহন্তা?

ছত্রশাল। আমি।

মনস্থর। তুমি!

ছত্রশাল। প্রকাশ্য দরবারে সে একদিন আমায় বেইমান বলে গাল দিয়েছিল। সামান্য বেতনভোগী আমাদেরই এক ক্ষুদ্র রাজ-কর্ম্মচারীর এত বড় ঔদ্ধত্য আমার সহ্য হল না। আমি সেই মুহূর্ত্তে তার মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলাম।

মনস্থর। ~~ছত্রশাল~~! ভাইজান!

ছত্রশাল। পিতার তিরস্কারে সম্বিৎ যখন ফিরে এল, তখন ছুটে

গেলাম তোমার কাছে। বুকে করে তোমার নিয়ে এলাম রাজ-প্রাসাদে। তারপর সবই তুমি জান।

মনস্থর। ওঃ—কি করব তোমায় রাজপুত?

ছত্রশাল। হত্যা কর। এই বুক পেতেছি

মনস্থর। না না—এ আমি পারব না ভাইজান, এ আমি পারব না। তুমি প্রভু, তুমি অন্নদাতা, তুমি অস্ত্রগুরু—

ছত্রশাল। তবু আমি পিতৃহন্তা।

মনস্থর। ভাইজান, তুমি যাও, তুমি যাও।

ছত্রশাল। তরবারি বিঁধিয়ে দাও পাঠান। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ যে নিতে পারে না, সে কাপুরুষ।

মনস্থর। কাপুরুষ আমি রাজপুত? তাহলে আজই তোমার শেষদিন। [ছত্রশালের কাঁধের উপর তরবারি তুলিল]

দুলারী আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল।

দুলারী। মনস্থর ভাই,—

মনস্থর। কি শাহজাদি?

দুলারী। বর দেবে বলেছিলে, আজ আমায় বর দাও।

মনস্থর। ঠিক ঠিক। আমার ভুল হয়েছিল। বর দেব বই কি দিদি? অমন একটা কাজ করেছ, বর দেব না? তুমি বাপ মাকে ছেড়ে ভাইয়ের কাছে এসেছ, তোমার বর ত আমাকেই এনে দিতে হবে। দাও দেখি দিদি হাতখানা। ধর ভাইজান ধর, এই আমার প্রতিশোধ।

[দুলারীর হাত ছত্রশালের হাতে তুলিয়া দিয়া প্রস্থান।

ছত্রশাল। দুলারি! এ তুমি কি করলে দুলারি?

দুলারী। আমি করি নি, তোমার ছেলেই আমাকে তার মায়ের আসনে বসিয়ে রেখে গেছে।

ছত্রশাল। তবে চল শাহজাদি, হিন্দু আর মুসলমানের সমবেত সাধনা দিয়ে ভৈরবনগরে আমরা এক সোনার স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করব, যেখানে জাতি নেই—বর্ণ নেই—যে মিলনতীর্থে "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

———



